পঞ্চদশ বর্ষ | [কার্ত্তিক, ১৩৩৪] | সপ্তম উপন্যাস

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

'রহস্য-লহরী'

উপন্যাস-মালার

১১৮ নং উপন্যাস

ডাক্তারের মুষ্টিযোগ

[প্রথম সংস্করণ]

২-এ, অক্রূর দত্ত লেন, কলিকাতা
'রহস্য-লহরী বৈদ্যুতিক মেসিন-প্রেসে'
শ্রীদিব্যেন্দ্রকুমার রায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'রহস্য-লহরী' কার্য্যালয়—
মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

রাজ সংস্করণ পাঁচ শিকা,—সুলভ সংস্করণ বার আনা।

ডাক্তারের মুষ্টিযোগ

প্রথম লহর

সতর্কতার বাণী

পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার হর্ম্ম্যশিরে বিগ্-বেন নামক যে পৃথিবী-বিখ্যাত বিরাট ঘড়ি সংস্থাপিত আছে—প্রত্যুষে তাহাতে পাঁচটা বাজিবামাত্র লণ্ডনের নরনারীগণ সাজপোষাক করিয়া নিউ বেলীর ফৌজদারী আদালত অভিমুখে ধাবিত হইল। কিন্তু যাহার বিচার দেখিবার জন্য তাহাদের এই উৎসাহ উদ্যোগ ও আয়োজন, সে তখনও পেণ্টনভিলের কারাগারে প্রহরী-বেষ্টিত সুরক্ষিত কক্ষে নিদ্রিত। পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, —সে মহাপাপিষ্ঠ, সর্ব্বপ্রকার পাপে অকুণ্ঠিত, শয়তান ডাক্তার সাটিরা। ডাক্তার সাটিরাকে গ্রেপ্তার করিয়া সুদৃঢ় পেণ্টনভিলের কারাগারে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। সকলেই জানিত, সেই সুরক্ষিত কারাপ্রকোষ্ঠ হইতে পলায়ন করা তাহার অসাধ্য।

আজ সাটিরার বিচারের দিন। আজ নিউ বেলীর ফৌজদারী আদালতে তাহার অনুষ্ঠিত নরহত্যা, প্রতারণা লুণ্ঠন প্রভৃতি অপরাধের বিচার হইবে ; লণ্ডনের সংবাদপত্রসমূহে এই সংবাদ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। যথাসময়ে বিচারালয়ে উপস্থিত হইলে পাছে স্থানাভাব হয়—এই সন্দেহে কৌতূহলী নর নারীবর্গ নিশাবসানেই দল বাঁধিয়া বিচারালয় অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে ; যেন তাহারা কোন উৎসব দেখিতে চলিয়াছে ! অতি অল্পসময়ের মধ্যেই লুডগেট্-হিলের দক্ষিণ হইতে নিউগেট ষ্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থান জনপূর্ণ হইল। বালক বালিকা হইতে বৃদ্ধ বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকল বয়সের নর নারী অতি প্রত্যুষেই

মহা আগ্রহে চলিতে লাগিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের লোকও ঐ দলে বিস্তর ছিল; এমন কি, পৃথিবীর দূরতম ভূখণ্ডের অধিবাসী চীনাম্যান, জাপানী, আমেরিক ও নিগ্রোরও অভাব ছিল না। কখন বিচার আরম্ভ হইবে, তাহারই প্রতীক্ষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া বিচারালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবার জন্ম তাহাদের কি অসীম আগ্রহ! সকলেরই ধারণা হইয়াছিল, সেই আদালতের সৃষ্টি হইবার পর এ পর্য্যন্ত কখন সেখানে সাটিরার ন্যায় অপরাধীর বিচার হয় নাই; আর কখন আর কোন অপরাধীর বিরুদ্ধে এতগুলি ভীষণ অভিযোগ উত্থাপিত হয় নাই। সাটিরাকে একবার দেখিবার জন্ম, সে কি ভাবে আত্ম-সমর্থন করে—তাহা শুনিবার জন্ম লণ্ডনের জনসাধারণ এরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল যে, লণ্ডনের ফৌজদারী মামলার বিচারের ইতিহাসে তাহা সম্পূর্ণ অভিনব বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ক্রমে সূর্য্যোদয় হইল। বেলা যতই অধিক হইতে লাগিল, ততই জনতা বর্দ্ধিত হইল। ট্যাক্সি, বস, ট্রাম, প্রভৃতি নানা প্রকার শকটে সহর ও সহরতলির লোক দলে দলে বিচারালয়-প্রাঙ্গণে সমবেত হইল। এমন কি, নিকটস্থ পথগুলিও জনপূর্ণ হইয়া উঠিল। খাদ্যদ্রব্য-বিক্রেতারা তাহাদের মধ্যে নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য, চা, চুরুট, ফল প্রভৃতি বিক্রয় করিতে লাগিল। সংবাদপত্র-বিক্রেতারা প্রাভাতিক দৈনিকগুলি ফেরী করিতে আরম্ভ করিল। অনেকে বসিবার জন্ম টুল ঘাড়ে লইয়া উপস্থিত! একজন লোক একটু ভাল যায়গায় বসিয়াছিল। একজন ধনাঢ্য দর্শককে সে সেই স্থানে বসিবার অধিকার দশ পাউণ্ডে বিক্রয় করিল। তাহার পাশে একজন লোক দাঁড়াইয়া ছিল; সে বলিল, "যায়গাটা ছাড়িয়া দিলে হে!"

উত্তর হইল, "নগদ দশ পাউণ্ড পাইলাম, এ লোভ কি ছাড়া যায়? খবরের কাগজেই ত বিচারের সকল বিবরণ বাহির হইবে। এখানে যাহা শুনিবে, কাগজেই তা পড়িতে পাইব। এক পেনী দিয়া কাগজ কিনিলে যাহা জানিতে পারিব—তাহা জানিবার জন্ম দশ পাউণ্ড হাতছাড়া করিব—আমি এত নির্ব্বোধ নহি।"

সে নোটখানি পকেটে ফেলিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

একজন ভেল্‌কিওয়ালা কিছু উপার্জ্জনের আশায় পথের ধারে ভেল্‌কি দেখাইতে আরম্ভ করিল।

নদীতীরবর্ত্তী বাঁধের উপর দিয়া এক দল লোক গল্প করিতে করিতে বিচারালয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ভীড় ঠেলিয়া চলিতে চলিতে একজন লোক তাহার সঙ্গীকে বলিল, "পুলিশ সাটিরার মত আসামীকে ধরিতে পারিবে ইহা কখন আশা করি নাই।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "পুলিশ কি আর তাহাকে ধরিয়াছে? গোয়েন্দা ব্লেক পুলিশকে সাহায্য না করিলে পুলিশ কখন তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিত না।"

আর একজন বলিল, "এ পর্য্যন্ত এই শয়তান কতগুলা লোককে খুন করিয়াছে! কিন্তু একবারের বেশী তাহার ফাঁসি হইবে না, ইহা কি অল্প দুঃখের বিষয়?"

উক্ত বক্তার পশ্চাৎ হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "আরে আগে ত একবারই ফাঁসি হউক! তাহাকে ঝুলিতে না দেখিলে, মরিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হইবে না। আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া পিছলাইয়া যাওয়াই তাহার অভ্যাস। সে ফাঁসি-কাঠ পর্য্যন্ত পৌঁছাইবে কি না কে বলিতে পারে?"

এই ভাবে নানা প্রকার আলোচনা চলিতে লাগিল।

বেলা সাতটা বাজিল। বিচারালয় হইতে সম্মুখস্থ পথের যতদূর দৃষ্টিগোচর হয়—কেবল নরমুণ্ডের তরঙ্গ! এই বিপুল জনতাকে সুসংযত করিবার জন্য, আকস্মিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিবারণের উদ্দেশ্যে দলে দলে পাহারাওয়ালা সতর্ক ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সহসা একজন প্রাচীন ব্যক্তি হলবর্ণ ভায়াডক্ট ষ্টেশনের (Holborn Viaduct station) একটি পাশ-দরজা দিয়া পথে আসিয়া মোটর-কার হইতে নামিয়া পড়িল। লোকটির দেহ ছয় ফিট দীর্ঘ, মুখে চাপদাড়ি, গোঁফ জোড়াটা সুদীর্ঘ, দাড়ি-গোঁফ পাকা, শনের মত সাদা। তাহার মাথায় রেশমী টুপি, দেহে সুদীর্ঘ ফ্রক-কোট, দস্তানা-ঢাকা হাতে একটি ছাতা।

আগন্তুক বহু কষ্টে ভীড় ঠেলিয়া বিচারালয়ের দিকে অগ্রসর হইল। সে দুই পাশের লোকগুলিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, "তোমরা সকাল হইতে এখানে আসিয়া ধরণা দিয়াছ কেন? তোমাদের এখানে প্রতীক্ষা করিয়া কোন ফল নাই। এ ভাবে সময় নষ্ট না করিয়া আপন আপন কাজে যাও। তোমরা কি ডাক্তার সাটিরার মামলার বিচার দেখিতে আসিয়াছ? ডাক্তার সাটিরা আজ আদালতে আসিতে পারিবেন না। তাঁহার হাতে একটা জরুরি কাজ আছে—সেই কাজে তিনি আজ ব্যস্ত থাকিবেন।"

বৃদ্ধের কথা যাহাদের কর্ণগোচর হইল, তাহারা নিবিড় বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। একটি যুবতী হঠাৎ হো-হো শব্দে হাসিয়া উঠিল; তখন চারি দিক হইতে শত-কণ্ঠে তাহার হাসির প্রতিধ্বনি উঠিল।

একজন বলিল, "বুড়োটা পাগল না কি?"

অন্য ব্যক্তি বলিল, "ভয়ঙ্কর উন্মাদ!—কাণ্ডজ্ঞান থাকিলে কি এ রকম অসংলগ্ন কথা বলে?"

পশ্চাৎ হইতে আর একজন বলিল, "ফৌজদারীর আসামী সে, রুলের গুঁতা দিয়া তাহাকে আসামীর কাঠরায় তুলিবে। তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত আছেন, আদালতে আসিতে পারিবেন না! কি তেজ!"

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দীর্ঘকায় বৃদ্ধ তাহাদের কোন মন্তব্যে কর্ণপাত না করিয়া সেই জনতার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইল, এবং পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, "ডাক্তার সাটিরা আজ আদালতে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। মামলা হইবে না। তোমাদের এখানে অপেক্ষা করা নিস্ফল।"

এক জন কনষ্টেবল হঠাৎ সম্মুখে আসিয়া তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, কঠোর স্বরে বলিল, "কে হে তুমি? যাও, এখান হইতে চলিয়া যাও। তুমি কি মতলবে এখানে পাগলের মত যা-তা বলিতেছ?"

বৃদ্ধ কনষ্টেবলের কথায় কর্ণপাত না করিয়া, অন্য ধারে গিয়া পুনর্ব্বার সেই কথা বলিল। তখন আর এক জন কনষ্টেবল তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহাকে

তীব্র স্বরে তিরস্কার করিল, এবং তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে বলিল।

বৃদ্ধ বলিল, "চট কেন বাপু! অপরাধের কাজটা কি করিয়াছি, আমাকে বুঝাইয়া দিতে পার? আমি কি কোন বে-আইনি কাজ করিয়াছি? মাতলামী করিয়াছি, না দল জুটাইয়া গুণ্ডামী করিতেছি? বরং উল্টা, কতকগুলা স্ত্রিরেট বর্ব্বর এখানে দল বাঁধিয়া হা করিয়া তাকাইয়া আছে,—আমি তাহাদিগকে ভীড় ভাঙ্গিয়া চলিয়া যাইতে বলিতেছি। ইহা কি দোষের কাজ?"

বৃদ্ধ কোন বে-আইনী কাজ করিতেছিল—ইহা সপ্রমাণ করিতে না পারিয়া কনষ্টেবলটা বোকার মত দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধ আদালতের দরজা পর্য্যন্ত চলিয়া গেল, এবং ঐ ভাবে বক্তৃতা করিয়া পুনর্ব্বার পথে আসিয়া বলিল, "আমার কথা তোমরা ভুলিয়া যাইও না; আমি সত্য কথাই বলিয়াছি। ডাক্তার সাটিরা আজ আদালতে আসিবেন না।"

লোকটি যে গাড়ীতে আসিয়াছিল—তাহা পথের ধারে তখনও দাঁড়াইয়া ছিল। সে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে, গাড়ীখানি অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের দিকে চলিয়া গেল। সে প্রস্থান করিলে এক জন পুলিশম্যান তাহার গাড়ীর নম্বরটি লিখিয়া লইয়া—মনে মনে বলিল, "সংসারে নানা রকম পাগল থাকে, এই এক রকম পাগল! জানি না উহার কথা কেহ বিশ্বাস করিল কি না।"

এদিকের অবস্থা এইরূপ। অন্য দিকে আদালতের কিছু দূরে যে অট্টালিকাশ্রেণী ছিল, তাহাদের সম্মুখ দিয়া এক জন লোক সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই একখানি মৈ কাঁধে লইয়া দৌড়াইতেছিল। তাহার হাতে আটাপূর্ণ বালতি ও একটি মোটা তুলি, পীতবর্ণ রাশিকৃত প্ল্যাকার্ড তাহার পিঠে বাঁধা। সে কিংস্ওয়ের একটা বাড়ীর প্রাচীরে তাহার মৈখানি ঠেস দিয়া রাখিল, তাহার পর একখানা প্ল্যাকার্ডের পিঠে আটা মাখাইয়া, সেই মৈএ চড়িয়া ঔষধের বিজ্ঞাপনপূর্ণ আর একখানি প্ল্যাকার্ডের উপর তাহা আঁটিয়া দিল।

এক জন কনষ্টেবল সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া সেই লোকটার কাজ দেখিল। তাহার বিশ্বাস হইল সেই প্ল্যাকার্ডখানিতে কোন

বায়স্কোপের, অথবা কোন রকম মদ বা নবাবিষ্কৃত কোন ঔষধের বিজ্ঞাপন আছে কিন্তু সেই হলদে প্ল্যাকার্ডে সে কোন বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইল না! প্ল্যাকার্ডে ছাপার হরফ একটিও ছিল না। কন্‌ষ্টেবল সাহেব অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সেই লোকটিকে সাদা কাগজ সেখানে আঁটিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু সেই লোকটি তাহার মৈ ও অন্যান্য সরঞ্জাম লইয়া পথের অন্য দিকে প্রস্থান করিল।

কন্‌ষ্টেবল মনে মনে বলিল, "কি আশ্চর্য্য! লোকটা পাগল না কি? দেওয়ালে এভাবে সাদা-কাগজ আঁটিবার কারণ কি? অত বড় হল্‌দে কাগজখানিতে একটি কথাও নাই। বোধ হয়, ইহা কোন বিজ্ঞাপনের পূর্ব্ব-সূচনা। আজ সাদাকাগজ আঁটিয়া গেল, ইহা দেখিয়া দর্শকদের কৌতূহল হইবে, ব্যাপার কি জানিবার জন্য সকলেরই আগ্রহ হইবে; কাল ঐ কাগজের উপর একটা বিজ্ঞাপন আঁটিয়া যাইবে। ক্রমশঃ প্রকাশ্য! বিজ্ঞাপন প্রচারের এ ফন্দী নূতন বটে!"

যে ব্যক্তি দেওয়ালে ঐ সকল হল্‌দে প্ল্যাকার্ড আঁটিতেছিল তাহাকে দেখিয়া আর একজন পাহারাওয়ালা ঐরূপ কাগজ আঁটিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল; লোকটা তাহার মৈ-খানি ঘাড়ে লইয়া প্রস্থানোদ্যত হইয়া বলিল, "কি জানি মহাশয়! মষ্টার্ড ক্লাবের কর্ত্তা আমাকে এই কাগজগুলি সহরের দেওয়ালে দেওয়ালে আঁটিয়া দিতে বলিয়াছেন। এ-গুলি এভাবে প্রাচীরে আঁটিয়া তাঁহাদের কি লাভ হইবে—তাহা আমাকে বলেন নাই, আমিও জিজ্ঞাসা করি নাই। মজুরী পাইয়াছি, তাঁহার হুকুম-মত কাজ করিতেছি। রোদ উঠিবার আগে আর খান-কুড়ি কাগজ প্রাচীরে আঁটিয়া দিতে পারিলেই আমার ছুটী।"

পাহারাওয়ালা নিজের কাজে চলিয়া গেল। ক্রমে বেলা সাতটা বাজিল। পথে গাড়ী ঘোড়া, ট্যাক্সি, বস্ প্রভৃতি পূর্ণ-বেগে চলিতে আরম্ভ করিল। পথিকেরা দৈনন্দিন কার্য্যে স্ব স্ব গন্তব্য পথে ধাবিত হইল। সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে পূর্ব্বাকাশের অনেক ঊর্দ্ধে উঠিলেন; প্রভাত রৌদ্রে বৃক্ষচূড়া, গৃহ, পথ আলোকিত হইল। যে সকল প্রাচীরে পূর্ব্বোক্ত পীতবর্ণের কাগজগুলি আঁটিয়া

দেওয়া হইয়াছিল, সেই সকল প্রাচীরেও প্রাতঃসূর্য্যের কিরণধারা পতিত হইল। কাগজগুলির উপর প্রভাত-রৌদ্র যেন খেলা করিতে লাগিল।

গেইটী থিয়েটার সন্নিহিত একখানি দোকানের সম্মুখস্থিত প্রাচীরে ঐরূপ একখানি কাগজ আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। দোকানদার দোকানের দরজা খুলিয়া একখানি ঝাড়ন দিয়া দোকানের জানালার শাশিগুলি ঝাড়িতে ঝাড়িতে সম্মুখবর্ত্তী প্রাচীরের দিকে চাহিল; প্রাচীর-গাত্রে একখানি প্রকাণ্ড হল্‌দে কাগজ প্ল্যাকার্ডের মত আঁটা আছে—অথচ তাহাতে কিছুই লেখা নাই দেখিয়া সে অত্যন্ত বিস্মিত হইল। সে ঝাড়নখানি হাতে লইয়া বিস্ফারিত নেত্রে সেই কাগজখানির দিকে দুই এক মিনিট চাহিয়া থাকিতেই দেখিতে পাইল—সেই হল্‌দে কাগজে রৌদ্রের উত্তাপ লাগিয়া অক্ষর ফুটিয়া উঠিতেছে! প্রথমে সে এক একটি অক্ষরের স্থানে বাদামী রঙ্গের একটু আভা দেখিতে পাইল, তাহার পর সেই আভা এক একটি অক্ষরে পরিণত হইল; কিন্তু প্রত্যেক অক্ষর তখনও অত্যন্ত অস্পষ্ট।

দোকানদার এই দৃশ্যে স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল নির্ব্বাক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর সে তাহার দোকানের পার্শ্বস্থিত দোকানের মালিককে ডাকিয়া বলিল, "শীঘ্র বাহিরে আসিয়া একটা মজার কাণ্ড দেখিয়া যাও! ঐ সম্মুখের দেওয়ালে যে হল্‌দে কাগজখানি দেখিতেছ—আমি কয়েক মিনিট আগে উহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম; কে কি মতলবে সাদা-প্ল্যাকার্ড ওখানে আঁটিয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারি নাই। এখন দেখিতেছি উহার উপর রোদ পড়িয়া ধীরে ধীরে কতকগুলা হরফ ফুটিয়া উঠিতেছে!—দেখ ত ভাই, কি লেখা বাহির হইল।"

দ্বিতীয় দোকানদার নির্নিমেষ নেত্রে সেই হল্‌দে কাগজখানির দিকে চাহিয়া বলিল, "তাই ত বটে! প্রথমেই মোটা মোটা হরফে লেখা সা-ব-ধা-ন

সাবধান

এ মজার বিজ্ঞাপন বটে! সাবধান করিয়া দিতেছে, ক্রমে বোধ হয় আরও অনেক লেখা ফুটিবে; শেষে দেখিব লেখা আছে—সাবধান, অমুক সাবান

অন্ন অন্ত সাবান ব্যবহার করিও না, কারণ ইহা খাঁটি মাল-মসলায় প্রস্তুত না হয় দেখিব—সাবধান, অন্ত গয়লার দুধ ব্যবহার করিও না, আমাদের দুধ ব্যবহার কর—কারণ ইহা খাঁটি, সম্পূর্ণ নির্জ্জলা।—এই রকম কোন একটা বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইব। মাল কাটাইবার জন্ম এ খুব চমৎকার কৌশল। একটু দাঁড়াইয়া দেখ সমস্ত বিজ্ঞাপনটাই ঐ কাগজে ফুটিয়া উঠিবে।”—ক্রমে সেখানে বহু পথিকের সমাগম হইল; অবশেষে সেখানে এরূপ বিপুল জনতা হইল যে, প্রশস্ত পথও বন্ধ হইল, এবং পথের দুই দিকে বিস্তর মোটর-বস্, ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ী নিরুপায় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সকলেরই দৃষ্টি সেই হল্‌দে প্ল্যাকার্ডের উপর!

দ্বিতীয় লহর

ডাক্তারের মুষ্টিযোগ-প্রয়োগ

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ প্রত্যূষে উঠিয়াই আহার করিতে বসিয়াছিলেন; কারণ তাঁহারা জানিতেন, সেদিন সারাদিনের মধ্যে আহারের সুযোগ পাইবেন না।—তাঁহাদের ভোজন শেষ হইবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেকের বহির্দ্বারে সবেগে ঘণ্টাধ্বনি আরম্ভ হইল। স্মিথ পেয়ালায় কফি ঢালিতে ঢালিতে বলিল, "দরজায় কে হাঙ্গামা আরম্ভ করিয়াছে? এত সকালে কাহার এখানে আসিবার দরকার হইল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নিশ্চয়ই ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স আসিয়াছে! তাহারই ত সকালে আসিবার কথা আছে। কোনও কাজে তাহার এক মিনিটও বিলম্ব হইবার যো নাই!"

স্মিথ বলিল, "তা জানি; কিন্তু এই ত সাড়ে সাতটা বাজিয়াছে। সরকারী কৌঁসিলী সার কাবি ক্যানন কে, সি, বেলা আটটার সময় আমাদিগকে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে বলিয়াছেন; এখনও এক ঘণ্টা সময় আছে। এত আগে আমরা সেখানে গিয়া কি করিব? সকল বিষয়েই ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের তাড়াতাড়ি!"

মিঃ ব্লেকের পাচিকা মিসেস্ বার্ডেল পূর্ব্বেই দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ঐরাবতের ন্যায় বিশাল দেহ আন্দোলিত করিতে করিতে দুপ দাপ শব্দে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে ও স্মিথকে ভোজন-টেবিলে উপবিষ্ট দেখিয়া মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "তোমাদের কি রকম আক্কেল বল ত! এখনও বসিয়া বসিয়া গিলিতেছ? আমি দু-ঘণ্টা আগে ও ঝঞ্ঝাট শেষ করিয়া ফেলিয়াছি!"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে বল শেষ-রাত্রে ঘুমের ঘোরেই ও ল্যাটা চুকাইয়া ফেলিয়াছ! প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পার নাই?"

"সরকারের চাকরের কাছে সকাল সন্ধ্যার মধ্যে কোন তফাৎ নাই।—এখানে একটা চুরুটের সদ্ব্যবহার করিতে পারি কি?"—বলিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স্ মিঃ ব্লেকের ভোজন-টেবিলের অদূরে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ ধূমপান করিতে পার; কিন্তু তোমার চুরুট বাহির করিতে পারিবে না। আহারের সময় তাহার গন্ধ বরদাস্ত করিতে পারিব না; যাহা খাইলাম তাহার কিছুই পেটে থাকিবে না।"—মিঃ ব্লেক নিজের চুরুটের বাক্সটি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সম্মুখে রাখিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স নিঃশব্দে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

এই দিনই নিউ বেলীর দায়রা আদালতে ডাক্তার সাটিরার বিচার আরম্ভ হইবার কথা, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই মামলার বিচার-ফল জানিবার জন্য লণ্ডনের সকল লোক অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। ডাক্তার সাটিরাকে কি কৌশলে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহার আমূল বৃত্তান্ত 'ডাক্তারের হাতে দড়ি' নামক উপন্যাসে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং এখানে সেই বিবরণের পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

ডাক্তার সাটিরার গ্রেপ্তারের সংবাদে সমগ্র বৃটিশ দ্বীপের অধিবাসীবর্গ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছিল; তাহাদের আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা দূর হইয়াছিল। তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল সাটিরা ধরা পড়িয়াছে, আর তাহার পরিত্রাণ নাই; দায়রা আদালতের বিচারে নিশ্চয়ই তাহার ফাঁসি হইবে। আর সে পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া পলাইতে পারিবে না।

ডাক্তার সাটিরার বিচার যাহাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয় সে জন্য কর্ত্তৃপক্ষের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। সাটিরার ন্যায় ভীষণপ্রকৃতি অপরাধীকে ফাঁসিতে লটকাইতে না পারিলে নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই, কর্ত্তৃপক্ষও ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এ জন্য সাটিরাকে তাহার গ্রেপ্তারের পর দিনই বৌ-ষ্ট্রীটের পুলিশকোর্টে হাজির করা হয়; ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার অপরাধের প্রাথমিক বিচার দুই দিনের মধ্যেই শেষ

করিয়া তাহাকে দায়রা-সোপরদ্দ করেন। দায়রা-আদালত তাহার বিচারের যে দিন ধার্য্য করিয়াছিলেন, আজ সেই দিন।

কিন্তু পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়া হাজতে আবদ্ধ হইয়াও ডাক্তার সাটিরা বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করে নাই। কেহ মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার মুখে বিষাদের ছায়া দেখিতে পায় নাই। যে দিন বৌ-ষ্ট্রীটের পুলিশ-আদালত হইতে তাহাকে পেণ্টন্‌ভিলের কারাগারে লইয়া যাওয়া হয়, সেই দিন আসামীর কাঠরা হইতে নামিবার সময় সে বলিয়াছিল, "দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে, আমি দায়রা-আদালতে উপস্থিত হইতে পারিব না।"—তাহার কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়াছিল। ধৃত আসামী যদি বলে বিচারের দিন সে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে পারিবে না, তাহা হইলে তাহার সে কথা কে বিশ্বাস করিতে পারে? হাজতের আসামীর ইচ্ছার মূল্য কি?

দায়রা-আদালতে যে বিচারকের হস্তে সাটিরার বিচার-ভার অর্পিত হইয়াছিল, তাঁহার নাম মিঃ জষ্টিস্ কার্গেট; সরকার পক্ষের কৌন্সিলী সার কাবি ক্যানন কে, সি, সাটিরার বিরুদ্ধে মামলা-পরিচালনের ভার পাইয়াছিলেন। একজন নব্য ব্যারিষ্টার তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এই মামলায় আসামীর প্রতিকূলে যাহাদের নাম সাক্ষীর তালিকায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে মিঃ ব্লেক ও স্মিথই প্রধান সাক্ষী। এতদ্ভিন্ন ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স, দুইজন এটর্ণী, হোটেলের ম্যানেজার, মোমের মূর্ত্তির কারখানার মালিক ও বন্দকওয়ালা জেরি ড্রায়মারের নামও উল্লেখ যোগ্য। ডাক্তার সাটিরা যে সকল ভীষণ অপকর্ম্ম করিয়াছিল তাহা এই সকল সাক্ষীর সুবিদিত।

মিঃ ব্লেক জেরি ড্রায়মারের সাহায্যেই সাটিরার গুপ্ত আড্ডায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পুলিশ সেই স্থানে জেরি ড্রায়মারকেও গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে পুরিয়াছিল, এ কথা পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে। জেরি ড্রায়মার প্রাণভয়ে মিঃ ব্লেকের শরণাপন্ন হইয়াছিল, এবং তাঁহাকে বলিয়াছিল—সে যে ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল তাহা যতই গর্হিত হউক, মিঃ ব্লেক তাহার সাহায্যে যখন সাটিরাকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন তখন

সাটিরাকে ধরাইয়া দেওয়ার জন্য যে পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল—তাহা তাঁহারই প্রাপ্য। কিন্তু সে সেই পুরস্কারের দাবী পরিত্যাগ করিয়া মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল। মিঃ ব্লেক তাহাকে বলিয়াছিলেন—সে দীর্ঘকাল যাবৎ যে সকল বে-আইনী কার্য্যে লিপ্ত ছিল, সেই সকল অপরাধে তাহাকে কঠোর দণ্ড গ্রহণ করিতেই হইবে; তাঁহার অনুরোধে বিচারপতি তাহার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া বিনাদণ্ডে তাহাকে নিষ্কৃতি দান করিবেন, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। বিশেষতঃ, বিচারপতি ইচ্ছা করিলেই তাহাকে মুক্তিদান করিতে পারেন না; তবে যদি তাহাকে সাটিরার বিরুদ্ধে রাজার সাক্ষী-(King's Evidence) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়—তাহা হইলে লঘুদণ্ডে তাহার মুক্তি লাভের আশা (the hope of getting off with a moderate sentence.) থাকিতেও পারে। মিঃ ব্লেক পুলিশ-কমিশনর সার হেন্‌রী ফেয়ারফক্সকে অনুরোধ করিয়া জেরি ড্রায়মারকে 'রাজার সাক্ষী' করিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেই দিন ডাক্তার সাটিরার বিচার হইবে শুনিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতেই বিচারালয় দর্শকবৃন্দে পূর্ণ হইয়াছিল। সেই সুপ্রশস্ত বিচারালয়ের কোন অংশে তিল-পরিমাণ স্থান খালি ছিল না; কেবল বিচারালয়ে নহে, বিচারালয়ের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে, এমন কি, তাহার সম্মুখস্থ পথে পর্য্যন্ত নর-মুণ্ডের স্রোত চলিতেছিল। কোন উৎসব উপলক্ষেও পথে সেরূপ বিপুল জন-সমাগম দেখিতে পাওয়া যায় না। আদালতের বাহিরে ও পথে যে সকল কৌতূহলী নর নারী দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা জানিত সাটিরার বিচার দেখিবার আশা নাই; তথাপি যে অপরাধী নানা কৌশলে, বহু ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিল, বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সুরক্ষিত গৃহ হইতে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ডের হীরক রত্ন লুণ্ঠন করিয়াছিল, এবং দীর্ঘকাল পুলিশের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তাহাদিগকে অপদস্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া লুকাইয়া ছিল, যে কেবল পুলিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, পুলিশ-কমিশনর সার হেনরী ফেয়ারফক্সকে পর্য্যন্ত অদ্ভুত কৌশলে ধরিয়া লইয়া গিয়া কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল—তাহাকে একবার দেখিয়া চক্ষু-সফল করিবার আশায় নর নারীগণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া ঐ সকল

স্থানে অপেক্ষা করিতেছিল। লণ্ডনে কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইলেও তাঁহাকে দেখিবার জন্য জনসাধারণের ঐরূপ আগ্রহ হইত কি না সন্দেহের বিষয়।

বিচারের দিন প্রভাত হইতেই পুলিশ যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল। পুলিশ জানিত, ডাক্তার সাটিরা ধূর্ত্ত ও মহাপরাক্রান্ত দস্যুদলের অধিনায়ক; তাহার দলভুক্ত দস্যুগণের সংখ্যা অল্প নহে। তাহারা সেই বিপুল জনতার ভিতর লুকাইয়া আছে। সাটিরা যখন বিচারালয়ে নীত হইবে তখন তাহারা বলে বা কৌশলে পুলিশের কবল হইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ সাটিরাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে পারে, এই আশঙ্কায় সশস্ত্র পুলিশ দলবদ্ধ হইয়া বিভিন্ন ঘাটীর রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল।

সেসন-আদালতে সাটিরার বিচারের জন্য যে দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহার পূর্ব্ব-দিন অপরাহ্নে সরকারী কৌন্সিলী সার কার্বি ক্যানন কে সি, মিঃ ব্লেক, স্মিথ ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে পত্র-যোগে জানাইয়াছিলেন তাঁহারা যেন বিচারের দিন প্রভাতে আটটার সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন; কয়েকটি বিষয়-সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত তাঁহার যুক্তি পরামর্শ করা প্রয়োজন। মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া বেলা আটটার সময় সার কার্বি ক্যাননের 'চেম্বারে' যাইবার উদ্দেশ্যেই ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তত সকালে মিঃ ব্লেকের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন কৌন্সিলী মহাশয়ের সহিত পরামর্শ শেষ করিয়া বিচারালয়ে উপস্থিত হইবেন, এবং আদালতের কাজ শেষ না হইলে গৃহে ফিরিবেন না। এই জন্যই তাঁহারা অত সকালে আহার করিতে বসিয়াছিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ধূমপান করিতে করিতে বলিলেন, "সাটিরার ফাঁসি না হওয়া পর্য্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না ব্লেক! আমার কিন্তু ক্রমাগতই মনে হইতেছে, সাটিরার বিচার-কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে শেষ হইবে না, হঠাৎ কোন একটা নূতন বিভ্রাট উপস্থিত হইবে; হয় ত আমাদের সকল চেষ্টাই পণ্ড হইবে। আমার এরূপ ধারণার কারণ কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। বড়ই অস্বচ্ছন্দতা বোধ করিতেছি। সাটিরা এমন শান্ত হইয়া আছে, সে এমন নিশ্চিন্ত

যে, তাহার ফাঁসি হইবে ইহা যেন সে বিশ্বাস করিতেছে না! বিচারের প্রতি তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। নিজের অসাধারণ শক্তিতে সে যেন সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিস্পরোয়া ভাবে বসিয়া আছে। তাহার এই প্রশান্ত ভাব ঝড়ের পূর্ব্ব-লক্ষণ বলিয়াই সন্দেহ হয়। আজ তাহার বিচার হইবে, এ কথা কাল তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইলে সে মাথা নাড়িয়া বলিয়াছিল—বিচারালয়ে সে উপস্থিত হইতে পারিবে না।—শৃঙ্খলাবদ্ধ আসামী সে, হাজতে আবদ্ধ আছে, কোন্ সাহসে সে এ কথা বলে!"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "তাহার যেমন স্বভাব! সে মরিবে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহার গোঁ ছাড়িবে না। আমাদের সকল কাজ সে তুড়ি দিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিবে। যে দিন তাহার ফাঁসি হইবে, সে দিনও সে হয়-ত বলিবে বধ্য-মঞ্চে উপস্থিত হইয়া গলায় ফাঁস লইবার তাহার সুবিধা হইবে না। তাহার সুবিধা অসুবিধা, ইচ্ছা অনিচ্ছা কে গ্রাহ্য করিবে? আইনের বিধান অনুসারে সকল কাজ শেষ হইবে। সেই বিধান অগ্রাহ্য করিবে, কাহারও কি সেরূপ শক্তি আছে? যে ব্যক্তি যতই প্রবল শক্তি সম্পন্ন হউক, রাজশক্তির তুলনায় তাহার শক্তি যে অকিঞ্চিৎকর ইহা বোধ হয় সাটিরা ধারণা করিতে পারে না!"

ইন্স্পেক্টর কুট্স বলিলেন, "সে ধারণা করিতে পারে কি না জানি না; কিন্তু আমি যে মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিতে পারিতেছি না! কেন বলিতে পারি না—কেবলই মনে হইতেছে সাটিরাকে ফাঁসিতে লট্‌কাইয়া দেওয়া সহজ হইবে না, আবার আমাদিগকে ভয়ঙ্কর বিপদে পড়িতে হইবে। ভবিষ্যৎ বিপদের ছায়া আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে! ইহা কি আমার মানসিক দুর্ব্বলতার ফল? হতভাগা সাটিরার অত্যাচারের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া আমার স্নায়ু দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে; ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠি। মনে হয়, আমাদিগকে খুন করিয়া সে পলায়ন করিয়াছে! যে দিন শুনিব সাটিরার ফাঁসির পর তাহার মৃতদেহ সমাহিত হইয়াছে—সেই দিন রাত্রে আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারিব,—তাহার পূর্ব্বে নহে।"

স্মিথ বলিল, "ভোজনের টেবিলে বসিয়া সকলে মজার মজার গল্প করে, কত হাসির আমোদের কথা হয়, আর আমাদের এ সকল কি আতঙ্কজনক উদ্ভট কথা শুনিতে হইতেছে? এ সকল কথা শুনিয়া কি কোন জিনিস মুখে রোচে, না ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে? ভাগ্যে আমি খাবারগুলি আগেই সাবাড় করিয়াছি, নতুবা পেটের ক্ষুধা পেটে রাখিয়া আমাকে উঠিয়া পড়িতে হইত। আজ আমাকে সাক্ষ্য দিতে হইবে ত? আমার কাছে বিচারপতি সাটিরা সম্বন্ধে যে সকল গুহ্য কথা শুনিতে পাইবেন—তাহা শুনিয়া কেবল তাঁহার নহে, শ্রোতামাত্রেরই মাথার চুলগুলি কদম্ব-কেশরের মত কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। আর সেই সকল কথা লইয়া সকলে এরূপ আন্দোলন-আলোচনা আরম্ভ করিবে যে, সাটিরার ফাঁসির কথাও সকলে ভুলিয়া যাইবে,—যেন ঠিক বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি!"

ইন্‌স্পেক্টর কুটস স্মিথের এ কথা অত্যুক্তি মনে করিতে পারিলেন না। কারণ সাটিরা কি উপায়ে স্বহস্তে নরহত্যা করিয়াছিল—স্মিথই তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়াছিল; সে যাহা দেখিয়াছিল—বিচারালয়ে যথাযথ-ভাবে তাহা প্রকাশ করিলে অনেকেই লোমাঞ্চিত হইবে—এ বিষয়ে কুটসের সন্দেহ ছিল না। গুণ্ডা হ্যারী পুরস্কারের লোভে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইয়া ডাক্তার সাটিরার গুপ্ত আড্ডার সন্ধান বলিয়া দিয়াছিল। ('ডাক্তারের ডিগবাজী' দ্রষ্টব্য) এই জন্য সাটিরা তাহাকে কি কৌশলে কোথায় ধরিয়া লইয়া গিয়া কি ভাবে তাহার শোণিতে ক্ষ্যাপা কুকুরের লালার বিযাক্ত বীজাণু মিশ্রিত করিয়া হত্যা করিয়াছিল, কেবল স্মিথই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। সাটিরার বিরুদ্ধে যে সকল ভীষণ অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে গুণ্ডা হ্যারীর হত্যার অভিযোগই সর্ব্বপ্রথম। এই একটি অপরাধ সপ্রমাণ হইলেই তাহার প্রাণদণ্ড হইতে পারিত; তাহার অন্যান্য অপরাধ সপ্রমাণ না হইলেও তাহার নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা ছিল না। অন্যান্য অপরাধেরও অকাট্য প্রমাণ ছিল।

আহারান্তে মিঃ ব্লেক একটি চুরুট ধরাইয়া লইয়া বলিলেন, "হাঁ, সাটিরা

যতগুলি অপরাধ করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির জন্যই তাহার স্বতন্ত্র ভাবে ফাঁসি দেওয়া চলিত; কিন্তু তাহার ত একটির অধিক প্রাণ নাই, কাজেই একবারের অধিক তাহাকে ফাঁসিতে লটকাইবার উপায় নাই। যে অপরাধেরই বিচার হউক, তাহার ফাঁসি হইলেই আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি। কিন্তু তাহার অপরাধের অকাট্য প্রমাণ থাকিলেও, তাহার বিচার শেষ করিতে, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করিলেও, দুই দিন সময় লাগিবেই, তাহা বেশীও লাগিতে পারে। কুট্‌স, চল এখন বাহির হইয়া পড়ি; এখানে বসিয়া গল্পগুজবে সময় নষ্ট করিয়া লাভ কি?"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া টুপি লইয়া কুট্‌সের সম্মুখীন হইলেন। বিচারালয়ে যাইতে হইবে ভাবিয়া তিনি নিত্যব্যবহার্য্য টুইডের পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে এই পরিচ্ছদটিরই প্রাধান্য দিলেন। তিনি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও স্মিথের সঙ্গে পথে আসিলে ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "একটু দাঁড়াও ব্লেক, একখানি ট্যাক্সি ডাকি। ট্যাক্সি লইলে আমরা শীঘ্রই সার কার্বি ক্যাননের আফিসে পৌঁছিতে পারিব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চুলোয় যাক ট্যাক্সি! (Taxi be hanged) এমন সুন্দর প্রভাতে যদি এই পথটুকু হাঁটিয়া পাড়ি দিতে না পারি, তাহা হইলে পরমেশ্বর কি কেবল শোভার জন্যই আমাদের পা দু-খানি দিয়াছেন? টিকটিকি হইয়া হাঁটিতে ভয় পাও? খোলা বাতাসে খানিক হাঁটিলে মারা পড়িবে না, বরং তাহাতে বেশ স্ফূর্ত্তি হইবে। সারাদিন আদালতে লোকের ভীড়ে ত হাঁপাইয়া মরিতে হইবে। এখনও অনেক সময় আছে, এত ব্যস্ত হইতেছ কেন? এই ত সবে সাতটা বাজিল।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স পরের পয়সায় গাড়ী চড়িবার সুযোগ পাইলে সেই সুযোগ কখন ত্যাগ করিতেন না; কিন্তু মিঃ ব্লেককে ট্যাক্সি ভাড়া করিতে অসম্মত দেখিয়া তিনি আর পীড়াপীড়ি করিলেন না, নির্ব্বাক ভাবে মিঃ ব্লেকের সঙ্গেই চলিলেন। স্মিথ তাঁহাদের অনুসরণ করিল।

তাঁহারা চলিতে চলিতে পথের ধারে বিভিন্ন সংবাদ-পত্রের প্ল্যাকার্ড দেখিতে পাইলেন, প্রত্যেক প্ল্যাকার্ডের মাথায় মোটা মোটা অক্ষরে লেখা, "অদ্য ডাক্তার সাটিরার বিচার!"—যে সকল পথিক পথ দিয়া যাইতেছিল, তাহাদেরও সকলের মুখে সেই একই কথা, "আজ শয়তান ডাক্তার সাটিরার বিচার!—যে নরপিশাচ দশপনেরটা লোক খুন করিয়াছে—তাহার আবার বিচারের বিড়ম্বনা কেন? ধরিয়া লইয়া গিয়া ঝুলাইয়া দিলেই চলিত।"—কেহ বলিতেছিল, "বিনা-বিচারে কি কাহারও ফাঁসি হয়? আইনের সৃষ্টি হইয়াছে কেন? আর জজ ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ—ইহারা কি বসিয়া বসিয়া মাহিনা লইবে?"

মিঃ ব্লেক দুই পকেটে দুই হাত পুরিয়া সবেগে চলিতে লাগিলেন; ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মোটা মানুষ, ব্লেকের সঙ্গে সমান তালে চলিতে গলদঘর্ম্ম হইলেন, এবং মনে মনে তাঁহাকে গালি দিতে লাগিলেন। মিঃ ব্লেক মুখে চুরুট গুঁজিয়া নির্ব্বাক ভাবে চলিতেছিলেন, তাঁহার মন তখন নানা চিন্তায় পূর্ণ; কিন্তু পথের কোন বস্তুই তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না।

চলিতে চলিতে তাঁহারা অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিলেন; আর কিছুদূর গিয়া যখন তাঁহারা কিংস্‌ওয়ে নামক পথে উপস্থিত হইলেন, তখন মিঃ ব্লেক হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত ধীরে চলিতে লাগিলেন। মিঃ ব্লেক দেখিলেন—আটটা বাজিতে তখনও প্রায় পনের মিনিট বাকি; অথচ সার কাবি ক্যাননের আফিসে পৌঁছিতে আর পাঁচ মিনিটের অধিক সময় লাগিবার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি জানিতেন সার কাবি ঘড়ি ধরিয়া কাজ করেন; তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের দশ মিনিট পূর্ব্বে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইবেন না বুঝিয়াই মিঃ ব্লেক ধীরে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স দীর্ঘকাল নির্ব্বাক থাকিতে পারিতেন না; মিঃ ব্লেক কোন কথা বলিতেছেন না দেখিয়া তিনি একটু অধীর হইলেন; মিঃ ব্লেকের সহিত গল্প আরম্ভ করিবার জন্য বলিলেন, "আচ্ছা ব্লেক! সার কাবি আমাদের ডাকিয়াছেন কেন বলিতে পার? আমাদের যাহা বলিবার ছিল—সে সমস্ত কথাই ত তাঁহাকে বলিয়াছি, তিনিও তাহা লিখিয়া লইয়া মামলার

জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন; এখন এই শেষ মুহূর্ত্তে আমাদের সঙ্গে আবার কি পরামর্শ করিবেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তিনি কি জন্য আমাদের ডাকিয়াছেন, কি করিয়া বলি ?—এই কে, সি,র দলের মনের ভাব বুঝিয়া উঠে, সে সাধ্য কাহারও নাই। থিয়েটারের এক্টর-ম্যানেজার (actor-manager) কোন নূতন নাটকের তালিম দেওয়ার সময় অভিনেতাদের যে ভাবে পরীক্ষা করে, পাঠ মুখস্ত আছে কি না দেখিয়া লয়, সেই রকম এই মহাপ্রভুরাও মামলা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সাক্ষীগুলাকে শিখাইয়া-পড়াইয়া ঠিক করিয়া রাখেন, প্রতিপক্ষের জেরায় সব ওলট-পালট করিয়া মামলা নষ্ট না করে—সে জন্য যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করেন।—হয় ত এই মতলবেই আমাদের ডাকিয়াছেন। আমাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইবার অন্য কোন কারণ আছে বলিয়া ত মনে হয় না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "এ ত আর মিথ্যা মামলা নয়, তবে আর এরূপ সতর্কতার কি প্রয়োজন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অভ্যাস! অভ্যাস কি কেহ ছাড়িতে পারে ? আমরা সেখানে উপস্থিত হইলেই সকল কথা জানিতে পারিব।"

স্মিথ চারি দিকে চাহিতে চাহিতে চলিতেছিল, সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "কর্ত্তা! ওখানে অত-লোকের ভীড় কেন ? কেহ ট্যাক্সিতে চাপা পড়িয়াছে না কি ? না, অন্য কোন দুর্ঘটনা হইয়াছে ?"

মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তখন কিংসওয়ে ও ষ্ট্রাণ্ডের সংযোগ-স্থলে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলেন; স্মিথের কথা শুনিয়া তাঁহারা গেইটী থিয়েটারের (Gaiety theatre) দিকে চাহিয়া দেখিলেন—প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে যে প্রাচীরে থিয়েটারের প্ল্যাকার্ড ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি আঁটিয়া দেওয়া হয়—সেই স্থানে ত্রিশ চল্লিশ জন লোক সমবেত হইয়া যেন কি দেখিতেছে! লোকগুলি পথ রুদ্ধ করায় তাহাদের দুই পাশে অনেকগুলি ট্যাক্সি ও বস্‌, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভোঁ ভোঁ শব্দ করিতেছিল। দুই জন কন্‌ষ্টেবল সেখানে দাঁড়াইয়া পথ পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু কেহই পথ ছাড়িতেছিল না।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "আটটা বাজিতে এখনও ত দশ মিনিট বাকি আছে, ওখানে কি গণ্ডগোল বাধিয়াছে দেখিয়া আসি। লোকগুলা রাস্তা বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, অথচ দুই দু-জন কন্‌ষ্টেবল উহাদিগকে সরাইয়া দিতে পারিতেছে না! ব্যাপার কি?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স উৎসাহ ভরে গেইটী থিয়েটারের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন; মিঃ ব্লেক ও স্মিথ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। জনতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহারা নানা লোকের নানা প্রকার মন্তব্য শুনিতে পাইলেন।

একজন বলিল, "এ রকম অদ্ভুত ব্যাপার আর কখন দেখিয়াছ কি? ভূতুড়ে কাণ্ড বলিয়াই মনে হয়!"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "অদ্ভুত ব্যাপার! আমি আধ ঘণ্টা আগে এই পথ দিয়া যাইবার সময় দেখিয়াছিলাম—ঐ হল্‌দে কাগজে ছাপার হরফ একটিও ছিল না। তখন মনে হইয়াছিল—ঐ কাগজখানি ওখানে আঁটিয়া রাখিবার কারণ কি? এখন ফিরিয়া দেখি সেই কাগজে সারি সারি হরফের রাশি ফুটিয়া বাহির হইয়াছে!"

তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, "আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঐ মজাই দেখিতেছিলাম। সাদা কাগজের উপর যেন কাহার মন্ত্র-বলে এক একটি হরফ ফুটিয়া বাহির হইয়া, প্ল্যাকার্ডখানি এখন লেখায় ভরিয়া গিয়াছে, ফটোগ্রাফের সাদা প্লেটের উপর যেমন ধীরে ধীরে ছবি ফুটিয়া উঠে—সেই রকম।"

মিঃ ব্লেক সেই পীতবর্ণ প্ল্যাকার্ডের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ভরে একটা অব্যক্ত শব্দ করিলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহা দেখিয়া হতাশ ভাবে মাথা নাড়িলেন, তাহার পর স্মিথের মুখের দিকে চাহিলেন। স্মিথ প্ল্যাকার্ডখানি পাঠ করিয়া মুখ বিকৃত করিল। সে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে কোন কথা বলিল না বটে, কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া যে ইঙ্গিত করিল, তাহার অর্থ—"এখন সাম্‌লাইতে পারিবেন কি?"

প্ল্যাকার্ড খানিতে এইরূপ লেখা ছিল :—

সাবধান

অদ্য ডাক্তার সাটিরার বিচারের দিন ধার্য্য হইয়াছে। যে সকল লোক আদালতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, বা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে—তাহাদিগের গলায় ফাসি-দিয়া মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া রাখা হইবে। এ জন্য সকলকে সতর্ক করা যাইতেছে।

ইন্‌স্পেক্টরের হাঁড়ি-মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধে হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, এ কি সর্ব্বনেশে কাণ্ড? এ রকম প্ল্যাকার্ড মারিবার কারণ কি এই নষ্টামভরা প্ল্যাকার্ড কে এখানে আঁটিতে দিয়াছে? এ কাজ কে করিল?—ওরে মারভিন! এ সকল কি কাণ্ড? এ পাগলামী, না শয়তানী, না আর কিছু? তোর চোখের উপর এই প্ল্যাকার্ড আঁটিয়া গেল! তুই কি ঘুমাইতেছিলি? শোন্!"

ইন্‌স্পেক্টর কুটস যে কন্‌ষ্টেবলটিকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন, তাহার নাম মারভিন। ইন্‌স্পেক্টরের গর্জ্জন শুনিয়া সে মুখ চুণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "কর্ত্তা, আমার উপর অন্যায় রাগ করিতেছেন! এ যে কি কাণ্ড তাহা আমার বুঝিবার শক্তি নাই। এমন কাণ্ড আমি জীবনে কখন দেখি নাই। আমি আধ ঘণ্টা আগে এই পথ দিয়া গিয়াছি; কিন্তু তখন ঐ প্ল্যাকার্ড দেখিতে পাই নাই। কেবল একখান হল্‌দে কাগজ দেখিয়াছিলাম, তাহাতে কোন অক্ষর ছিল না।"

ইন্‌স্পেক্টর সক্রোধে বলিলেন, "কেবল হল্‌দে কাগজ দেখিয়াছিলে—তাহার

উপরে কোন হরফ ছিল না! তবে কি ঐ সারি সারি হরফ ভূতে লিখিয়া গেল? তোমার এই অসম্ভব কথা আমাকে বিশ্বাস করিতে বল? আমাকে কি মনে করিয়াছ? পাগল, না দুগ্ধ-পোষ্য শিশু?"

যে লোকটি ঝাড়ন দিয়া জানালা মুছিতে মুছিতে সেই অদ্ভুত দৃশ্য সর্ব্ব-প্রথমে দেখিতে পাইয়াছিল, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সক্রোধ গর্জ্জন শুনিয়া সে তাঁহার সম্মুখে আসিল, এবং গম্ভীর স্বরে বলিল, "ইন্‌স্পেক্টর সাহেব! আপনি এই পাহারা-ওয়ালাকে অন্যায় তিরস্কার করিতেছেন। আমি খুব সকালে দোকান খুলিয়া, হঠাৎ ঐ দিকে চাহিয়া ঐ হল্‌দে কাগজখানি ঐ দেওয়ালে আঁটা দেখিয়াছিলাম; তাহাতে তখন একটিও হরফ ছিল না। কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে উহার ভিতর হইতে সারি সারি হরফ্ ক্রমে ফুটিয়া বাহির হইল! হাঁ, আমি তাহা নিজে দেখিয়াছি।" (I saw 'em meself)

আরও দুই তিন জন লোক অগ্রসর হইয়া বলিল, "কথাটা সত্য; আমরাও এই অদ্ভুত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছি।—দশ মিনিটের মধ্যে ঐ লেখাগুলি একে একে সমস্তই ফুটিয়া উঠিয়াছিল! মনে হইল তখন আমরা যেন ম্যাজিক দেখিতেছিলাম!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কোন কারণে উত্তেজিত হইলে সশব্দে নাক ঝাড়িতেন; তিনি নাক ঝাড়িয়া বলিলেন, "এ যে বড়ই তাজ্জবের কথা! ইহারা সকলেই কি পাগল হইয়া গিয়াছে? না, আমারই বুদ্ধি লোপ হইল?—সাদা-কাগজে আপনা-হইতে ও ভাবে লেখা ফুটিয়া উঠিতে পারে না। হল্‌দে প্ল্যাকার্ড যখন ওখানে আঁটা হইয়াছিল তখনও উহাতে ঐ 'নোটিস' ছিল, এবং যে বদ্‌মায়েস ঐখানে উহা আঁটিয়া গিয়াছে, তাহাকে কেহ না কেহ নিশ্চয়ই দেখিয়াছিল। উহা আস্‌মান হইতে উড়িয়া আসিয়া ঐখানে ও ভাবে আঁটিয়া বসে নাই।"

আর একজন কনষ্টেবল কিছু দূরে দাঁড়াইয়া তর্ক-বিতর্ক শুনিতেছিল, সে দুই হাতে ভীড় ঠেলিয়া, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহাশয়, ঐ প্ল্যাকার্ডখানি যখন আঁটা হয়, তখন আমি এখানে উপস্থিত ছিলাম; তখন সাতটা বাজিতে মিনিট-পাঁচেক বাকি ছিল। যে

সকল লোক প্রাচীরে দেওয়ালে প্ল্যাকার্ড লাগাইয়া বেড়ায়, তাহাদেরই একজন একখানি মৈ, এক বাল্‌তি আটা ও এক বোঝা হল্‌দে-রঙ্গের কাগজ লইয়া ওখানে আসিল, এবং মৈ দিয়া প্রাচীরে উঠিয়া, একখানি প্ল্যাকার্ডে আটা মাখাইয়া তাহা আঁটিয়া দিল ; তাহার পর মৈখানি ঘাড়ে লইয়া, অন্য হাতে আটার বাল্‌তি ও অবশিষ্ট প্ল্যাকার্ডগুলা বগলে করিয়া ঐ দিকে দৌড়াইল। আমি অবাক হইয়া তাহার কাজ দেখিলাম।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সরোষে বলিলেন, "অবাক হইয়া তাহার কাজ দেখিলে! তুমি এখানে দাঁড়াইয়া-থাকিয়া দেখিলে, পাজী বদমায়েসটা এই আতঙ্কজনক মিথ্যা নোটিস্ ঐখানে আঁটিয়া, আটার বাল্‌তি ও মৈ-টৈ লইয়া চলিয়া গেল, অথচ তুমি তাহাকে তাহার মৈ হইতে নামিবামাত্র গ্রেপ্তার করিলে না! তুমি কি নিজের রূপ দেখাইবার জন্য পাহারায় বাহির হইয়াছ ?"

কন্‌ষ্টেবল ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথা শুনিয়া বিস্ময়ে ভয়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "গ্রেপ্তার করিব ? তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারি এ রকম অপরাধ সে কি করিয়াছিল ? সে যে প্ল্যাকার্ডখানা আঁটিয়া দিয়াছিল, তাহাতে কিছুই লেখা ছিল না ; প্ল্যাকার্ডের আকারের একখানি হল্‌দে কাগজ সে আঁটিয়া দিয়াছিল। তাহার এই কাজ যে ফৌজদারী আইন অনুসারে নিষিদ্ধ, ইহা আমার জানা ছিল না। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ঐ কাগজখানায় কিছুই লেখা নাই—ও কি রকম বিজ্ঞাপন ?—সে বলিল, মাষ্টার্ড ক্লাবের সম্পাদক সহরের প্রকাশ্য স্থানে আঁটিয়া দেওয়ার জন্য ঐ কাগজগুলি তাহাকে দিয়াছে ; কি উদ্দেশ্যে এ কাজ করা হইতেছে তাহা সে জানে না। এখন দেখিতেছি সাদা-কাগজে হরফ ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

কন্‌ষ্টেবলের কথা শুনিয়া এক দল লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহাদের হাসিতে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের ধৈর্য্য ধারণ করা কঠিন হইল ; তিনি গোঁফ ফুলাইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "বানরের মত দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছ কেন, ইহাতে হাসির বিষয় কি আছে ?"

পূর্ব্বোক্ত দোকানদার বলিল, "কথাটা উহারা বিশ্বাস করিতে না পারায়

হাসিয়াছে ; কিন্তু এই পাহারাওয়ালার কথা সম্পূর্ণ সত্য। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি সকালে সাতটার সময় ঐ কাগজে একটি হরফও দেখা যায় নাই। আমি কাগজখানির দিকে চাহিয়া রহিলাম—উহার উপর ক্রমশঃ সূর্য্যের আভা পড়িলে হরফগুলি ধীরে ধীরে ফুটিয়া বাহির হইল। এ রকম অদ্ভুত কাণ্ড আর কখন দেখি নাই।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স আর কোন কথা না বলিয়া সেই প্ল্যাকার্ডখানির দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। মিঃ ব্লেক নিস্তব্ধ ভাবে সকল কথা শুনিতে ছিলেন, তিনি কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই ; এতক্ষণ পরে তিনি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কাঁধে হাত দিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “কুট্‌স, তুমি ইহাদের কথা বিশ্বাস করিতেছ না কেন ? ইহারা সত্য কথাই বলিয়াছে। এই প্ল্যাকার্ডে যে কথাগুলি দেখা যাইতেছে, প্ল্যাকার্ড আঁটিবার সময় যদি ঐ কথাগুলি উহাতে থাকিত তাহা হইলে ঐ রকম প্ল্যাকার্ড প্রকাশ্য ভাবে কেহই কোন প্রাচীরে আঁটিয়া দিতে সাহস করিত না ; বিশেষতঃ, কোন কনষ্টেবলের সম্মুখে এ কাজ নিশ্চয়ই করিত না—ইহা বিশ্বাস করা তোমার উচিত ছিল। প্ল্যাকার্ড লাগাইবার সময় নিশ্চয়ই কোন হরফ ছিল না।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “তোমার ও কথা মানি না। এই লোকগুলা কি মতলবে মিথ্যা কথা বলিতেছে তাহা বুঝিতে পারিতেছ না বলিয়াই কি এত-বড় একটা মিথ্যা কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ? কাগজ আঁটিবার সময় তাহাতে একটিও হরফ ছিল না, তাহার পর দশ মিনিটের মধ্যে তাহাতে সারি সারি লেখা ফুটিয়া উঠিল ! এ রকম অসম্ভব কথা তুমি আমাকে বিশ্বাস করিতে বল ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমিই বা কোন্ যুক্তিতে ইহা অসম্ভব বলিতেছ ? যাহা তোমার ধারণার অতীত, যাহার কারণ তোমার অজ্ঞাত, তাহাই কি তুমি অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাও ? তুমি না জানিলেও আমি জানি এক প্রকার রাসায়নিক কালী (a chemical ink) আছে, সেই কালী দিয়া কাগজে যাহা লেখা যায় তাহা প্রথমে অদৃশ্য থাকে ; কিন্তু আলোক বা উত্তাপের সংস্পর্শে সেই

অদৃশ্য লেখাগুলি কাগজের উপর ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠে, তখন সকলেই তাহা পড়িতে পারে। 'সিল্‌ভার ব্রোমাইড' অথবা 'নাইট্রেট অফ্ সিল্‌ভার' দ্রব (a solution of silver Bromide or nitrate of silver) দ্বারা এই কার্য্য অনায়াসেই হইতে পারে। কাগজগুলি লাগাইবার সময় তাহাতে একটিও অক্ষর দেখিতে পাওয়া, যায় নাই বটে, কিন্তু তাহার উপর সূর্য্যের কিরণ পড়িবামাত্র সেই অদৃশ্য লেখাগুলি ফুটিয়া বাহির হইয়াছে; ইহা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই।"

স্মিথ উৎসাহভরে বলিল, "কর্ত্তা, আপনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কেবল গোয়েন্দাগিরি করিতেই জানেন, উনি রসায়নের কি ধার ধারেন? রুসিয়ার নিহিলিষ্টরা তাহাদের দলের লোকের নিকট এই রূপ অদৃশ্য কালীতে চিঠি লিখিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিত, এ সংবাদও উঁহার জানা নাই—ইহা আশ্চর্য্য বটে!"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া কন্‌ষ্টেবলদ্বয় প্রশংসমান নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর কন্‌ষ্টেবল মার্‌ভিন বলিল, "মিঃ ব্লেক, আপনার কথাই সত্য। প্ল্যাকার্ডগুলি যখন আঁটিয়া দেওয়া হইতেছিল তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই; তাহার কিছুকাল পরে সূর্য্য উঠিলে, তাহার ছটা ঐ প্ল্যাকার্ডের উপর পড়িয়াছিল; সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হরফগুলি ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অগত্যা মিঃ ব্লেকের সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার ক্রোধের উপশম হইল না, তিনি উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "তোমার অনুমান সত্য হইলেও কাজটা কতদূর গর্হিত হইয়াছে তাহা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ ব্লেক! আমাদের মামলাটা নষ্ট করিবার জন্য সে আমাদের দলের লোকগুলিকে কি ভাবে ভয় প্রদর্শন করিয়াছে, মিথ্যা আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছে, তাহা দেখিতেছ ত? সেই লোকটার চেহারা কিরূপ, তাহা শুনিয়া লইয়া অবিলম্বে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স দ্বিতীয় কন্‌ষ্টেবলকে বলিলেন, "যাহার সঙ্গে তোমার কথা হইয়াছিল; তাহার চেহারা কিরূপ?"

কন্‌ষ্টেবল বলিল, "লোকটি বেঁটে, মুখে দাড়ি গোঁফ নাই; গায়ে কাল রঙ্গের

একটা জীর্ণ কোট ; কাঁধে একখানি মৈ, হাতে একটি ছোট বালতি, বালতি গঁদের আটায় পূর্ণ, বগলে হল্‌দে কাগজের একটা বাণ্ডিল।"

কুট্‌স বলিলেন, "সে কাজ শেষ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে ; তাহার মৈ ও বাল্‌তি আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। দাড়ি গোঁফহীন বেঁটে লোক লণ্ডনে বিস্তর আছে, কাল-রঙ্গের জীর্ণ কোটও অনেকের গায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। আসল লোকটিকে খুঁজিয়া বাহির করা সহজ হইবে না ; আর সে তোমাকে মার্ষ্টার্ড ক্লব না কি ক্লাবের সম্পাদকের নাম বলিয়াছিল, ঐ রকম কোন ক্লাব লণ্ডনে আছে কি না সন্দেহ। সে মিথ্যা কথায় তোমাকে ভুলাইয়াছিল ; সে নিশ্চয়ই কোন বদলোক, মজা দেখিবার জন্যই একাজ করিয়াছে। যাহা হউক, এই প্লাকার্ডগুলি শীঘ্র ছিঁড়িয়া ফেলিবার ব্যবস্থা কর। অন্যান্য বীটের কনষ্টেবলদেরও এই আদেশ দেওয়া হইবে। এই আতঙ্কজনক প্ল্যাকার্ড আর অধিক লোকের চোখে না পড়ে অবিলম্বে তাহার ব্যবস্থা করাই চাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তখনও জানিতে পারেন নাই যে, লণ্ডনের গলিতে গলিতে, অসংখ্য বাড়ীর প্রাচীরে ও প্রত্যেক প্রকাশ্য স্থানে এইরূপ অসংখ্য প্ল্যাকার্ড আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং এই কাজ বেলা সাতটা হইতে আটটার মধ্যেই শেষ করা হইয়াছিল। এই কার্য্য দুই একজন লোকের অসাধ্য। নিতান্ত অল্প হইলেও দশ পনের জন এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ; পুলিশ কোথায় তাহাদের সন্ধান পাইবে ?

কয়েক মিনিট পরে আরও কয়েকজন কনষ্টেবল সেখানে উপস্থিত হইল, তাহাদের সমবেত চেষ্টায় পথ পরিষ্কার হইল ; সেই পথের ধারে যে সকল প্ল্যাকার্ড ছিল তাহা অবিলম্বে অপসারিত হইল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন আটটা বাজিয়া গিয়াছে ! ঠিক আটটার সময় সার কার্বি ক্যাননের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা, সুতরাং তিনি আর বিলম্ব করিতে সাহস করিলেন না। তিনি চিন্তাকুল চিত্তে সার কার্বি ক্যাননের আফিস অভিমুখে ধাবিত হইলেন। মিঃ ব্লেক ও স্মিথ তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স চলিতে চলিতে মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "তুমি ত প্ল্যাকার্ডের লেখা পড়িয়াছ, এ সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি, শুনিতে চাই। কোন বদলোক

পুলিশকে হয়রান করিবার জন্তই হউক, কি জনসাধারণের সহিত কৌতুক করিবার জন্তই হউক, এই অনিষ্টকর প্ল্যাকার্ডগুলি যেখানে-সেখানে আঁটিয়া গিয়াছে বলিয়াই কি তোমার মনে হয় না?"

মিঃ ব্লেক একটি চুরুট ধরাইয়া বলিলেন, "না, আমার ধারণা অন্তরূপ। আমার বিশ্বাস, সাটিরার দলভুক্ত দস্যুরাই এ কাজ করিয়াছে। সাটিরার-দলের লোক ভিন্ন অন্য কাহারও এ কাজ করিতে সাহস হইত না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "সকল কাজেরই একটা উদ্দেশ্য থাকে; তাহারা কি উদ্দেশ্যে এ রকম পাগলামী করিয়া বসিল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "প্ল্যাকার্ডখানি পড়িয়া কি তাহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পার নাই? যাহারা সাটিরার বিরুদ্ধে মামলা চালাইবে, এবং তাহার প্রতিকূলে সাক্ষ্য দিবে, তাহাদের মনে আতঙ্ক সঞ্চার করা ভিন্ন আর অন্য কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে?"

স্মিথ বলিল, "আর ত কোন আশা নাই, এখন ফাঁকা ভয় দেখাইয়া যদি কিছু সুবিধা করিতে পারে! অগাধ জলে পড়িয়া যে ডুবিতে উদ্যত হয়, সে সম্মুখে একগাছা খড় ভাসিয়া যাইতে দেখিলেও, প্রাণ বাঁচাইবার আশায় তাহা চাপিয়া ধরে, কিন্তু তাহাতে তাহার প্রাণ রক্ষা হয় কি?—আমিও ত একজন সাক্ষী, সাটিরার দলের ডাকাতগুলা যদি আশা করিয়া থাকে ঐ প্ল্যাকার্ডখানা পড়িয়া আমি সাক্ষীর কাঠরায় প্রবেশ করিতে ভয় পাইব, তাহা হইলে কয়েক ঘণ্টা পরেই তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিবে। আমাদের দলের কেহই উহাদের ঐ ফাঁকা আওয়াজে ভয় পাইবে না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "তা ঠিক বলা যায় না। আমাদের গুপ্তচর গুণ্ডা হ্যারীর শোচনীয় পরিণামের কথা অনেকেই জানিতে পারিয়াছে; সুতরাং এই প্ল্যাকার্ডের লেখাগুলা পড়িয়া সকলেই যে ইহা ফাঁকা আওয়াজ বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবে, এরূপ আশা করিতে পারিতেছি না; বিশেষতঃ, সাটিরার প্রতিহিংসা কিরূপ ভীষণ—তাহা মেরী-লুইসীর কাপ্তেন পিয়ের মেরাইনের হত্যাকাণ্ডেই জানিতে পারা গিয়াছে। সুতরাং এই নোটীস পাঠ করিয়া কাহারও মনে বিন্দুমাত্র আতঙ্কের সঞ্চার হইবে না—এ কথা কি করিয়া বলিতে পার? তবে এই রকম

ফন্দী-ফিকিরে সাটিরার কোন উপকার হইবে বলিয়া মনে হয় না; পৃথিবীতে কাহারও এরূপ শক্তি নাই—যে সাটিরার বিচার বন্ধ করিবে, বা তাহার প্রাণদণ্ড রহিত করিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি তোমার কথার সম্পূর্ণ সমর্থন করি। সাটিরা জেলখানায় আবদ্ধ আছে, তাহার দলের দস্যুগুলা এখন অধিনায়কহীন, সাটিরার উদ্ধারের কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া তাহারা ফাঁকা আওয়াজে আমাদের ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে। যদি এ সময়ে সাটিরা তাহাদিগকে পরিচালিত করিবার সুযোগ পাইত, তাহা হইলে মনে করিতাম—ইহা একেবারেই ফাঁকা আওয়াজ না হইতেও পারে। কিন্তু কারাগারে সাটিরাকে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট থাকিতে হইয়াছে; তথাপি সে চাল ছাড়িতে পারে নাই, এখনও বলিতেছে—বিচারালয়ে উপস্থিত হইবে না, যেন আদালতে হাজির হওয়া না হওয়া তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে! ইহার পর বিচার-শেষে বিচারপতি যখন কাল টুপি মাথায় দিয়া তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিবেন, তখন সাটিরা হয় ত আর এক সুর বাহির করিবে। তখন সে বুঝিতে পারিবে অপরাধ করিয়া আইনের কবল হইতে উদ্ধার লাভের উপায় নাই, যথাযোগ্য দণ্ড গ্রহণ করিতেই হইবে। পাপ করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্তের বিলম্ব হইতে পারে; কিন্তু পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছেই, ইহা সে স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "কিন্তু যে বদমায়েসগুলা নগরের পথে পথে এই স্পর্দ্ধাপূর্ণ প্ল্যাকার্ড ছড়াইয়া বেড়াইয়াছে—তাহাদের গ্রেপ্তার করিতে পারিলে একটু কাজ হইত। দেখ দেখি তাহাদের কি সাহস! পুলিশের চোখের উপর রাশি রাশি প্ল্যাকার্ড সদর রাস্তার ধারের দেয়ালে প্রাচীরে আঁটিয়া দিয়া সরিয়া পড়িল, অথচ একজনকেও গ্রেপ্তার করিবার ব্যবস্থা হইল না! ইহা কি অল্প লজ্জার বিষয়? কিন্তু এখন আর আক্ষেপ করিয়া ফল কি? আটটা বাজিয়া গিয়াছে; সার কার্বি ক্যানন হয় ত আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁহারা 'কিংস্‌-বেঞ্চওয়াকে' উপস্থিত হইলেন; এই স্থানেই সার কার্বির আফিস। একটি প্রাচীন অট্টালিকার দ্বারের পাশে

একখানি শিওল-ফলকে তাঁহার নাম খোদিত ছিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স্ মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন এবং সিঁড়ি দিয়া দোতালায় উঠিলেন।

সিঁড়ির ঘরের পাশেই একটি কক্ষ। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই কক্ষের দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া, সেখানে সুবেশধারী একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দণ্ডায়মান দেখিলেন; তাহার মুখে মানসিক উৎকণ্ঠা সুপরিস্ফুট। এই লোকটিও কি তাঁহাদের ন্যায় সার কার্বির দর্শন-প্রার্থী? কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহাকে বলিলেন, "সার কার্বির সঙ্গে এই সময় আমাদের দেখা করিবার কথা আছে—এই জন্য আমরা আসিয়াছি। তিনি ঘরে আছেন কি?"

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বলিল, "তিনি ঘরে আছেন কি না বলিতে পারি না; অর্থাৎ আমি এখনও তাহা জানিতে পারি নাই। আমার নাম অর্বেল, আমি সার কার্বি ক্যাননের হেড্ ক্লার্ক। তিনি আমাকে ঠিক সাড়ে সাতটার সময় এখানে হাজির হইতে আদেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অনুমতি ভিন্ন আমি ত ভিতরে প্রবেশ করিতে পারি না। আমি দরজার ঘণ্টা বাজাইয়া সাড়া দিয়াছি; কিন্তু এই আধ ঘণ্টার মধ্যেও ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইলাম না! তিনি ঘরের ভিতর আছেন কি না বুঝিতে পারিতেছি না, অথচ এ সময় ত তাঁহার বাহিরে যাইবারও কথা নয়।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "সকালে ঠিক আটটার সময় তিনি আমাদিগকে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, এই জন্য আমরা সকল কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি এখানে আসিলাম। ঠিক সময়ে আসিতে না পারিলে হয় ত তিনি বিরক্ত হইতেন। আমার বোধ হয় বিশেষ কোন কারণে এখনও তিনি বাড়ী হইতে আফিসে আসিতে পারেন নাই। কিন্তু কোন দিন কোন কারণে তাঁহার কথার ত অন্যথা হইতে দেখি নাই; আজ এরূপ হইবার কারণ কি?"

হেড্ ক্লার্ক বলিল, "তাঁহার এই আফিস-সংলগ্ন ঘরেই ত তিনি বাস করেন; স্থানান্তর হইতে তাঁহাকে আফিসে আসিতে হয় না। আমি বহুকাল হইতে তাঁহার চাকরী করিতেছি; বেলা আটটার সময় কোন দিন তাঁহাকে আফিসে

অনুপস্থিত দেখি নাই। আটটা বাজিবার অনেক পূর্ব্বেই তিনি আফিসে আসিয়া কাজ কর্ম্ম আরম্ভ করেন। বিশেষতঃ, আজ সাটিরার মামলার দিন, তাঁহাকে সরকারের পক্ষ সমর্থন করিতে হইবে, কাগজপত্র গুলি দেখিয়া-শুনিয়া সকল ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিবেন; অথচ এখন পর্য্যন্ত তিনি আফিসে আসিলেন না, এ কি ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "প্রাতর্ভোজনের জন্য তিনি বাহিরে যান নাই ত?"

হেড্ ক্লার্ক বলিল, "তিনি কোন দিনও ত বাহিরে গিয়া প্রাতর্ভোজন করেন না। তাঁহার সকল কাজেরই নিয়ম বাঁধা। প্রত্যহ সকালে আমি তাঁহার খাবার আনিয়া দেই। তাঁহার প্রাতর্ভোজনের জন্য এক পেয়ালা চা, আর দুই-টুকরা 'টোষ্ট' ভিন্ন আর কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হয় না; বৈদ্যুতিক উনানেই তাহা প্রস্তুত হয়। অত বড় ব্যারিষ্টার, হাজার হাজার পাউণ্ড উপার্জ্জন করেন; কিন্তু আহার নাই বলিলেও চলে! তিনি বাহিরে গিয়াছেন বলিয়া ত মনে হয় না।"

ইন্স্পেক্টর কুট্স বলিলেন, "আমরা কাজের লোক, কতক্ষণ তাঁহার দরজায় এভাবে দাঁড়াইয়া থাকিব? যদি তিনি ঘরে থাকেন তাহা হইলে আমাদের আগমন-সংবাদ তাঁহাকে জানাইতেছি। আমরা পুলিসের লোক—মরা-মানুষের ঘুম ভাঙ্গাইতে পারি, দেখুন ত।"—ইন্স্পেক্টর কুট্স হাত বাড়াইয়া দ্বার-সংলগ্ন সেকেলে-ধরনের ভারি 'নকার'টা (knocker) দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিলেন, এবং তদ্দ্বারা ওক-কাঠের সেই স্থূল দ্বারে সবেগে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে করিতে লাগিলেন; যেন কাঠের মেঝের উপর সশব্দে দুরমুস্ পড়িতে লাগল।

কিন্তু দরজায় পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়াও কোন ফল হইল না; ঘরের ভিতর হইতে কাহারও কোন সাড়া মিলিল না। সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ কক্ষ। ইন্স্পেক্টর কুট্স অধীর ভাবে পুনর্ব্বার দ্বারে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ঠিক সেই সময় সিঁড়িতে কাহার পদশব্দ হইল। মুহূর্ত্ত পরে একটি যুবক সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আসিলেন। যুবকটির বয়স অল্প, চক্ষু-তারকা নীল, মুখখানা ফজলী আমের মত লম্বা; মাথার চুলগুলি রুক্ষ।

মিঃ ব্লেক এই যুবকটিকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন; এই যুবকের

সহিত মিঃ ব্লেকের পরিচয় ছিল। তিনিও ব্যারিষ্টার; তাঁহার নাম মিঃ নরম্যান পিস্, কে-সি। 'ইংলণ্ডেশ্বর বনাম সাটিরা' নামক সেসনের মামলায় মিঃ পিস্‌কে সরকার-পক্ষ হইতে প্রবীন কৌন্সিলী সার কার্বি ক্যানরের জুনিয়ার কৌন্সিলী (Junior Counsel) নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ছোকরা ব্যারিষ্টারদের মধ্যে মিঃ পিস্ অল্প দিনেই বেশ পশার করিয়া লইয়াছিলেন।

মিঃ পিস্ মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়াই সবিস্ময়ে বলিলে, "হালো মিঃ ব্লেক! আপনি এখানে? আর যদি আসিয়াছেনই, তবে এখানে উমেদারের মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন কেন? ঘরে প্রবেশ করিতে বাধা কি? অন্ত কোন লোক সার কার্বির সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছে না কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বিনা-কাজে আর কে উকিল ব্যারিষ্টারদের দরজায় ধরণা দেয়?—কিন্তু সার কার্বি ঘরে আছেন বলিয়া ত মনে হইতেছে না; আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার সাড়া পাইলাম না যে!"

মিঃ নরম্যান পিস্ হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সার কার্বি এখন তাঁহার আফিসে অনুপস্থিত! এ যে বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার! না, না, ইহা হইতেই পারে না। তিনি যে আমাকে সকালে আটটার ঠিক পরেই এখানে আসিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেখা করিতে আসিয়া, তাঁহার দেখা পাওয়া যায় নাই—এরূপ ঘটনা সম্পূর্ণ নূতন। আমি জানি তাঁহার কথার ব্যতিক্রম হয় না। তাঁহার সঙ্গে আমারও যে অনেক পরামর্শ আছে।"

হেড্‌ক্লার্ক অবেল বলিল, "আমাকে তিনি ঠিক সাড়ে-সাতটার সময় এখানে হাজির হইতে আদেশ করিয়াছিলেন। আধ-ঘণ্টার উপর আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি। তাহার পর ইঁহারা আসিয়াও দরজা গুতাইয়াছেন; কিন্তু ভিতর হইতে কর্ত্তার কোন সাড়া-শব্দ নাই! কি যে হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার আশঙ্কা হইতেছে কর্ত্তা হয় ত হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন।"

মিঃ নরম্যান পিস মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "অমূলক আশঙ্কা। গতরাত্রে

দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে আমার অনেক পরামর্শ হইয়াছিল। তাঁহার দেহখানি যেন ইস্পাতের কাঠামো, অসুখ-বিসুখ তাঁহার কাছে ঘেঁসিতে ভয় পায়; বিশেষতঃ স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁহার যেরূপ দৃষ্টি, হঠাৎ তাঁহার অসুস্থ হওয়া অসম্ভব।”

কথা শেষ করিয়াই তিনি দরজায় জোরে জোরে বার দুই তিন আঘাত করিলেন; কিন্তু ঘরের ভিতর হইতে কোন সাড়া শব্দ পাইলেন না; দরজার পাশের দেওয়ালে আট দশ ইঞ্চি লম্বা একটি ফুকর ছিল; ঘরের ভিতর যে চিঠির বাক্স ছিল, উহা সেই বাক্সের মুখ। সেই ফুকর দিয়া চিঠি-পত্রাদি বাক্সের ভিতর নিক্ষিপ্ত হইত। মিঃ পিস সেই ফুকরটির কাছে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; তাহার পর মাথা তুলিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া চিন্তিত ভাবে বলিলেন, “তাই ত! ব্যাপার কিছুই যে বুঝিতে পারিতেছি না! বোধ হয় কোন একটা বিভ্রাট ঘটিয়াছে। সার কার্বি প্রত্যহ সকালে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে চিঠিপত্রগুলি বাহির করিয়া থাকেন, তিনি আজ সকালে উঠিয়া যদি কোন কাজে হঠাৎ বাহিরে যাইতেন—তাহা হইলে চিঠিগুলা বাক্স হইতে বাহির না করিয়া কোথাও যাইতেন না; তবে কি তিনি এখনও ঘুমাইতেছেন? ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করি?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এখানে দাঁড়াইয়া তর্ক-বিতর্ক করিয়া কোন ফল নাই; এখন কি করা উচিত তাহাই স্থির করুন। আমার মনে হইতেছে সার কার্বির হঠাৎ কোন বিপদ ঘটিয়াছে; হয় ত তিনি উত্থানশক্তি-রহিত হইয়া শয্যায় পড়িয়া আছেন, এমন কি, সাড়া দিতে পারেন সে শক্তিও তাঁহার নাই—এরূপ অনুমান অসঙ্গত মনে হয় না। চিরকুমার তিনি, বাসায় একাকী বাস করেন; কি হইল, কে জানে?”

হেড ক্লার্ক অর্বেল বলিল, “আপনার কথা সম্পূর্ণ সত্য। আমি সাড়ে সাতটার সময় এখানে আসিয়া অনেক চেষ্টাতেও যখন কর্ত্তার কোন সাড়া পাইলাম না, তখনই আমার মনে হইয়াছিল কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে! এত বেলা পর্য্যন্ত দরজা বন্ধ করিয়া তিনি ঘরের ভিতর বসিয়া থাকিবেন, ইহা

হইতেই পারে না। সাড়ে আটটা বাজিত চলিল, এখনও তাঁহার আফিসের দরজা বন্ধ! অন্যান্য দিন এতক্ষণ তিনি কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া ফেলেন।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তাকুল চিত্তে দুই হাতে গোঁফ মোচড়াইতে লাগিলেন। তাহার পর হেড্‌ক্লার্ককে অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "তাঁহার ত সাড়া পাওয়া গেল না, এ অবস্থায় কোন উপায়ে আমাদের কি ভিতরে প্রবেশ করা উচিত নয়? বাহির হইতে দরজা খুলিবার ব্যবস্থা হইতে পারে না? আপনার কাছে চাবি নাই?"

হেড্‌ক্লার্ক মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আফিস-ঘরের চাবি কর্ত্তার কাছে থাকে। তিনি ভিতর হইতে চাবি বন্ধ করেন, প্রত্যুষে উঠিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া রাখেন, আমি দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে যাই। আজ সকালে তিনি দ্বার খুলেন নাই, আমরা কি করিয়া ভিতরে যাইব? দ্বার না ভাঙ্গিলে ভিতরে যাইবার উপায় নাই; কে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিবে?"

মিঃ নরম্যান পিস বলিলেন, "কিন্তু ব্যাপার কি জানিবার জন্য আমাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতেই হইবে। তুমি যদি দ্বার ভাঙ্গিয়া আফিসে প্রবেশের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে না পার—তাহা হইলে পুলিসে খবর দাও।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে পুলিশে সংবাদ দেওয়ার কি প্রয়োজন?—পুলিশে সংবাদ দিতে হইবে না। এই দায়িত্ব-ভার আমিই গ্রহণ করিলাম; তবে এই দরজা ভাঙ্গা বড় সহজ কাজ নয়। ব্লেক, এ বিষয়ে তোমার ত বেশ হাত আছে; আমি জানি এ দেশে সে রকম দরজা অতি অল্পই আছে—যাহা খুলিতে তোমাকে বেগ পাইতে হয়। এ দরজা কোন কৌশলে খুলিতে পারিবে না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি, তবে আশঙ্কা হইতেছে আমরা দরজা খুলিয়া আফিসে প্রবেশ করিবামাত্র হয় ত দেখিতে পাইব—সার কাবি তাঁহার গোসলখানা হইতে বাহির হইয়া, আমাদের অনধিকার প্রবেশের জন্য দুই হাতে লাঠী বাগাইয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন!—তাঁহার সেই উগ্রমূর্ত্তি কল্পনা-নেত্রে দেখিয়া কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ হইতেছে; তুমি অগ্রসর হইয়া মহড়া

লইতে পারিবে ত? আমরা কিন্তু পাহাড়ের অর্থাৎ তোমার পিঠের আড়ালে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিব। যদি কোন ফ্যাসাদ ঘটে তাহা হইলে সকল দায়িত্ব তোমার এ কথা যেন মনে থাকে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "হাঁ, সকল দায়িত্ব আমার, এখন দরজা খোল; বেলা যে ন-টা বাজে।"

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে মাকড়সার ঠ্যাংএর অনুরূপ একটি যন্ত্র বাহির করিয়া সেই দ্বারের চাবির ছিদ্রমধ্যে তাহার অগ্রভাগ প্রবিষ্ট করিলেন, তাহার পর তাহা তিন চারি বার ঘুরাইতেই খট্ করিয়া শব্দ হইল; সঙ্গে সঙ্গে মিঃ ব্লেক দ্বারে ধাক্কা দিতেই দ্বার খুলিয়া গেল।

মিঃ নরম্যান পিস্ সর্ব্বাগ্রে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন; হেড্-ক্লার্কও তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। আফিস-ঘরে তাঁহারা কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সুসজ্জিত কক্ষে সকল সামগ্রীই যথাস্থানে সংরক্ষিত ছিল। হেড্-ক্লার্ক সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কর্ত্তা সকালে উঠিয়া এই কক্ষে প্রবেশ করেন নাই, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি।"

মিঃ নরম্যান পিস্ তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া সেই কক্ষের দক্ষিণের দেওয়াল-সংলগ্ন একটি দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন। এই দ্বার খুলিয়া সার কার্বির অন্দর-মহলে (private sanctum) যাওয়া যাইত। তাঁহারা অন্দরের যে কক্ষে প্রবেশ করিলেন সেই কক্ষেও কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সেই কক্ষে পূর্ব্বরাত্রে কেহ বাস করিয়াছিল, বলিয়াও তাঁহাদের বিশ্বাস হইল না।

হেড্-ক্লার্ক বলিল, "সার কার্বির শয়ন-কক্ষ হলঘরের অন্য প্রান্তে অবস্থিত।"

তাঁহারা পাশের একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সেই প্রকোষ্ঠটি ভাঁড়ার ঘর; সেই কক্ষে একটি বৈদ্যুতিক উনান, ও নানা প্রকার নিত্য ব্যবহার্য্য গৃহসামগ্রী ছিল। সেই কক্ষ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা একটি সুসজ্জিত ক্ষুদ্র উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এই কক্ষে কয়েকটি আলমারি এবং একজোড়া গদী-আঁটা আরাম-কেদারা ছিল। আলমারিগুলি নানাবিধ আইনের পুস্তকে পূর্ণ।

উপবেশন-কক্ষ হইতে মিঃ পিস্ হল-ঘর অতিক্রম করিয়া অন্য একটি কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইলেন; সেইটি সার কার্বির শয়ন-কক্ষ। কক্ষদ্বার রুদ্ধ ছিল; মিঃ পিস্ তাহা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবেন কি না—দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। যদি সার কার্বি তখন পর্য্যন্ত নিদ্রিত থাকেন, তাহা হইলে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করা বড়ই বেয়াদপি হইবে ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত সঙ্কোচ অনুভব করিলেন। দুই তিন মিনিট পরে তিনি জানালার শার্শিতে করাঘাত করিলেন, কিন্তু কক্ষের ভিতর হইতে কোন সাড়াশব্দ পাইলেন না; তখন অগত্যা দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

মিঃ পিস্ সার কার্বির শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াই, করুণ স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া এক লম্ফে বাহিরে আসিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, আতঙ্কে তাঁহার সংজ্ঞা-লোপের উপক্রম হইল, তিনি দুই হাতে জানালা ধরিয়া কোন প্রকারে সামলাইয়া লইলেন।

মিঃ পিসের ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া মিঃ ব্লেক এক লম্ফে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন; পূর্ব্বদিকের একটি বাতায়ন উন্মুক্ত ছিল; সেই বাতায়ন-পথে প্রাতঃ-সূর্য্যের কিরণ কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। মিঃ ব্লেক সেই কক্ষের মধ্যস্থলে শুভ্রকেশ একটি প্রাচীন ভদ্রলোককে কড়িতে ঝুলিতে দেখিলেন! তাঁহার পরিধানে রেশমী পাজামা, কণ্ঠে রজ্জুর ফাঁস; সেই রজ্জুর অপর প্রান্ত কড়ি-কাঠসংলগ্ন লোহার একটি হুকের ভিতর দিয়া টানিয়া-আনিয়া, অগ্নিকুণ্ডাস্থত লোহার গরাদের সহিত দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। তাঁহার পদদ্বয় সেই কক্ষের মেঝে হইতে এক ফুট উর্দ্ধে ছিল। তাঁহাকে যে তাঁহার শয়ন-কক্ষের কড়ি কাঠে এই ভাবে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে মিঃ ব্লেকের এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না।

মিঃ ব্লেক পীত বর্ণের প্ল্যাকার্ড দেখিবার সময় মুহূর্ত্তের জন্য সন্দেহ করিতে পারেন নাই—তাহাতে যে কথা লিখিত ছিল তাহা সত্য হইতে পারে; এবং যিনি ডাক্তার সাটিরার বিরুদ্ধে গবর্মেণ্টের পক্ষে মামলা চালাইবেন—সেই সুপ্রসিদ্ধ কৌন্সলী, ব্যারিষ্টারগণের শিরোভূষণ সার কার্বি ক্যাননকেই সর্ব্ব প্রথমে ফাঁসিতে ঝুলিতে হইবে"

তৃতীয় লহর

বিচারপতির পালা

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সার কার্বি ক্যাননের মৃতদেহ কড়ি-কাঠের হুক-সংলগ্ন দড়িতে ঝুলিতে দেখিয়া দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া মুখ-ব্যাদন করিলেন, অন্য সময় তাঁহার সেই ভঙ্গি দেখিলে অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির লোকেরও হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইত! যেন অলক্ষিত ভাবে একটা প্রচণ্ড আঘাত আসিয়া তাঁহার দর্প, দম্ভ, আত্মপ্রত্যয় সমস্তই চূর্ণ করিয়া দিল। মিঃ নরম্যান পিস্‌ বাতায়নের খড়খড়ি ধরিয়া তখনও আড়ষ্ট ভাবে থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিলেন, তাঁহার মুখ বিবর্ণ, চক্ষু নিষ্প্রভ। স্মিথ শূন্য দৃষ্টিতে ঘরের ভিতর চাহিয়া রহিল; কিন্তু সার কার্বির হেড্‌-ক্লার্ক অর্বেলের অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শোচনীয় হইল। সে তাহার মনিবের মৃত-দেহ কড়িকাঠের হুকে ঝুলিতে দেখিয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া দ্বারি-প্রান্তে বসিয়া পড়িল, তাহার পর দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল। সার কার্বি ক্যানন তাহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন, এবং তাঁহার অনুগ্রহেই সে নিশ্চিন্ত চিত্তে বৃহৎ সংসার প্রতিপালন করিতেছিল।

সেই লোমাঞ্চকর ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলেও মিঃ ব্লেকই সর্ব্বপ্রথমে আত্মসংবরণ করিতে সমর্থ হইলেন; তিনি এক লম্ফে অগ্নিকুণ্ডের নিকট উপস্থিত হইয়া পকেট হইতে ছুরী বাহির করিলেন, এবং সার কার্বির উদ্বন্ধন-রজ্জুর প্রান্তস্থিত গ্রন্থি কাটিয়া মৃত-দেহটি ধীরে ধীরে মেঝের উপর নামাইয়া লইলেন; তাহার পর তাহা শয্যায় স্থাপিত করিয়া তাঁহার গলার ফাঁস খুলিয়া ফেলিলেন।

মিঃ ব্লেক সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন সার কার্বি ক্যানন পূর্ব্বদিন তাঁহার কোর্টে মামলা চালাইয়া যথাসময়ে বাসায় ফিরিয়াছিলেন। মৃত দেহের

অবস্থা দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল; এবং তাঁহার দৃষ্টিহীন চক্ষুতে ও বিবর্ণ বিকৃত মুখে যে আতঙ্ক ও যন্ত্রণার চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন, শান্তিতে তিনি পঞ্চত্ব লাভ করিতে পারেন নাই।

মিঃ নরম্যান পিস্ কম্পিত-পদে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া, মৃত-দেহের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, মিঃ ব্লেককে লক্ষ্য করিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "সব শেষ হইয়া গিয়াছে! কোন একটা বিভ্রাট ঘটিয়াছে ইহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম; এরূপ শোচনীয় মৃত্যু কল্পনা করিতে পারি নাই। উঃ, কি ভীষণ দুর্ঘটনা! সার কার্বি ক্যাননের এই পরিণাম? কিন্তু এ কি ব্যাপার মিঃ ব্লেক! সার কার্বি যে, কোন কারণে আত্মহত্যা করিতে পারেন—ইহা ধারণার অতীত। কি দুঃখে উনি আত্মহত্যা করিলেন? উঁহার সামাজিক সম্মান, যশ, প্রতিষ্ঠা, কর্ম্মজীবনের সাফল্য আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকগণের যৌবনের স্বপ্ন, তাহাদের জীবনব্যাপী সাধনার ফল।"

মিঃ ব্লেক মিঃ নরম্যান পিসের কথায় কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আপনি টেলিফোনে পুলিশে সংবাদ দিলেই ভাল হয়; কি অবস্থায় আমরা তাঁহার মৃতদেহ আবিষ্কার করিয়াছি, তাহাও বলিবেন।"

ইন্স্পেক্টর কুট্স বিভ্রান্ত ভাবে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "হাঁ, পুলিশে সংবাদ দেওয়াই কর্ত্তব্য; কিন্তু ব্লেক, এ কি কাণ্ড? এমন ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার কথা আমি জীবনে কখন শুনি নাই, চাক্ষুষ করা ত দূরের কথা! সার কার্বি ক্যানন আজ সেসন-কোর্টে শয়তান ডাক্তার সাটিরার বিরুদ্ধে মামলা পরিচালিত করিবেন, যাহাতে তাহার প্রাণদণ্ড হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন; মামলা সম্বন্ধে আমাদের সহিত পরামর্শ করিবেন বলিয়া আমাদিগকে এখানে আসিতে বলিয়াছেন, আর হঠাৎ তিনি আত্মহত্যা করিয়া বসিলেন?—এমন কি কাণ্ড ঘটিয়াছিল যে, তাঁহার আত্মহত্যা না করিলে চলিত না?"

মিঃ ব্লেক শুষ্ক স্বরে বলিলেন, "লণ্ডনের ব্যবহারাজীব-সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় সার কার্বি ক্যানন আত্মহত্যা করেন নাই; তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে।"

মিঃ নরম্যান পিস্ পুলিশকে টেলিফোনে সংবাদ দিয়া মিঃ ব্লেকের নিকট ফিরিয়া আসিতে আসিতে তাঁহার এই মন্তব্য শুনিতে পাইলেন; তিনি বিস্ময়াভিভূত হইয়া আড়ষ্ট স্বরে বলিলেন, "সার কার্বিকে কেহ হত্যা করিয়াছে? আপনি বলিতেছেন কি, মিঃ ব্লেক! সত্যই কি আপনার এইরূপ ধারণা?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এরূপ বিশ্বাসের কারণ না থাকিলে আমি নিশ্চয়ই ও কথা বলিতাম না। কোন বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হইলে সে সম্বন্ধে আমি অভিমত প্রকাশ করি না। সার কার্বিকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিয়া তাঁহার মৃত-দেহ কড়িকাঠের সঙ্গে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। তিনি যখন ফাঁসে ঝুলিতেছিলেন, তখন তাঁহার উভয় হস্ত পিঠের দিকে রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল। পুলিশের আগমন-প্রতীক্ষায় তাঁহার প্রকোষ্ঠের বন্ধন আমি ছেদন করি নাই। যাহার দুই হাত ঐ ভাবে বাঁধা থাকে, সে কি স্বেচ্ছায় উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে পারে? আত্মহত্যা করিবার পূর্ব্বে ঐ দড়িই বা তিনি অগ্নিকুণ্ডের গরাদের সঙ্গে কিরূপে বাঁধিলেন?—তাঁহার দুই হাতই ত তখন পিছমোড়া করিয়া বাঁধা ছিল।"

মিঃ নরম্যান পিস্ বলিলেন, "আপনার যুক্তি অকাট্য, মিঃ ব্লেক! কিন্তু এমন শত্রু তাঁহার কে আছে যে, এই ভাবে তাঁহাকে হত্যা করিল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সার কার্বি যে ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, সেই ব্যবসায়ে তাঁহার অসাধারণ প্রতিষ্ঠা ছিল; তাঁহার চেষ্টায় অনেক লোক সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে; অনেক খুনী আসামী তাঁহার নৈপুণ্যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ভবিষ্যতেও তাঁহার চেষ্টায় অনেকের কঠোর শাস্তির সম্ভাবনা ছিল; সুতরাং তাঁহাকে শত্রু মনে করিবে এরূপ লোকের অভাব আছে কি? ফরিয়াদী-পক্ষ সমর্থন করিতে তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী কৌন্সিলী আপনাদের মধ্যে কয়জন আছেন? তিনি সরকারের পক্ষ সমর্থন করিয়া অনেক দুর্দ্দান্ত দস্যু-তস্করকে জেলে পাঠাইয়াছেন। তাহাদের অনেকেই হয় ত দীর্ঘকাল পরে মুক্তিলাভ করিয়াছে; তাহারা তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিবে, প্রতিহিংসা গ্রহণের চেষ্টা করিবে না—ইহা আপনি কিরূপে আশা করিতে পারেন?"

ইন্‌স্পেক্টর কুটস মিঃ ব্লেকের মন্তব্য শুনিয়া কি বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু

তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কুট্‌সের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল ! পাঁচ মিনিট পরে একজন পুলিশ-সার্জেণ্ট পুলিশের ডাক্তার ও একজন কনষ্টেবল সঙ্গে লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। ডাক্তার সার কার্বির মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন শ্বাসরুদ্ধ হওয়ায় তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে।

বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টর পেরী কয়েক মিনিট পরে সার কার্বির শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সার কার্বির মৃত্যু সম্বন্ধে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেকের নিকট তিনি যাহা জানিতে পারিলেন, তাহাই লিখিয়া লইলেন ; তাহার পর সার কার্বির হেড্-ক্লার্ককে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া 'নোট-বহি' বন্ধ করিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর পেরী মৃতদেহ নিরীক্ষণ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "অদ্ভুত বটে ! কৌন্সিলী মামলা করিতে যাইবার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করিলেন, এরূপ ব্যাপার আর কখন দেখি নাই। উনি আজ সেসন-কোর্টে সাটিরার বিরুদ্ধে মামলা চালাইতেন ; উঁহার আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদে লণ্ডনের সকল লোক স্তম্ভিত হইবে। কত রকম আন্দোলন, আলোচনা, গবেষণা আরম্ভ হইবে তাহার সীমা সংখ্যা নাই !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ আন্দোলন, আলোচনা ও গবেষণা আদৌ প্রার্থনীয় নহে। আপনার পরিবর্ত্তে আমাকে যদি এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত-ভার গ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে আমি পুলিশ-কমিশনরের সহিত পরামর্শ না করিয়া এই দুর্ঘটনার সংবাদ প্রকাশ হইতে দিতাম না ; জনসাধারণের নিকট ইহা গোপন রাখিবার ব্যবস্থা করিতাম।"

মিঃ নরম্যান পিস্ মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ ! আজ সেসন-কোর্টে সাটিরার বিচার। এ কথা আমি যে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম ! সার কার্বি সরকার পক্ষে কোর্টে এই মামলা চালাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ত হঠাৎ মৃত্যু হইল ; তাঁহার অভাবে কে এই মামলা চালাইবে ? বোধ হয় আজ এ মামলা মুলতুবি রাখিতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "মুলতুবি ! না, কোন কারণেই আজ এই মামলা মুলতুবি রাখা হইবে না। সেসন-কোর্টে আজ সাটিরার বিচারের দিন

ধার্য্য হইয়াছে ; আজ তাহার বিচার আরম্ভ করিতেই হইবে, একদিনও বিচার বন্ধ রাখা সঙ্গত হইবে না। আপনি সার কার্বিকে সাহায্য করিবার জন্য সরকার-পক্ষে জুনিয়র কৌন্সিলী নিযুক্ত হইয়াছেন, সুতরাং এই মামলার সকল বিবরণ আপনার সুবিদিত। সার কার্বির অভাবে আপনি কি দক্ষতার সহিত মামলা চালাইতে পারিবেন না ? আপনার কি ততখানি সাহস হইবে না ?"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া মিঃ নরম্যান পিসের আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল ; তিনি সগর্ব্বে বলিলেন, "কে বলিল 'সিনিয়রের' অভাবে আমি এ মামলা চালাইতে পারিব না ? অনেক জটিল ফৌজদারী মামলা চালাইয়া প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে আমি জয়লাভ করিয়াছি। বিশেষতঃ, সাটিরার মামলায় জটিলতার নাম মাত্র নাই, তাহার অপরাধ সপ্রমাণ করা কঠিন হইবে না। এই মামলার কাগজ-পত্র আমি বেশ ভাল করিয়াই দেখিয়া রাখিয়াছি । যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সার কার্বির পরিবর্ত্তে আমিই জেরা করিতে উঠিব স্থির করিয়া, সেজন্য যথাযোগ্য ভাবেই প্রস্তুত হইয়াছি ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কেবল জেরা কেন, এখন আপনাকে সরকার-পক্ষে সকল কাজই করিতে হইবে। সার কার্বির শোচনীয় মৃত্যুতে সরকার-পক্ষ (the Crown) তাঁহার সহায়তায় বঞ্চিত হইলেন ; কিন্তু তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুর জন্য সাটিরার বিচার যাহাতে একদিনও স্থগিত না থাকে, আপনাকে তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে ; এজন্য আপনি হোম-আফিসের সহিত অবিলম্বে পরামর্শ করিয়া কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টরকে যথাযোগ্য উপদেশ দিবেন। আপনি তাঁহাদিগকে জানাইবেন অন্য কোন সিনিয়র নিযুক্ত করিবার অজুহাতে এই মামলা একদিনও মুলতুবি রাখা নিষ্প্রয়োজন, আপনিই যোগ্যতার সহিত মামলা চালাইতে পারিবেন। এই মামলায় যথাযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারিলে আপনার সুযশ দেশব্যাপী হইবে ; আপনার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। এক একটা মামলার ভার লইয়া এক একজন উকিল ব্যারিষ্টারের ভাগ্য ফিরিয়া যায় ! ইহাও সেই-শ্রেণীর মামলা। এরূপ সুযোগ আপনি ভবিষ্যতে কখন পাইবেন কি না সন্দেহ। আপনি একথাও জানিয়া রাখুন—ডাক্তার সাটিরার মামলা আজ যাহাতে মুলতুবি থাকে,

তাহার বিচার আরম্ভ না হয়—এই উদ্দেশ্যেই সার কাবি ক্যাননকে হঠাৎ গোপনে আক্রমণ করিয়া নিহত করা হইয়াছে।”

মিঃ নরম্যান পিস্ মিঃ ব্লেকের কথাগুলি সঙ্গত মনে করিয়া তাঁহার পরামর্শানুসারে কাজ করিবার জন্য তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলেন। তিনি স্থির করিলেন, সাটিরার বিচারের দিন যাহাতে পরিবর্ত্তিত না হয়—তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

মিঃ নরম্যান্ পিস্ প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক ইন্স্পেক্টর কুট্স ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া সার কাবির আফিস-ঘরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তিনজন ব্যতীত সেই কক্ষে তখন অন্য লোক ছিল না। ইনস্পেক্টর পেরি মৃত দেহের পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া পূর্ব্বেই প্রস্থান করিয়াছিলেন।

স্মিথ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, “কর্ত্তা, আপনি বলিলেন ডাক্তার সাটিরার মামলা আজ যাহাতে মুলতুবি রাখা হয়, এই উদ্দেশ্যে সার কাবি ক্যাননকে হঠাৎ গোপনে আক্রমণ করিয়া নিহত করা হইয়াছে।—আপনার এই কথার মর্ম্ম এই যে, সাটিরার দলভুক্ত দস্যুদের হস্তেই সার কাবি নিহত হইয়াছেন। সাটিরা এখন কারাগারে আবদ্ধ আছে, সে তাহার দলভুক্ত দস্যুদের পরিচালিত করিতে পারিতেছে না; তথাপি তাহার অনুচরেরা তাহাকে মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার করিবার আশা ত্যাগ করে নাই?”

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না, তাহারা সে আশা ত্যাগ করে নাই; তাহারা তাহাদের দলপতির উদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। সহজে তাহারা নিরাশ বা নিশ্চেষ্ট হইবে না। আমি মনে করিয়াছিলাম—দলপতির অভাবে তাহারা দুর্ব্বল হইবে, ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে; কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার এই ধারণা সত্য নহে। এই দস্যুদলকে আমি যেরূপ বলবান মনে করিয়াছিলাম, তাহারা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক শক্তির অধিকারী! পুলিশ সাটিরাকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে আবদ্ধ করায়, তাহারা প্রাণভয় তুচ্ছ করিয়া পুলিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-ঘোষণা করিয়াছে। আজ তাহারা বিচারে বাধাদানের জন্য রাজশক্তির উপর প্রচণ্ড দণ্ডাঘাত করিয়াছে; কিন্তু

ইহাই তাহাদের শেষ আঘাত নহে, তাহারা পুনর্ব্বার আঘাত করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের দলপতির প্রাণরক্ষার ক্ষীণ আশা বিলুপ্ত না হইবে, ততক্ষণ তাহারা এই ভাবে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে বিরত হইবে না।”

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স উৎকণ্ঠাপূর্ণ দৃষ্টিতে সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন; তাঁহার আশঙ্কা হইল সাটিরার দলের কোন দস্যু তখন সেই কক্ষের কোন গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া আছে—এবং এবার তাহারা যে লাঠী চালাইবে, তাহার আঘাতে তাঁহারই মস্তক চূর্ণ হইবে! কিন্তু তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, “এ ত বড়ই ভয়ানিক কথা ব্লেক! ঘণ্টা-খানেক পূর্ব্বে পথের ধারে আমরা যে প্ল্যাকার্ড দেখিয়াছিলাম, তাহাতে যে সকল কথা লেখা ছিল তাহা মিথ্যা হুজুক নহে; সেই নোটিসটা তোমার স্মরণ আছে ত? তাহাতে লেখা ছিল—ডাক্তার সাটিরার বিচারে যাহারা প্রতিকূলতা-চরণ করিবে, বা তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে—তাহাদিগকে ফাঁসে লটকাইয়া হত্যা করা হইবে।—তাহাদের এই উক্তি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, এ কথা কি করিয়া বলি?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহারা যে ভয় প্রদর্শন করিয়াছে—তাহা যে মিথ্যা নহে, ইহার প্রমাণ ত এইখানেই পাইয়াছ। সার কার্বি ক্যাননকে, সাটিরার বিচার আরম্ভ হইবার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেই, তাহারা তাঁহার শয়ন-কক্ষে গলায় ফাঁস দিয়া হত্যা করিয়াছে। যিনি সেসন-কোর্টে সাটিরার বিরুদ্ধে মামলা চালাইতেন—তাঁহাকেই তাহারা সর্ব্ব প্রথমে সাবাড় করিল! এবার কাহার পালা কে জানে?”

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া সাহসী ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সেরও বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল, তাঁহার বক্ষের স্পন্দন দ্রুততর হইল। তিনি সভয়ে চারি দিকে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, “হাঁ, সাটিরার অপরাধ সপ্রমাণ করিয়া যিনি তাহার প্রাণ-দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন, তাঁহাকেই তাহারা হত্যা করিল, তিনি তাঁহার আরব্ধ কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। এবার তাহাদের কৃপাদৃষ্টি কাহার উপর পড়িবে? সাটিরা তোমাকে ও আমাকে মহাশত্রু

মনে করে। আমাদের চেষ্টাতেই সে ধরা পড়িয়াছে ; সুতরাং এবার হয় তোমার না হয় আমার পালা ! কি কুক্ষণেই আমরা এই নর-পিশাচের গ্রেপ্তারের ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। সার কার্বি ক্যাননের মত যদি কড়ি-কাঠে ঝুলিয়া মরিতে হয়—তাহা হইলে পুলিশের চাকরীর তোফা পুরস্কার মিলিবে ! পৈতৃক প্রাণ রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিল দেখিতেছি !"

ইন্‌স্পেক্টর কুটসের আতঙ্ক-বিহ্বল ভাব দেখিয়া মিঃ ব্লেক তাঁহার মুখের উপর অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তাহার পর দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "সাটিরার অনুচরেরা মনে করিয়াছে সার কার্বি ক্যাননকে হত্যা করিলেই সাটিরার মামলার দিন পিছাইয়া যাইবে, মামলা মুলতুবি থাকিবে। তাহাদের এই আশা পূর্ণ হইলে তাহাদের সাহস ও স্পর্দ্ধা নিশ্চয়ই বাড়িয়া যাইবে।—এইজন্য যেরূপেই হউক, তাহার বিচার অবিলম্বে শেষ করিয়া, তাড়াতাড়ি তাহাকে ফাঁসিতে লট্‌কাইয়া না দিলে আর চলিতেছে না। এই কার্য্যে যতই বিলম্ব হইবে, ততই নূতন নূতন বাধা বিঘ্ন ও বিপদ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, শয়তানটার ফাঁসি তাড়াতাড়ি শেষ হইলে আমরা একটু আরামে ঘুমাইতে পারি ; অন্ততঃ রাত্রিকালে স্বপ্নঘোরে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া, গলায় ফাঁস বাধিয়াছে কি না, গলায় হাত বুলাইয়া তাহা দেখিবার আশঙ্কা দূর হয়। কিন্তু আপনি যে বলিলেন, সাটিরার মামলা মুলতুবি রাখিবার জন্য তাহার অনুচরেরা সার কার্বি ক্যাননকে হত্যা করিয়াছে। মামলা মুলতুবি হইলে সাটিরার লাভ কি ? মামলা আজই হউক, আর দুই দিন এক পরেই হউক, ফল ত একই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মামলার বিচার আরম্ভ হইতে যতই বিলম্ব হউক, ফলের তারতম্য হইবে না সত্য ; কিন্তু বিচার আরম্ভ হইতে যতই বিলম্ব হইবে, তাহার অনুচরেরা তাহার উদ্ধারের জন্য ষড়যন্ত্র করিবার ততই অধিক সুযোগ পাইবে। এতদ্ভিন্ন সরকার-পক্ষের সাক্ষীদিগকে হত্যা করিবার ভয় দেখাইবার জন্য নানা পন্থা অবলম্বনের অবসর পাইবে। এই জন্যই আমার ইচ্ছা সকল বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও এই মামলা আজই আরম্ভ করিতে হইবে, এবং সার কার্বি ক্যাননের

হত্যাকাণ্ডের সংবাদ গোপন রাখিতে হইবে। আজ সকালে সাটিরার অনুচরেরা সারা সহরে প্ল্যাকার্ড ছড়াইয়া যে আতঙ্কজনক কথার প্রচার করিয়াছে—তাহাতে লণ্ডনের সর্ব্বত্র আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিয়াছে ; তাহার উপর সাধারণে যদি জানিতে পারে—প্ল্যাকার্ডে যে কথা লেখা হইয়াছে তাহা মিথ্যা নহে, সাটিরার বিরুদ্ধে যিনি মামলা চালাইতেন, সাটিরার দল তাঁহাকেই তাঁহার শয়ন-কক্ষে ফাঁসি দিয়া হত্যা করিয়াছে, তাহা হইলে সাটিরার বিরুদ্ধে সাক্ষী পাওয়া অসম্ভব হইবে ; অধিকাংশ সাক্ষী তাহার প্রতিকূলে কোন কথা বলিতে সম্মত হইবে না। আমার বা তোমার কথা ছাড়িয়া দাও ; আমাদের জবানবন্দী নিরপেক্ষ সাক্ষীর জবানবন্দী বলিয়া গ্রাহ্য না হইতেও পারে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "সাক্ষীদের আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই ; পুলিশ তাহাদের রক্ষার ভার গ্রহণ করিবে। সাটিরার অনুচরদের কবল হইতে পুলিশ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেও তাহাদের আতঙ্ক দূর হইবে না? পুলিশ কি এই ভার গ্রহণে অসমর্থ? পুলিশের শক্তিতে তাহাদের কি আস্থা নাই?"

মিঃ ব্লেক অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "পুলিশ তাহাদের প্রাণরক্ষার ভার গ্রহণ করিবে?—তুমি নিজেই ত পুলিশ-কর্ম্মচারীদের মধ্যে একজন প্রধান কর্ম্মচারী ; তোমার নিজের প্রাণরক্ষার ভার গ্রহণ করিবার শক্তি আছে?—সে শক্তি থাকিলে এবার কাহার পালা ভাবিয়া তুমি চারি দিক অন্ধকার দেখিতে না, তোমার মুখ শুকাইত না। পুলিশ তাহাদিগকে রক্ষা করিবে বলিয়া বড় যে জাঁক করিতেছ, তোমরা ত তোমাদের গুপ্তচর গুণ্ডা হ্যারীকে সাটিরার কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঝাঁক বাঁধিয়া তাহার আড্ডায় গিয়াছিলে ; গুণ্ডা হ্যারীর প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছিলে কি? শেষে সে বেচারা ক্ষেপিয়া, কুকুরের মত ঘেউ-ঘেউ করিতে করিতে মরিয়া গেল! সার হেনরী ফেয়ার-ফক্স ত তোমাদের মাথা, সাটিরার কবল হইতে তিনি আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন কি? মেরী লুইসীর কাপ্তেন মেরাইনকে অভয়দান করিয়া, তাহাকে থানায় লইয়া যাইতেছিলে, সাটিরার অনুচরদের অব্যর্থ শর হইতে তাহার

প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছিলে কি? পুলিশের সতর্কতায় সার কার্বির প্রাণরক্ষা হইত—এ কথা জোর করিয়া বলিতে পার কি? না, তোমাদের আশ্বাস-বাক্যে সাক্ষীদের আতঙ্ক দূর হইবে না।”

সার কার্বি ক্যাননের আফিসের ডেস্কের উপর সংরক্ষিত টেলিফোন ঝন্-ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল। মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ রিসিভারটি তুলিয়া-লইয়া কানের কাছে ধরিলেন। মিঃ ব্লেক মিঃ নরম্যান পিসের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন; তাঁহার কণ্ঠস্বরে তখন আতঙ্কজনিত জড়তার চিহ্নমাত্র ছিল না; তাহা দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ নির্ভীক কৌন্সিলীর সতেজ কণ্ঠস্বর। যেন তিনি বহুদর্শী, বিজ্ঞ, প্রবীণ সেনাপতির মৃত্যুর পর স্বয়ং তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া সাটিরার বিরুদ্ধে সমর-ঘোষণা করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

মিঃ নরম্যান পিস্ টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মিঃ ব্লেক এখনও ওখানে আছেন কি?”

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলে মিঃ পিস্ বলিলেন, “উত্তম। আপনার সঙ্গে এত শীঘ্র কথা কহিবার সুযোগ পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমি হোম-আফিসের অভিমত জানিতে পারিয়াছি। তাঁহারা আপনার সকল কথারই সমর্থন করিয়াছেন। হাঁ; আপনার পরামর্শই সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ডাক্তার সাটিরার মামলা আজই আরম্ভ হইবে; কোন কারণেই তাহা এক দিনও মুলতুবি রাখা হইবে না। আমিই এই মামলা চালাইবার ভার পাইয়াছি, এবং স্বয়ং ইহার দায়িত্ব-ভার গ্রহণে প্রতিশ্রুত হইয়াছি; আমার স্কন্ধে এই গুরুভার অর্পিত হইল—ইহা অনেক পক্ককেশ ঝুনো কৌন্সিলীর ভাল লাগিবে না। আমি মামলাটি নষ্ট করিব—এই সন্দেহে তাঁহারা আতঙ্কিত হইবেন; কিন্তু আমি বোধ হয় তাঁহাদের আতঙ্ক দূর করিতে পারিব। নিজের শক্তিতে আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। কি বলিলেন? সার কার্বির মৃত্যু-সংবাদ?—হাঁ, মামলা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সেই সংবাদ সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখিবার জন্য পুলিশের প্রতি আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। আপনি সকল সাক্ষীকে গুছাইয়া লইয়া অবিলম্বে সেসন-আদালতে যাইবার ব্যবস্থা করুন। আদালতের কাজ

আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই আপনার সহিত আমার সেখানে দেখা হওয়া দরকার; আপনার সঙ্গে দুই একটি বিষয় সম্বন্ধে পরামর্শ করিব।"

মিঃ ব্লেক 'রিসিভার' নামাইয়া রাখিয়া উৎসাহ ভরে বলিলেন, "সাটিরার অনুচরেরা, তাহাদের যতখানি সাধ্য, অনিষ্ট-চেষ্টা করুক। সাক্ষীদের ভয় দেখাইয়া তাহারা আর লাভবান হইতে পারিবে না। এবারকার সেসনের মামলার রায়ে সাটিরাকেই সর্ব্বপ্রথমে বধ্যমঞ্চে উঠিতে হইবে, এ কথা এখন নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। সে বোধ হয় মনে করিয়াছে আজ তাহাকে আসামীর কাঠগড়ায় প্রবেশ করিতে হইবে না; কিন্তু অবিলম্বেই তাহার এই ভ্রম দূর হইবে। বিচার শেষ হইলেই তাহার নিষ্কৃতিলাভের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে; সেই বুঝিতে পারিবে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক আশা করিলেন ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই সাটিরার ভ্রম দূর হইবে; সে দিন তাহাকে বিচারালয়ে যাইতে হইবে না স্থির করিয়া সে নিশ্চিন্ত আছে; তাহাকে যখন বিচারালয়ে উপস্থিত করা হইবে তখন তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিবে না। কিন্তু মিঃ ব্লেক অসাধারণ বুদ্ধিমান হইলেও বুঝিতে পারিলেন না যে, যাহাকে বিস্মিত হইতে হইবে—সে সাটিরা নহে। ডাক্তার সাটিরার গ্রেপ্তারের পর লণ্ডন মহানগরীতে যে সকল লোমাঞ্চকর ও আতঙ্কজনক ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল—সার কাবি ক্যাননের হত্যাকাণ্ড তাহার পূর্ব্ব-সূচনা মাত্র।

মিঃ ব্লেক ইন্স্পেক্টর কুটস ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া সার কাবি ক্যাননের আফিস ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই, ইন্স্পেক্টর পেরী অনুচরবর্গ সহ পুনর্ব্বার সেখানে উপস্থিত হইয়া, সার কাবির বাসার বিভিন্ন কক্ষ পরীক্ষা করিলেন; কিন্তু হত্যা-কাণ্ডের কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে না পারিয়া, তাঁহার সকল দরজা তালাচাবি দিয়া বন্ধ করিলেন, এবং তাহা 'সীল' করিয়া রাখিলেন। অতঃপর মিঃ ব্লেক সদলে বিচারালয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বিচারালয়ের সন্নিহিত পথে যেন টুপির তরঙ্গ বহিতেছিল; ডাক্তার সাটিরার 'দেব-মূর্ত্তি' দেখিবার আশায় পথে এত অধিক জনসমাগম হইয়াছিল যে, মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীদের অতি কষ্টে ভীড় ঠেলিয়া বিচারালয়ের দিকে অগ্রসর

হইতে হইল। নিউ বেলীর দায়রা আদালতে পূর্ব্বেও অনেক বড় বড় মামলার বিচার হইয়াছিল। অতি উৎকট ও ভীষণ অপরাধে অভিযুক্ত আসামীর বিচার দেখিবার জন্য এই পথে জন-সমাগম নূতন নহে; কিন্তু এই আদালত নির্ম্মিত হইবার পর এরূপ জনতা, নগরবাসীগণের এই প্রকার উৎসাহ, উদ্দীপনা, আসামীকে দেখিবার জন্য এই প্রকার আগ্রহ, আর কখন দেখিতে পাওয়া যায় নাই। পথেরই অবস্থা যখন এইরূপ, তখন আদালত-গৃহের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। পুলিশের অসংখ্য প্রহরী সেই জনতার ভিতর প্রবেশ করিয়া শান্তিরক্ষার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু সাটিরার ছদ্মবেশী অনুচরেরা সেখানে কোন বিভ্রাট ঘটাইতে না পারে এই বিষয়েই পুলিশের প্রধান লক্ষ্য ছিল। এইজন্য তখন এজলাস বন্ধ ছিল।

ওদিকে সার কার্বি ক্যাননের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া পুলিশ-কমিশনর স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ঢালা হুকুম জারি করিয়াছিলেন—সেখানে যত টিকটিকি গিরগিটি আছে, সকলকে ছদ্মবেশে নিউ বেলীর সেসন-আদালতে হাজির থাকিয়া সাটিরার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সাটিরা আসামীর কাঠরায় দাঁড়াইয়া হঠাৎ ভূগর্ভেই প্রবেশ করিবে, কি মক্ষিকারূপ ধারণ করিয়া মুক্ত বাতায়ন-পথে শূন্যে উধাও হইবে, কিংবা তাহার অনুচরবর্গ কোন কৌশলে আদালতে সমুপস্থিত সমস্ত লোককে মোহাচ্ছন্ন করিয়া সাটিরাকে লইয়া পলায়ন করিবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া পুলিশ-কমিশনর বাহাদুর দুশ্চিন্তায় গলদঘর্ম্ম হইলেন, এবং ডাক্তার সাটিরার পলায়নের সকল পথ বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তিনি প্রত্যেক পুলিশ কর্ম্মচারীকে জানাইলেন সাটিরার অনুচরেরা রাজ-বিধানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা (campaign against the law) করিয়াছে, অতএব সতর্ক থাকিয়া সকলে মাথা বাঁচাও!

পুলিশ-কমিশনরের আদেশে আদালতে সমুপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করা হইল। যাহাদের প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইল, যাহারা পুলিশের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না, বা পুলিশের তাড়ায় হতবুদ্ধি হইল, তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ সেই অঞ্চল হইতে বিতাড়িত করা হইল।

প্রভাত হইতে যাহারা সাটিরার বিচার দেখিবার আশায় আদালতের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা শুনিয়াছিল, সাটিরা সেদিন বিচারালয়ে উপস্থিত হইবে না; কথাটা সত্য মনে করিয়া কেহ কেহ সেই স্থান ত্যাগ করিয়াছিল বটে, কিন্তু একথা সত্য কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য অনেকেরই কৌতূহল হইয়াছিল; যাহারা বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিল—কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য তাহারাও রহিয়া গেল, এবং যাহারা পূর্ব্বোক্ত প্ল্যাকার্ডের ঘোষণা পাঠ করিয়াছিল, তাহারা দল বাঁধিয়া, সাটিরার বিরুদ্ধে যাহারা সাক্ষ্য দিবে, তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিতে আসিল। সাটিরার বিরুদ্ধদলের কোথায় কিরূপে ফাঁসি হইবে—ইহা জানিবার জন্য তাহাদের প্রবল আগ্রহ হইল; সুতরাং জনতা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল।

অন্য দিকে সংবাদপত্র-সম্পাদকেরাও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। প্রভাতে নিয়মিত সময়ে তাঁহাদের দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পর, বেলা আটটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল কাগজের আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইল। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্ল্যাকার্ডখানির ঘোষণা উদ্ধৃত করিয়া, তাহারই ব্যাখ্যা ও নানাপ্রকার টীকা-টিপ্পন, সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট হইল। পুলিশ সার কার্বি ক্যাননের মৃত্যুসংবাদ গোপন করায়, সেই সংবাদটি কোন কাগজেই বাহির হইল না; কিন্তু এত বড় দুর্ঘটনার কথা চাপা থাকে না, বিশেষতঃ, পুলিশের অনেক কর্ম্মচারীই তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং একথা লইয়া গোপনে একটু আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল; কোন কোন সাহসী সম্পাদক তাঁহাদের কাগজে এই হত্যাকাণ্ডের কথা স্পষ্ট উল্লেখ না করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন—ডাক্তার সাটিরা মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে; তাহার ফল ক্রমশঃ প্রকাশ্য। এক জন মহাযোদ্ধা সেই মুষ্টিযোগে ধরাশয্যা অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারিবেন না—এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ আছে। এই বিশেষ সংস্করণের অসংখ্য কাগজ দেখিতে দেখিতে বিক্রয় হইয়া গেল। লণ্ডনের জনসাধারণ বহুদিন এরূপ বিরাট হুজুগের আনন্দ উপভোগ করে নাই।

মিঃ ব্লেক, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও স্মিথ জনতা ভেদ করিয়া আদালতে প্রবেশ

করিলেন। পুলিশের সাহায্য না পাইলে এই কার্য্যটি তাঁহাদের সুসাধ্য হইত না। তখনও আদালতের কার্য্য আরম্ভ হয় নাই; মিঃ নরম্যান পিস্ নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন; তিনি গাউন ও পরচুলায় আচ্ছন্ন হইয়া, সরকারের কৌন্সিলীর খাস-কামরায় গম্ভীর ভাবে বসিয়া মামলা-সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলি দেখিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে দলিলপত্রের স্তূপ অত্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাঁহাকে তখন বেশ প্রবীণ দেখাইতেছিল! প্রধান কৌন্সিলীর অভাবে তাঁহাকে কি বিশাল দায়িত্বভার (tremendous responsibility) গ্রহণ করিতে হইয়াছে—ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার বুকের ভিতর এক একবার কাঁপিয়া উঠিতেছিল; আবার তখনই মনে হইতেছিল যদি দক্ষতার সহিত এই মামলা চালাইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন—তাহা হইলে তাঁহার ভবিষ্যৎ কি সমুজ্জ্বল! জীবনসংগ্রামে তাঁহার জয় অনিবার্য্য। আশায় ও আশঙ্কায় তাঁহার মন আন্দোলিত ও আলোড়িত হইতেছিল।

মিঃ ব্লেক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, "এই মামলা যাহাতে আজই শেষ করিতে পারি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। মিঃ জষ্টিস্ কারগেট আমাকে বলিয়াছেন যদি আজ বিচার শেষ হইবার সম্ভাবনা থাকে—তাহা হইলে তিনি সন্ধ্যার পরেও আদালতের কাজ করিতে সম্মত আছেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার সাক্ষীরা কি করিল?"

মিঃ নরম্যান পিস্ বলিলেন, "তাহারা সকলেই উপস্থিত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহারা সকলেই যদি উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে আজ মামলা শেষ না হইবার ত কোন কারণ দেখি না। সাটিয়ার অপরাধের যে সকল অকাট্য প্রমাণ আছে, তাহা খণ্ডন করা বা সেই সকল প্রমাণ সম্বন্ধে অধিক বাদানুবাদ করা তাহার অসাধ্য হইবে। সে বোধ হয় এই মামলাটা ছেলেখেলা মনে করিয়াছে! কারণ সে স্বপক্ষে একজন সাক্ষীও তলপ না করিয়া, (not calling a single witness on his behalf) নিজেই মামলা চালাইবার সঙ্কল্প করিয়াছে বলিয়া মনে হয়! শয়তানটা কোন্ সাহসে নিজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া বসিয়া আছে—তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না! মামলার

সময় সে কি কোন রকম চাল চালিবে? সকালে যে ভীষণ দৃশ্য দেখিয়াছি—তাহাতে আমি বড়ই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, মামলা মুলতুবি হইবে এই আশায় সে নিশ্চিন্ত আছে; আজ মামলা বন্ধ করিবার আশায় তাহার অনুচরেরা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ নিস্ফল হইবে। যাহা হউক, তাহাকে আসামীর কাঠরায় দাঁড় করাইতে পারিলে আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হইব। সে প্রথম হইতেই বলিয়া আসিয়াছে—আসামীর কাঠরায় তাহার দাঁড়াইবার সুবিধা হইবে না, অর্থাৎ সে আদালতে হাজির হইবে না। যেন এ কাজটি তাহার ইচ্ছার উপরই নির্ভর করিতেছে!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "পাগল! পাগল!—কিন্তু বিচারপতি আদালতে আসিবার পূর্ব্বে তাহাকে আদালতে হাজির করা হইবে না—কর্ত্তাদের ইহাই আদেশ। সাধারণের ধারণা হইয়াছে—সাটিরা যাহা বলিয়াছে—কাজেও তাহাই করিবে, আজ সে আদালতে হাজির হইবে না; সাধারণের এই ধারণা দূর করিবার জন্য পেণ্টন্‌ভিলের কারাগার হইতে একখানি খালি কয়েদীবাহী গাড়ী নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই আদালতে প্রেরিত হইবে; ইহাতে লোকগুলার চোখে ধূলা দেওয়ার সুবিধা হইবে। (to bluff the public) তাহারা মনে করিবে গাড়ীতে সাটিরা আদালতে চলিয়াছে; কিন্তু সাটিরাকে ও জেরি ড্রায়মারকে যথা সময়ে অন্য কয়েদীর গাড়ীতে আদালতে হাজির করা হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জেরি ড্রায়মার যদি বছর-দুইএর জন্য জেলখানায় আশ্রয় গ্রহণ করে তাহা হইলে বেচারার অকালমৃত্যুর আশঙ্কা দূর হয়। সে লঘুদণ্ডে অব্যাহতি লাভের আশায় রাজার সাক্ষী হইতে সম্মত হইয়াছে; কিন্তু সাটিরার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে তাহাকে প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে হইবে তাহা বোধ হয় সে বুঝিতে পারে নাই! সাটিরার অনুচরেরা একপাল নেকড়ের মত (like a pack of wolves) তাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিবে।"

আদালতের কাজ আরম্ভ হইতে তখনও এক ঘণ্টা বিলম্ব ছিল। আদালত গৃহে ধূমপান নিষিদ্ধ বলিয়া, মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স দীর্ঘকাল মুখাগ্নি করিতে

না পারায় কিঞ্চিৎ অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহারা ধূমপানের জন্য এজলাসের পশ্চাৎদিকের আঙ্গিনায় উপস্থিত হইলেন; সেই আঙ্গিনার ভিতর দিয়া যে পথ প্রসারিত ছিল, সেই পথে বিচারপতির গাড়ী বারান্দার নীচে আসিত; বিচারপতি গাড়ী হইতে নামিয়া বারান্দা দিয়া এজলাসে প্রবেশ করিতেন। মিঃ ব্লেক ও কুটস সেই পথে দাঁড়াইয়া ধূমপান করিতে করিতে আদালতের বহিঃ-প্রাঙ্গণে ও পথে সমাগত নরনারীবর্গের গুঞ্জনধ্বনি শুনিতে পাইলেন।"

মিঃ ব্লেক ধূমপান করিতে করিতে চিন্তাকুল চিত্তে পথের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার হাতে বিস্তর কাজ ছিল, কিন্তু সাটিরার গ্রেপ্তারের পর সেই সকল কার্য্যে তিনি মনঃসংযোগ করিতে পারেন নাই; সাটিরার মামলা লইয়াই তাঁহাকে বিব্রত হইয়া উঠিতে হইয়াছিল। তাঁহার আশা হইল, সেই দিনই সাটিরার মামলা শেষ হইয়া যাইবে; তাহার কয়েক দিন পরেই তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। ইংলণ্ডের লোক নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ হইবে; তিনিও নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। সাটিরার ও তাহার অনুচরবর্গের নিত্য নূতন অত্যাচার ও নিষ্ঠুর নরহত্যার সংবাদে তিনি বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিলেন, পরিশ্রমে ও দুশ্চিন্তায় তাঁহার দেহ মন অবসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তখনও তাঁহার মনে হইতেছিল—আজই কি সব শেষ হইবে? সাটিরার বিচার শেষ হইবার পূর্ব্বে আর কোন নূতন বিভ্রাট ঘটিবে না, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইতে পারিলেন না। সাটিরাকে তিনি যেমন চিনিয়াছিলেন, আর কেহই তেমন চিনিতে পারে নাই।

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "কুটস বলিতেছিল, আজ শেষ দিন—সাটিরা একবার শেষ চেষ্টা না করিয়া ছাড়িবে না, মরণ কামড় কামড়াইবে।—এ সম্বন্ধে সে এক রকম নিঃসন্দেহ। কথাটা নিতান্ত অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এবার কাহার পালা—তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না! আমার মনে হইতেছে—বহুদিন পূর্ব্বে চীন সাগরে জাহাজের উপর বাস-কালে যে ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, আজ সেইরূপ কোন কাণ্ড ঘটিবে।—সে দিন সমুদ্র স্থির ছিল, সমগ্র প্রকৃতি স্তব্ধ; আকাশ নির্ম্মল, পবন যেন নিশ্বাস

রুদ্ধ করিয়া মনে মনে কি একটা ফন্দী আঁটিতেছিল! তাহার পর কয়েক ঘণ্টা অতীত না হইতেই পশ্চিমাকাশে হাতের থাবার মত একখণ্ড কাল মেঘ উঠিল, কয়েক মিনিটের মধ্যে তাহা সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করিল; সঙ্গে সঙ্গে যে প্রচণ্ড ঝটিকা আরম্ভ হইল, তাহার ভীষণ আক্রমণ হইতে জাহাজ রক্ষা করা কঠিন হইল। পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চ তরঙ্গরাশি প্রতিমুহূর্ত্তে জাহাজখানি গ্রাস করিতে উদ্যত হইল!—সে দিন কি বিপদই গিয়াছে! বহু-কষ্টে প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল। আজ সাটিরার মামলার দিন, তাহার নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার ভাব দেখিয়া পুনঃ পুনঃ সেই কথাই আমার মনে উদয় হইতেছে। হয় ত সেই রকম কোন ভীষণ বিপর্য্যয় কাণ্ড সংঘটিত হইবে!"

হঠাৎ মোটর-কারের ঘস্-ঘস্ শব্দ মিঃ ব্লেকের কর্ণগোচর হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "মোটর-কারে এ দিকে কে আসিতেছে?"

ফটক বন্ধ ছিল। আদালতের একজন প্রহরী তাড়াতাড়ি ফটক খুলিয়া দিলে, একখানি সুদৃশ্য 'কার' ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল। ফটক-দ্বার তৎক্ষণাৎ রুদ্ধ করা হইল। 'কার' ধীরে ধীরে এজলাসের বারান্দার দিকে অগ্রসর হইল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "বিচারপতি মিঃ কারগেট এই গাড়ীতে আদালতে আসিলেন। বুড়ো প্যাঁচার মত গম্ভীর, কাহারও সঙ্গে মিশিবার অভ্যাস নাই; আপনাকে বোধ হয় ভিন্ন-জগতের জীব মনে করেন! মুখে কখন হাসি দেখিলাম না; কিন্তু চুল চিরিয়া বিচার করেন। এ রকম নিরপেক্ষ বিচারক পৃথিবীর সকল দেশেই দুর্লভ। জজ বাহাদুরের সকল কাজই অদ্ভুত! দেখ না, আদালতে আসিতেছেন—কিন্তু গাড়ীর দরজা জানালা সমস্ত বন্ধ, যেন মোগল-বাদসাহের বেগম বায়ু-সেবনে বাহির হইয়াছেন!—বিচারপতি আসিলেন, এখন আসামীকে হাজির করিলেই কাজ আরম্ভ হয়।"

বিচারপতির কার তাঁহার এজলাসের পশ্চাতের বারান্দার নীচে আসিয়া থামিল। স্মিথ কিছু দূরে ছিল, বিচারপতির গাড়ী দেখিয়া তাড়াতাড়ি এজলাসের

পশ্চাতের বারান্দায় আসিল। বিচারপতি কারগেটকে সে গাড়ী হইতে নামিয়া এজলাসে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চক্ষু সফল করিবে! ডাক্তার সাটিরার ফাঁসির হুকুম দেওয়ার জন্য তিনি কিরূপ পরিচ্ছদে আদালতে আসিয়াছেন—তাহা দেখিবার জন্য স্মিথের অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছিল।

আদালতের একজন লোহিত পরিচ্ছদধারী চাপরাসী তাড়াতাড়ি বিচারপতির গাড়ীর দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং তাঁহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইবার জন্য অত্যন্ত সম্ভ্রম ভরে গাড়ীর দরজা খুলিল।

চাপরাসী গাড়ীর দরজা খুলিবামাত্র—ও কি! হাত পা-বিশিষ্ট একটা বাণ্ডিল গাড়ীর ভিতর হইতে ছিট্‌কাইয়া গাড়ী বারান্দার নীচে সানের উপর পড়িয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে একটি রেশমী টুপি ও একটি ছাতা গাড়ীর ভিতর হইতে নীচে পড়িল!

"কি হইল, কি হইল" শব্দে আদালতের কর্ম্মচারীরা চারি দিক হইতে ছুটিয়া আসিল; তাহারা গাড়ীর কাছে আসিয়া দেখিল, বিচারপতি মিঃ কারগেটের নিস্পন্দ দেহ বারান্দার নীচে সানের উপর পড়িয়া আছে!

এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া প্রথমে কাহারও মুখে কথা ফুটিল না; সকলেই যেন বজ্রাহত! পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল! কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আদালতের চাপরাসী উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে! হুজুর হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। ডাক্তার, শীঘ্র একজন ডাক্তারকে ডাকিয়া আন। জল, জল কোথায়? কেহ শীঘ্র এক বাল্‌তি জল আন।"

বারান্দা হইতে একজন অস্ফুট স্বরে বলিল, "মূর্চ্ছা? না আর কিছু?"

—বক্তা স্মিথ।

চতুর্থ লহর

মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা

সকলেই জানিত গাড়ীর দরজা খোলা হইলে সৌম্যমূর্ত্তি গম্ভীর-প্রকৃতি বৃদ্ধ বিচারপতি মিঃ জষ্টিস্ কার্গেট যথারীতি গাড়ীর ভিতর হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া বারান্দায় উঠিবেন, এবং তাঁহার কর্ম্মচারী ও আর্দ্দালী চাপরাসী-গণের সেলামবৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া এজলাসে প্রবেশ করিবেন; কিন্তু এই চিরন্তর প্রথার ব্যতিক্রম করিয়া তিনি গাড়ীর মুক্তদ্বার দিয়া নিস্পন্দদেহে আলুর বস্তার মত বারান্দার নিম্নস্থিত সানের উপর গড়াইয়া পড়ায়, ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া, সকলে ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভূতলশায়ী হইয়া বিচারপতি মহাশয় উঠিবার চেষ্টা করিলেন না, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অসাড়, চেতনা বিলুপ্ত! তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সোফেয়ার এক-লম্ফে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল, এবং তাঁহার পাশে আসিয়া দুই হাতে তাঁহাকে টানিয়া তুলিল। যাহারা অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল—সে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, "তোমরা ছবির মত দাঁড়াইয়া হা করিয়া কি দেখিতেছ? কেহ সরিয়া আসিয়া হুজুরকে ধর, ইঁহাকে ঘরের ভিতর লইয়া যাই।"

মিঃ ব্লেক কিছু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনিই সর্ব্বপ্রথমে সোফেয়ারের সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। অতঃপর তিনি ও সোফেয়ার বিচারপতিকে বহন করিয়া বারান্দায় উঠিলেন, এবং এজলাসের পার্শ্বস্থ বিচারপতির খাস-কামরায় প্রবেশ করিলেন। কামরাটি ক্ষুদ্র, তাহার মধ্যস্থলে একখানি টেবিল ও একখানি চেয়ার ছিল; এতদ্ভিন্ন তাঁহার বিশ্রামের জন্য একখানি সোফা ছিল। বিচারপতি সেই সোফায় শায়িত হইলেন।

সোফেয়ার বিচারপতিকে সোফার উপর নামাইয়া-রাখিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "এতকাল ইঁহাকে 'কারে' লইয়া আদালতে যাতায়াত করিতেছি; আর কখনও

গাড়ীর ভিতর এভাবে অজ্ঞান হইয়া পড়িতে দেখি নাই। কোর্টে আসিতে আসিতে হঠাৎ হুজুরের মূর্চ্ছা হইল কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। কোন কারণে 'ফিট' হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কেহ ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছে কি?"

আদালতের কয়েকজন কর্ম্মচারীও সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের এক জন বলিল, "হাঁ, ডাক্তারকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু হুজুরের অবস্থা দেখিয়া সন্দেহ হইতেছে—উনি সন্ন্যাস-রোগে আক্রান্ত হইয়া অজ্ঞান হইয়াছেন। মুখ কাল হইয়া গিয়াছে, হা করিয়া আছেন; এ ত ভাল লক্ষণ নয়।"

মিঃ ব্লেক প্রকৃত ব্যাপার তখনও বুঝিতে পারেন নাই। তিনি বিচারপতির পাশে বসিয়া বলিলেন, "কে জল আনিতে গিয়াছে—এখনও সে ফিরিল না?"—তিনি তৎক্ষণাৎ বিচারপতির ওয়েষ্টকোটের বোতামগুলি খুলিয়া দিলেন, এবং তাঁহার গলায় যে সদ্য-ধৌত ও ইস্ত্রি করা শক্ত কলার ছিল, তাহাও সরাইয়া ফেলিলেন। কলার অপসৃত হইবামাত্র তিনি দেখিলেন, মোম দিয়া মাজা অতি মসৃণ রেশমী রজ্জুর ফাঁস তাঁহার গলায় দৃঢ়রূপে আঁটিয়া বহিয়াছে!

মিঃ ব্লেক স্তম্ভিত হৃদয়ে ও কম্পিতহস্তে সেই ফাঁস অতি কষ্টে অপসারিত করিলেন। তাহার পর তিনি বিবর্ণ মুখে এরূপ বিহ্বল দৃষ্টিতে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিলেন যে, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স্ মিঃ ব্লেকের মুখে সেরূপ হতাশ ভাব কোন দিন দেখিতে পান নাই; ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া কুট্‌স তাড়াতাড়ি তাঁহার পাশে আসিলেন। তখন মিঃ ব্লেক ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "কুট্‌স, তুমি বলিতেছিলে এই মামলার সরকার-পক্ষের সাক্ষীদিগকে পুলিশ রক্ষা করিবে। তাহার পূর্ব্বে পুলিশ আর একটি হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করুক। বিচারপতি কার্গেট নিহত হইয়াছেন। তাঁহাকে কড়িকাঠে ঝুলাইয়া ফাঁসি দিয়া হত্যা করা হয় নাই বটে, কিন্তু গলায় ফাঁস আঁটিয়া, নিশ্বাস বন্ধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। এই উভয় প্রকার হত্যাকাণ্ডের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।"

মিঃ ব্লেক আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না; ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তিনি নির্নিমেষ নেত্রে মৃত বিচারপতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ডাক্তার সাটিরার বিচারভার গ্রহণ করাই

প্রতিষ্ঠাপন্ন বিচারপতি মিঃ কার্গেটের এই শোচনীয় অপমৃত্যুর কারণ। নরাধম সাটিরা কি প্রচণ্ড শক্তি লইয়া রণক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছে! মিঃ ব্লেকের চিন্তা-শক্তিও যেন বিলুপ্ত হইল।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লণ্ডনের দুইজন প্রধান ব্যক্তির জীবন সাটিরার কোপানলে ভস্মীভূত হইল। যে বহুদর্শী প্রবীণ ব্যবহারাজীব 'ইংলণ্ডেশ্বর বনাম সাটিরা' নামক মামলায় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করিয়া নরহন্তা দস্যুপতি সাটিরার অপরাধ দক্ষতার সহিত সপ্রমাণ করিতেন, সেই প্রতিভাবান কৌন্সিলী সার কার্বি ক্যানন কে, সি, বিচারারম্ভের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেই তাঁহার শয়ন-কক্ষে নিহত হইলেন ; আবার যিনি এই মামলার বিচার-ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; যিনি সাটিরার বিভিন্ন অপরাধের বিচার করিয়া সেই দিনই তাহার যথাযোগ্য দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন, সেই বিজ্ঞ বিচক্ষণ বিচারপতি মিঃ জষ্টিস্ কার্গেট বিচারালয়ে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই অজ্ঞাত উপায়ে তাঁহার শকট-মধ্যেই গলায় ফাঁস বাঁধিয়া নিহত হইলেন! সাটিরার মামলা অসাধারণ বলিয়াই গবর্মেণ্ট বিচারপতি কার্গেটের হস্তে এই মামলার বিচারের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেকের বিশ্বাস হইল সাটিরার যে অনুচর সার কার্বি ক্যাননকে তাঁহার শয়ন-কক্ষে কড়ি-কাঠে লটকাইয়া হত্যা করিয়াছিল, বা হত্যা করিয়া কড়ি-কাঠে লটকাইয়া রাখিয়াছিল, বিচারপতি মিঃ কার্গেটও তাহারই হস্তে নিহত হইয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই আকস্মিক মৃত্যুর কবল হইতে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়াছিলেন। যদিও ডাক্তার সাটিরা দুর্গম কারাগারের নিভৃত কক্ষে আবদ্ধ ছিল, তথাপি তাহার অনুচরবর্গের উপর তাহার যে অসামান্য প্রভাব ছিল, সেই প্রভাবের ফল প্রত্যক্ষ করিয়া সকলেরই হৃদয় অবসন্ন হইল। মিঃ ব্লেক ও ইন্স্পেক্টর কুট্‌স আকাশে যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, তাহা যেন কোন অদৃশ্য দানবের প্রচণ্ড দণ্ডা-ঘাতে মুহূর্ত্তে চূর্ণ হইয়া গেল! মামলা মুলতুবি রাখিবার উদ্দেশ্যে সাটিরার অনুচরবর্গ বিচারালয়ের সর্ব্ব প্রধান ব্যক্তিদ্বয়কে সামান্য কীটের ন্যায় হত্যা করিল!

ইন্স্পেক্টর কুট্‌সের সাহস দর্প মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্হিত হইল, তিনি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মিঃ ব্লেকের নিকটে সরিয়া গিয়া স্খলিত স্বরে বলিলেন, "তুমি বলিতেছ

কি ব্লেক! বিচারপতি কার্গেট নিহত হইয়াছেন? গলায় ফাঁস আঁটিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে? এ যে বিশ্বাস করিবার কথা নয় ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক হতাশ ভাবে বলিলেন, "কিন্তু সত্য কথা। ইহার প্রমাণ দেখিতে চাও?—এই দেখ।"—তিনি রেশমী রজ্জুর সেই ফাঁসটি ঊর্দ্ধে তুলিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সম্মুখে ধরিলেন। তাহার পর, সেই রজ্জু বিচারপতি কার্গেটের গলায় সজোরে আঁটিয়া বসায়, রক্ত জমিয়া যে দাগ হইয়াছিল—সেই দাগটিও তিনি কুট্‌সকে দেখাইলেন। আদালতের কর্ম্মচারীরাও ঝুঁকিয়া-পড়িয়া সেই দাগ দেখিল। ভয়ে সকলের মুখ শুকাইয়া গেল।

বিচারপতি কার্গেটের সোফেয়ার সেই রজ্জুর ফাঁস ও বিচারপতির গলার দাগ দেখিয়া, আতঙ্কে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "হুজুরকে খুন করিয়াছে? গলায় দড়ির ফাঁস দিয়া হত্যা করা হইয়াছে? এ যে অসম্ভব কাণ্ড! কে এরূপে উঁহার গলায় ফাঁস দিল? কি কৌশলে হত্যা করিল? আধ ঘণ্টা আগে উঁনি যখন এই গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন, তখন উনি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল মানুষ। উনি গাড়ীতে উঠিয়া বসিবামাত্র আমি গাড়ী চালাইয়া এখানে আসিয়াছি। ইহার মধ্যে কে-ই বা উঁহার গলায় ফাঁস দিল, আর কিরূপেই বা সেই ফাঁস টানিয়া হত্যা করিল? আমি কিছুই জানিতে পারিলাম না! এ যে বড়ই অদ্ভুত কাণ্ড! মানুষের অসাধ্য ব্যাপার!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কোথা হইতে আসিয়াছ?"

সোফেয়ার বলিল, "ব্রম্‌টন রোড।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পথের মধ্যে কোথাও তুমি গাড়ী থামাও নাই?"

সোফেয়ার বলিল, "কোথাও না; তবে পথের এক যায়গায় অনেকগুলি গাড়ী সম্মুখের পথ বন্ধ করায়, মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে থামিতে হইয়াছিল; কিন্তু পর মুহূর্ত্তে পথের এক ধার পরিষ্কার হইবামাত্র আমি গাড়ী চালাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।"

মিঃ ব্লেক অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "লণ্ডনে এরূপ তৎপর লোকের অভাব নাই, যে সেই এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই এক লম্ফে গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া,

আরোহী চিৎকার করিবার পূর্ব্বেই, তাহার গলায় ফাঁস দিয়া তাহাকে হত্যা করিতে পারে; তাহার পর চলন্ত গাড়ী হইতে অন্তর্দ্ধান করা তাহার অসাধ্য না হইতেও পারে। বিচারপতি কার্গেট গাড়ীতে উঠিয়া জানালা বন্ধ করিয়া থাকেন, তাঁহার এই কাজটি হত্যাকারীর সঙ্কল্প-সিদ্ধির অনুকূল হইয়াছিল। আর এক কথা, তোমার মনিব গাড়ীতে উঠিবার পূর্ব্বে গাড়ী লইয়া কতক্ষণ তোমাকে তাঁহার দরজায় প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছিল?"

সোফেয়ার বলিল, "তা বোধ হয় মিনিট-কুড়ি হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি তখন কোথায় ছিলে?"

সোফেয়ার—"আমি গাড়ীর সম্মুখস্থ আসনে বসিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।"

মিঃ ব্লেক দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তুমি কি শপথ করিয়া বলিতে পার—সেই সময়ের মধ্যে অন্য কোন লোক তোমার অজ্ঞাতসারে গাড়ীর ভিতর উঠিয়া বসিতে পারিত না? বা, বিচারপতি কার্গেট যে সময় গাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই সময় অন্য কোন লোক গাড়ীর ভিতর ছিল না?"

মিঃ ব্লেকের এই প্রশ্নে সোফেয়ার যেন একটু বিব্রত হইয়া বলিল, "হাঁ, ইয়ে, তা ও কথা আমি কিরূপে শপথ করিয়া বলি? আমি ত গাড়ীর ভিতর চাহিয়া দেখি নাই। আমি সকালে গাড়ীর ভিতরটা ঝাড়ন দিয়া সাফ করিয়াছিলাম। এখানে রওয়ানা হইবার পূর্ব্বে গাড়ীখানা আমি কর্ত্তার বাড়ীর বাহিরে রাখিয়া, আমার দস্তানা-জোড়াটা আনিবার জন্য একবার গ্যারেজে গিয়াছিলাম; কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া গাড়ীতে বসিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইতেছে—হত্যাকারী গাড়ীতে প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া থাকিবার সুযোগ একাধিকবার পাইয়াছিল। বিচারপতি কার্গেট প্রাচীন লোক, তাহার উপর তিনি তেমন বলবানও নহেন; চক্ষুর নিমেষে তাঁহার গলায় ফাঁস বাধাইয়া—সেই ফাঁসের দড়ি ধরিয়া একটা হ্যাঁচ্‌কা টান দিতেই তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; এই ভাবে তাঁহাকে হত্যা করিতে

হত্যাকারীর এক সেকেণ্ডের অধিক সময় লাগে নাই। বিশেষতঃ, গাড়ীর খড়-খড়ি বন্ধ থাকায় গাড়ীর ভিতর কি কাণ্ড হইতেছিল—তাহা দেখিবারও কাহারও সুযোগ হয় নাই। বিচারপতির অদৃষ্টে এই ভাবেই অপমৃত্যু লেখা আছে; নতুবা দরজা জানালা বন্ধ করিয়া তিনি গাড়ী চালাইবেন কেন? লণ্ডনের প্রধান বিচারালয়ের একজন বিচারপতি বিচারালয়ে আসিবার সময় দিবাভাগে, তাঁহার নিজের গাড়ীর ভিতর আততায়ী-হস্তে নিহত হইলেন! কুট্‌স, তোমাদের পুলিশের কাজ বাড়িল; আর দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইবার সময় নাই। এই হত্যাকাণ্ডে সমগ্র দেশে কি তুমূল আন্দোলন উপস্থিত হইবে, তাহা ধারণা করিতে পারিতেছ কি?"

মিঃ ব্লেকের একথা অত্যুক্তি নহে, বিচারপতি কার্গেটের মৃত্যুসংবাদ গাফ করিবার উপায় ছিল না; এই অদ্ভুত হত্যাকাণ্ডের সংবাদ অবিলম্বেই দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া যে দেশব্যাপী আন্দোলন ও কোলাহলের সৃষ্টি করিবে—দুঃসাহসী দস্যু ও হত্যাকারীগণের অপরাধের ইতিহাসে (the annals of crime) তাহা তুলনারহিত—একথা অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না।

মিঃ ব্লেকের মনে অতঃপর এই প্রশ্নের উদয় হইল যে, বিচারপতি কার্গেটের হত্যাকাণ্ডে কি সাটিরার বিচার বন্ধ থাকিবে?—সরকারপক্ষের প্রধান কৌন্সিলী নিহত হইয়াছেন, তাঁহার দায়িত্বভার তাঁহার সুযোগ্য জুনিয়ারের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে; মিঃ নরম্যান পিস্ দক্ষতার সহিত সাটিরার বিরুদ্ধে মামলা চালাইতে পারিবেন, কিন্তু বিচারারম্ভের পূর্ব্বেই বিচারপতি নিহত হইলেন। বিচার-কার্য্যের ভার কাহার হস্তে প্রদত্ত হইবে? অন্য কোন বিচারক কি সেই দিনই নিউ বেলীর দায়রা-আদালতের বিচারাসনে বসিয়া বিচার-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন?—মিঃ ব্লেক এই সকল প্রশ্নের উত্তর স্থির করিতে পারিলেন না; তথাপি তিনি মনে মনে বলিলেন, "যেরূপেই হউক আজ সাটিরাকে আদালতে আনিয়া আজই তাহার বিচার শেষ করিতে হইবে। এই মামলা কোন কারণে এক দিনও—এক ঘণ্টাও মুলতুবি রাখা হইবে না। আইনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে, ইংরাজের শাসন-নীতির গৌরব অম্লান রাখিতে হইবে।"

কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মনে এ সকল প্রশ্নের উদয় হইল না। উপর্য্যুপরি দুইটি হত্যাকাণ্ড দেখিয়া তাহার মন নিদারুণ অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, কে যেন প্রচণ্ড বেগে তাঁহার মস্তকে দণ্ডাঘাত করিয়াছিল ; সেই আঘাতে তাঁহার আর মাথা তুলিবার শক্তি ছিল না ! তিনি বহুদর্শী পুলিশ-কর্ম্মচারী, পুলিশের শক্তিতে ও ইজ্জতে তাঁহার অসাধারণ বিশ্বাস। তাঁহার ধারণা ছিল পুলিশ অসাধ্যসাধন করিতে পারে, পুলিশই শাসন-সৌধের বিরাট স্তম্ভ। সেই প্রচণ্ড শক্তিকে অবজ্ঞা ও উপহাস করিয়া দুর্দ্দান্ত নরহন্তা দস্যুরা এ কি কাণ্ড করিয়া বসিল ?—ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স হতবুদ্ধি হইয়া মোহাবিষ্টের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মিঃ জষ্টিস্ কার্গেটের মৃতদেহের দিকে চাহিয়া তাঁহার মনে হইল—তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন ! তিনি নিউ বেলীর বিচারালয়ে অনেক লোমহর্ষণ কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান দুর্ঘটনার তুলনায় সেই সকল ব্যাপার তুচ্ছ। এরূপ হত্যাকাণ্ড সভ্য জগতে বিরল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের বিহ্বলতা লক্ষ্য করিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বেকুবের মত দাঁড়াইয়া রহিলে যে ? কি ভাবিতেছ ?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, "ভাবিব আর কি ?—ভাবিয়াই বা ফল কি ? শয়তানগুলা প্ল্যাকার্ডে যাহা লিখিল, কাজেও তাহাই করিল ! এ যে ভয়ানক কথা। বিচারপতি কার্গেটের গলায় ফাঁসি লাগাইয়া গাড়ীর মধ্যে হত্যা করা হইয়াছে, এ কথা যে এখনও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না ! আমার মনে কিরূপ আঘাত লাগিয়াছে—তাহা আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না ব্লেক ! শয়তান সাটিরা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে আসামীর কাঠরা হইতে নামিবার সময় সদম্ভে বলিয়াছিল—সে দায়রা আদালতের বিচারে উপস্থিত হইতে পারিবে না। তাহার সেই দম্ভের কথা— প্রলাপ বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, তাহার সেই উক্তি মিথ্যা নহে। সে কারাগারে আবদ্ধ থাকিলেও আজ এইভাবে বিচারকার্য্যে বাধাদান করিবে—ইহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল ! সে জানিত আজ এইরূপ ভীষণ কার্য্য সংঘটিত হইবে। যদি তাহাকে পুলিশের হাতে ধরা পড়িতে হয়—তাহা হইলে সে কোন পন্থা অবলম্বন

করিবে—পূর্ব্বেই তাহার ব্যবস্থা শেষ করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার পূর্ব্বে সে আমাদের যে ক্ষতি করিয়াছিল, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার পর সে তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক ক্ষতি করিল!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সাটিরার কার্য্যপদ্ধতি এইরূপ নিখুঁত। ভবিষ্যতে কিরূপ বিপদ ঘটিলে কি ভাবে চলিতে হইবে—তাহা সে বহু-পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, এবং প্রত্যেক কার্য্য তাহার ব্যবস্থানুসারেই সম্পন্ন হইতেছে—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। কিরূপ প্রচণ্ডশক্তিসম্পন্ন অনুচরবর্গ তাহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া এইভাবে অসাধ্যসাধন করিতেছে—তাহা আমাদের ধারণা করিবার শক্তি নাই কুট্‌স! কিন্তু তাহার অনুচরবর্গ কি প্রকৃতির দস্যু, কিরূপ দুর্জ্জয় সাহস ও শক্তির অধিকারী—তাহাদের কার্য্যেই তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। তাহারা এই লণ্ডনেরই কোন স্থানে আড্ডা করিয়া গোপনে বাস করিতেছে। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—তাহাদের দলপতির উদ্ধারের জন্য কোন অপকার্য্য করিতে—কোন বিপজ্জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে কুণ্ঠিত হইবে না; সাটিরাকে মৃত্যুকবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য আরও কি ভীষণ দুষ্কর্ম্ম করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে, তাহা অনুমান করা আমার অসাধ্য। আর এই চিন্তায় মাথা ঘামাইয়া কোন ফল নাই কুট্‌স! আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি সার কাবি ক্যাননন ও মিঃ জষ্টিস্ কার্গেটের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে,আজ হউক, কাল হউক, তোমার আমার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিতে পারে! আমরা যে কয়েকজন ডাক্তার সাটিরার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছি, তাহাকে যথাযোগ্য দণ্ডে দণ্ডিত করিতে উদ্যত হইয়াছি—সেই কয়েকজনের জীবন আর মুহূর্ত্তের জন্য নিরাপদ নহে। সাটিরাকে আজ বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে দিবে না বলিয়া তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়াছে। সার কাবি ক্যানন ও মিঃ জষ্টিস্ কার্গেটের হত্যাকাণ্ড সেই ভীষণ ষড়যন্ত্রেরই ফল। তোমার, আমার, স্মিথের—এবং আরও অনেকের বিরুদ্ধে ইহারা প্রাণদণ্ডের পরোয়ানা বাহির করিয়াছে। সেই পরোয়ানার সর্ব্বপ্রথমে যে দুই জনের নাম ছিল, তাঁহাদের ভাগ্যফল গত কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নির্ণীত হইয়া গিয়াছে।"

বিচারপতির খাস-কামরায় তাঁহাদের এই সকল কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স আদালতের কর্ম্মচারী আর্দ্দালী প্রভৃতিকে সেই কক্ষ হইতে বিদায় করিয়াছিলেন, এজন্য সেই কক্ষে অন্য কোন লোক ছিল না। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া আতঙ্কে শুষ্ক ওষ্ঠ লেহন করিতে লাগিলেন; গলায় একবার হাত বুলাইয়া দেখিলেন,—ফাঁসের দড়ি তাঁহার অজ্ঞাত ভাবে কণ্ঠ-বেষ্টন করিয়াছে কি না! তাহার পর ব্যাকুল দৃষ্টিতে সেই কক্ষের চারি দিকে চাহিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার এই ভয় অমূলক,—সাটিরার অনুচরেরা হঠাৎ আদালতের ভিতরে আসিয়া তাঁহার গলায় ফাঁস বাধাইয়া চক্ষুর নিমেষে তাঁহাকে পরলোকে প্রেরণ করিবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের ধারণা হইল এই দস্যুদলের কিছুই অসাধ্য নহে।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ভাবিলেন—তবে কি বৃটিশের রাজশক্তি ব্যর্থ হইবে? লণ্ডনের সমগ্র পুলিশ, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সহায়তায় এই দুঃসাহসী নরহন্তা চতুর দস্যুকে নিষ্পেষিত ও চূর্ণ করিতে পারিবে না? ডাক্তার সাটিরাকে দণ্ডিত করিবার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, এই দস্যুদলের কবল হইতে তাঁহাদের নিষ্কৃতি লাভের কি কোন উপায় নাই?—সাটিরার দলের প্ল্যাকার্ডে যে কথা ঘোষিত হইয়াছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; আর তাহা ভুয়ো দম্‌বাজি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার উপায় নাই। যাহা ঘটিবার তাহা ত ঘটিয়া গিয়াছে, অতঃপর ইহারা আর কি ভয়াবহ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে?

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স নতমস্তকে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হয় ত বলিতে পারিতেন না। প্রাণভয়ে তিনি হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন বুঝিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এত কি ভাবিতেছ কুট্‌স! আর কি চিন্তা করিবার সময় আছে? অত প্রাণের ভয় করিলে পুলিশে চাকরী করা চলে না! এখন বিস্তর কাজ বাকি। যে লোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটিয়া গেল, তাহার আমূল বৃত্তান্ত অবিলম্বে যথা স্থানে প্রেরণ করা প্রয়োজন। যাহা হইবার হইয়াছে; আর যাহাতে বাড়াবাড়ি হইতে না পারে, অতঃপর আর কাহারও প্রাণহানি না হয়, শীঘ্রই তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিচারপতি

কার্গেটের মৃত্যুসংবাদ অনেকে জানিতে পারিয়াছে, বহুলোক এ কথা লইয়া আন্দোলন আলোচনা করিবে; কিন্তু এ সংবাদ যতক্ষণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হয় ততক্ষণ ইহা দেশব্যাপী হইবে না। সুতরাং কোনও সংবাদপত্রে ইহা প্রকাশিত না হয় সর্ব্বাগ্রে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমার বিশ্বাস এরূপ ব্যবস্থা অসম্ভব নহে। সাটিরার বিচার শেষ হইলে তাহাকে যখন পেণ্টন্‌ভিলের কারাগারে ফাঁসির আসামীদের বাস-কক্ষে আবদ্ধ করা হইবে, তাহার প্রাণদণ্ডের সংবাদ ঘোষিত হইবে, তখন এই দুঃসংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকিবে না; কিন্তু তৎপূর্ব্বে বিচারপতি কার্গেটের মৃত্যুসংবাদ সার কার্বি ক্যাননের মৃত্যুসংবাদের ন্যায় চাপিয়া রাখিতে হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স জড়িত স্বরে বলিলেন, "কিন্তু কত দিন এই সংবাদ চাপিয়া রাখা যাইবে? আজ না হয় চাপিয়া রাখিলে, কিন্তু কাল? যদি আজ সাটিরার বিচার শেষ হইত, তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রচারিত হইত, তাহা হইলে কাজটা তত কঠিন হইত না; কিন্তু আজ সাটিরার বিচারের কোন সম্ভাবনা নাই। আজ তাহার বিচার বন্ধ থাকিলেই চতুর্দ্দিকে আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ হইবে; বিচার বন্ধ হইবার কারণ সম্বন্ধে নানা প্রকার জনরব ঘোষিত হইবে। সাটিরার জিদই বজায় রহিল বলিয়া যথেষ্ট ঠাট্টা বিদ্রূপও সহ্য করিতে হইবে—ইহার প্রতিকার কি?"

মিঃ ব্লেক উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "সেই জন্যই ত আজই সাটিরাকে এখানে হাজির করিয়া তাহার বিচার শেষ করিতে হইবে। বিচারপতি নিহত হইয়াছেন—এই অজুহাতে তাহার বিচার বন্ধ থাকিবে না। তাহার সম্বন্ধে যে আদেশ প্রচারিত হইয়াছে—তাহার পরিবর্ত্তন হইবে না। সাটিরার অনুচর-বর্গের পৈশাচিক ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে হইলে ইহা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। যখন তাহারা বুঝিবে—আজই সাটিরাকে বিচারালয়ে টানিয়া আনিয়া তাহার বিচার শেষ করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যে বাধা দিয়া কোন ফল হইল না; সকল বাধা অগ্রাহ্য করিয়া আজই

সাটিরার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইবে—তখন তাহারা হতাশ হইয়া অত্যাচার, উৎপীড়ন, হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিবে। তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দলপতির পরামর্শের জন্ম ব্যাকুল হইবে; কিন্তু সাটিরা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অক্ষম। এতদ্ভিন্ন, এই কার্য্যে সাটিরারও দর্পচূর্ণ হইবে। সে আশা করিয়াছে সার কার্বি ও বিচারপতি কার্গেট উভয়েই হঠাৎ পঞ্চত্ব লাভ করায় আজ আর তাহাকে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে হইবে না; কিন্তু যখন সে জানিতে পারিবে তাহার মামলা মুলতুবি থাকিবার সম্ভাবনা নাই, আজই বিচার শেষ হইবে—তখন তাহার ভয় ও বিস্ময়ের সীমা থাকিবে না। বিচারপতি কার্গেটের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার এজলাসে সাটিরার বিচার আরম্ভ করা শোভন না হইলেও অবস্থানুসারে তাহা অবশ্যকর্ত্তব্য। আমার বিশ্বাস বিচারপতি কার্গেটের অভাবে অন্য কোন বিচারকের হস্তে সাটিরার বিচার-ভার অর্পিত হইতে পারে। নব-নির্ব্বাচিত বিচারক অবিলম্বে এখানে আসিয়া সাটিরার বিচার আরম্ভ করিতে পারিবেন। আজ যদি হঠাৎ হোম-সেক্রেটারীর মৃত্যু হয়—তাহা হইলে কি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবে?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "সে কথা সত্য ব্লেক! আমি পুলিশ কমি-শনরকে অবিলম্বে সকল কথা জানাইব; তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য মনে হইবে তাহাই তিনি করিবেন।"

ওল্‌ড বেলী হইতে নিউগেট ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ পথ ব্যাপিয়া সহস্র সহস্র লোক সাটিরাকে দেখিবার আশায় দাঁড়াইয়া ছিল। নিউ বেলীর বিচারালয়ে এজলাসের বারান্দার নীচে যে ভীষণ দৃশ্য লক্ষিত হইয়াছিল—তাহা তাহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল; বিচারপতি কার্গেটের মৃত্যু-সংবাদ তাহাদের কর্ণগোচর হয় নাই। আদালতের সে সকল কর্ম্মচারী বিচারপতি কার্গেটের মৃতদেহ দেখিয়াছিল, তাহাদিগকে এই শোচনীয় সংবাদ গোপন রাখিতে আদেশ করা হইল; কিন্তু এরূপ লোমহর্ষণ সংবাদ দীর্ঘকাল গোপন থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না বুঝিয়াই মিঃ ব্লেক সাটিরার বিচার সেই দিনই শেষ করা কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিলেন।

মিঃ নরম্যান পিস্ বিচারপতি কার্গেটের আকস্মিক হত্যাকাণ্ডে অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন; তিনি আতঙ্কে অভিভূত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন। মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া তিনি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "সাটিরার বিচার একদিনের জন্তও মুলতুবি রাখা সঙ্গত হইবে না। অন্ত কোন বিচারক আজই এখানে প্রেরিত হইতে পারেন। এরূপ ভয়ঙ্কর কাণ্ডের কথা আমি আর কখনও শুনি নাই মিঃ ব্লেক! সাটিরা কারাগারে আবদ্ধ আছে, অথচ তাহার ইঙ্গিতে এইরূপ ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইতে পারে—ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সাটিরার যে কি অসাধ্য, তাহা এত দিনেও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না! তাহার শক্তির পরিমাণ করা আমাদের অসাধ্য। সে তাহার আরব্ধ কার্য্য অসমাপ্ত রাখে না। সে ও তাহার অনুচরবর্গের ধারণা হইয়াছে—উপর্য্যুপরি এই দুইটি হত্যাকাণ্ডের জন্ত কর্ত্তৃপক্ষ আজ তাহার বিচার বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইবেন।"

মিঃ নরম্যান পিস্ বলিলেন, "ইহাতেই কি তাহারা নিরস্ত হইবে? তাহারা যে আরও অধিকদূর অগ্রসর হইবে না, নূতন কোন অত্যাচার উপদ্রব করিবে না, ইহা ত বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমারও সেইরূপ বিশ্বাস। সম্ভবতঃ তাহারা আরও অনেকদূর অগ্রসর হইবে; সুতরাং শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমাদিগকে অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে হইবে। আপনার সকল সাক্ষী ও জুরীরা আদালতে উপস্থিত হইয়াছেন কি না সর্ব্বাগ্রে তাহার সন্ধান লওয়া প্রয়োজন। চলুন, আমরা তাঁহাদিগকে দেখিয়া আসি।"

স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ড ও হোম-অফিস হইতে কোন কোন পদস্থ কর্ম্মচারীর সেখানে আসিবার সম্ভাবনা ছিল, ইন্স্পেক্টর কুট্সকে তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্ত সেই কক্ষে রাখিয়া, মিঃ ব্লেক মিঃ নরম্যান পিস ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া আদালতের অন্ত দিকে চলিলেন। তাঁহারা একটি কক্ষে ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষী ও জুরীদের দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, একজন নূতন বিচারক আসিলেই সেই

দিনই সাটিরার বিচার আরম্ভ হইতে পারে ; মামলা মুলতুবি রাখিবার প্রয়োজন হইবে না।

সরকার-পক্ষ হইতে মামলা চালাইবার কোন আয়োজনেরই ত্রুটি ছিল না, তথাপি মিঃ ব্লেকের সন্দেহ হইতেছিল মামলা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে হয় ত আবার কি একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা উপস্থিত হইবে, এবং তাঁহাদের সকল আয়োজন, সকল চেষ্টা বিফল হইবে। কিন্তু সেই বাধা কি, সেই দিন বিচার বন্ধ করিবার জন্য সাটিরার অনুচরেরা কিরূপ লোমহর্ষণ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না।

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, সাটিরা পেণ্টন্‌ভিলের কারাগারে আবদ্ধ আছে ত ? যদি সে কোন কৌশলে কারাকক্ষ হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে বিচারালয়ে হাজির করিবার আশা ত্যাগ করিতে হইবে। তাহার বিচারেরও এইখানে খতম! তাহার কথাই সত্য হইবে।"

মিঃ নরম্যান পিস বলিলেন, "কথাটা অসঙ্গত নয়। আসামীর সংবাদ লওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।"—তিনি তৎক্ষণাৎ পেণ্টন্‌ভিলের কারাধ্যক্ষকে টেলিফোন করিয়া উত্তর পাইলেন, "সাটিরা কারাকক্ষে সুস্থদেহে বর্ত্তমান। সকালে সে বেশ তৃপ্তির সহিত আহার করিয়াছে। তাহার আহার শেষ হইলে ওয়ার্ডার তাহাকে বলিয়াছিল—কয়েক ঘণ্টা পরে সেসন আদালতে তাহার বিচার আরম্ভ হইবে ; সুতরাং বিচারালয়ে যাইবার জন্য তাহার প্রস্তুত হওয়া দরকার। এ কথা শুনিয়া সে বলিয়াছে আজ তাহার বিচারালয়ে যাইবার ইচ্ছা নাই, সে যাইতে পারিবে না।"

মিঃ নরম্যান পিস কারাধ্যক্ষের সহিত আরও দুই চারিটি কথা শেষ করিয়া টেলিফোনের 'রিসিভার' নামাইয়া রাখিলেন, এবং কারাধ্যক্ষের কথার মর্ম্ম মিঃ ব্লেকের গোচর করিয়া বলিলেন, "কারাধ্যক্ষ আমাকে একথাও বলিলেন, যে, কয়েদীবাহী শকটে সাটিরাকে বিচারালয়ে প্রেরণ করিবামাত্র তিনি আমাকে টেলিফোনে সংবাদ দিবেন। কয়েদীবাহী একখানি গাড়ী কয়েক মিনিট পূর্ব্বে এখানে প্রেরিত হইয়াছে ; সেখানি খালি গাড়ী, তাহাতে কোন কয়েদী নাই।

সাটিরার অনুচরবর্গকে প্রতারিত করিবার জন্যই প্রথমে খালি গাড়ী প্রেরিত হইয়াছে। সেই গাড়ীতে সাটিরা আছে মনে করিয়া তাহার অনুচরেরা যদি তাহা কোন কৌশলে সরাইবার চেষ্টা করে, এই আশঙ্কায় কিছু কাল পরে দ্বিতীয় গাড়ীতে সাটিরা ও জেরি ড্রায়মারকে বিচারালয়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এই ব্যবস্থার কথা আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছি।”

মিঃ জষ্টিস্ কারগেটের শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া পুলিশ কমিশনর সার হেনরী ফেয়ারফক্স দুই জন প্রধান সহযোগী সহ তাড়াতাড়ি নিউ বেলীর সেসন-আদালতে উপস্থিত হইলেন। তিনি গবর্মেণ্টের উচ্চতর কর্ম্মচারীগণকেও এই দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, এবং এই সংবাদ যাহাতে প্রচারিত না হয় তাহারও ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন। সার হেনরী এই দুঃসংবাদ শ্রবণে এতদূর বিচলিত হইয়াছিলেন যে, মিঃ ব্লেকের সহিত উপস্থিত-কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় ক্রোধে ক্ষোভে তাঁহার কণ্ঠস্বর জড়াইয়া আসিতেছিল; তাঁহার মুখকান্তি অতি গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল। সাটিরার কবলে পড়িয়া তাঁহারও অপমান ও লাঞ্ছনা অল্প হয় নাই; এমন কি, তাঁহাকে জীবনের আশাও ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। মিঃ ব্লেকের চেষ্টায় তাঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই লাঞ্ছনার কথা তিনি বিস্মৃত হন নাই; তাহার পর এই দুইটি ভীষণ হত্যাকাণ্ড! তাঁহার সাধ্য হইলে তিনি সাটিরাকে গুলী করিতেন। সাটিরা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুনাম ও সম্মান কতদূর ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, বিচারপতি কার্গেটের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ প্রকাশিত হইলে সংবাদপত্র সমূহে তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপ কঠোর মন্তব্য প্রকাশিত হইবে—তাহা তিনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন, এবং দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিলেন।

অন্যান্য কথার পর সার হেনরী মিঃ ব্লেককে বলিলেন, “এই ভীষণ কাণ্ডের যে কি পরিণাম, তাহা কেবল ঈশ্বরই জানেন। কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই তদন্ত আরম্ভ করিবেন; তদন্তের ফলে আমাকে হয় ত পদত্যাগ করিতে হইবে। (I may be called upon to resign my position.) বিচারপতি কার্গেটকে রক্ষা

করিবার জন্ম পুলিশপ্রহরী নিযুক্ত করা হয় নাই ; এজন্ম আমাকে অত্যন্ত গঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে।”

মিঃ ব্লেক সার হেনরীকে সান্ত্বনাদানের জন্ম বলিলেন, “কিন্তু ইহার প্রয়োজন ছিল একথা কেহই বলিতে পারিবে না। সাটিরা কিরূপ অসাধারণ শক্তির অধিকারী, সে ক্রমাগত কিভাবে অসাধ্যসাধন করিয়া আসিতেছে—তাহা আমার অজ্ঞাত নহে ; তথাপি আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, হঠাৎ এরূপ ভীষণ কাণ্ড ঘটিতে পারে ! অপরাধের ইতিহাসে এরূপ পৈশাচিক অনুষ্ঠানের তুলনা পাওয়া যায় না। সাটিরা এ পর্য্যন্ত যে সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, যতগুলি নরহত্যার জন্ম সে দায়ী, তাহার তুলনায় তাহার প্রাণদণ্ড নিতান্তই লঘু দণ্ড। প্রাণদণ্ড অপেক্ষাও যদি কোন গুরুতর দণ্ড থাকিত, তাহাই তাহার প্রাপ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহাকে একাধিকবার ফাঁসিতে লটকাইবার উপায় নাই।”

সার হেনরী বলিলেন, “কিন্তু আমরা যখন তাহার অনুচরগুলাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিব, তখন তাহাদের অনেককেই ফাঁসিতে লটকাইবার ব্যবস্থা হইবে। সার কার্বি ও জষ্টিস্ কার্গেটকে তাহার অনুচরেরাই হত্যা করিয়াছে। যেরূপে হউক তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া ফাঁসি দিতে হইবে ; নতুবা শাসননীতির মর্য্যাদা রক্ষা হইবে না, পুলিশের কলঙ্ক দূর হইবে না। আমি কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিব না। এ দেশে যত দস্যু তস্কর বদমায়েসের নাম পুলিশের তালিকাভুক্ত আছে, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া সন্ধান লইতে হইবে —গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহারা কোথায় ছিল, এবং কখন কি কাজ করিয়াছিল।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আগে সাটিরার প্রাণদণ্ড হউক, তাহার পর তাহার অনুচরদের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করা যাইবে। সাটিরার বিচার আজ আরম্ভ করিয়া আজই শেষ করা উচিত। তাহার বিচারের যে সকল প্রতিবন্ধক ঘটিল, তাহা গ্রাহ্য করিলে চলিবে না।”

সার হেনরী দৃঢ়স্বরে বলিলেন, “নিশ্চয়ই চলিবে না ; আজই তাহার বিচার আরম্ভ করিতে হইবে,—এবং অসম্ভব না হইলে আজই বিচার শেষ করিতে

হইবে। জষ্টিস্ লোডারকে তাহার বিচারকার্য্যের ভার দেওয়া হইয়াছে। তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া বিচার আরম্ভ করিবেন।"

হঠাৎ পথের দিক হইতে বহু কণ্ঠের উল্লাসধ্বনি মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীগণের কর্ণগোচর হইল। সেই শব্দ শুনিয়া ইন্স্পেক্টর কুট্স তাড়াতাড়ি সেই কক্ষের বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইলেন; তিনি বাতায়নপথে বিচারালয়ের বহিঃপ্রাঙ্গণের দিকে সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "পেণ্টন্‌ভিলের কারাগার হইতে প্রেরিত প্রথম গাড়ীখানি আসিয়াছে। ঐ গাড়ীতে সাটিরা এখানে নীত হইয়াছে মনে করিয়া দর্শকগণ আনন্দধ্বনি করিল। উহারা সাটিরাকে দেখিতে পাইলে ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিত। সাটিরা ও জেরি ড্রায়মার কিছুকাল পরে দ্বিতীয় গাড়ীতে এখানে আনীত হইবে।"

মিঃ নরম্যান পিস্ বলিলেন, "কিন্তু দ্বিতীয় গাড়ীখানি এতক্ষণ পেণ্টন্‌ভিলের কারাগার হইতে হয় ত রওনা হইয়াছে। আজ যে দুইটি হৃদয়বিদারক শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়াছি তাহা চিরজীবন আমার স্মরণ থাকিবে; এই ভীষণ দুর্ঘটনার কথা কখন ভুলিতে পারিব না।"

কিন্তু সাটিরার মামলা শেষ হওয়া দূরের কথা, তখনও তাহা আরম্ভ হয় নাই। সাটিরা বিচারালয়ে আনীত হইবার পূর্ব্বে আরও কি কাণ্ড ঘটাইতে পারে—তাহা কেহই অনুমান করিতে পারিলেন না।

সার হেনরী ফেয়ারফক্স তাঁহার সহযোগীদ্বয়ের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন; মিঃ ব্লেক ইন্স্পেক্টর কুট্স ও স্মিথ সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া, বারান্দা ঘুরিয়া এজলাসের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এজলাসের দ্বারগুলি বন্ধ ছিল; একজন আর্দ্দালী দ্বারগুলি খুলিয়া দিল। একটি সুপ্রশস্ত কক্ষ এজলাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই কক্ষে বহু দর্শকের বসিবার স্থান ছিল। মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "বিচার আরম্ভ হইলে এজলাস জনাকীর্ণ হইবে। কিন্তু ঐ হাজার হাজার লোক কোথায় দাঁড়াইয়া বিচার দেখিবে? বিশিষ্ট ভদ্রলোক 'ভিন্ন সর্ব্বসাধারণকে এজলাসে প্রবেশ করিতে দিলে শৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিন হইবে। এই আদালতে আজই বোধ হয় সাটিরার প্রথম ও শেষ

উপস্থিতি। বিচার-শেষে তাহাকে কারাগারের ফাঁসির আসামীর কুঠুরীতে আবদ্ধ করা হইবে; ফাঁসির দিন তাহাকে সেই কক্ষ হইতে বধ্যমঞ্চে লইয়া গিয়া ফাঁসিকাঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে। তাহার পর সাটিরার শয়তানীর স্মৃতিমাত্র আমাদের মনে অঙ্কিত থাকিবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "সেই দিন যত শীঘ্র আসে ততই মঙ্গল। সে-কাল হইলে আমরা বিচার-টিচারের ধার ধারিতাম না, একদম্ হা—মা—কা করিতাম। শয়তানটার পোষাকে আধ টিন কেরোসিন ঢালিয়া, তাহাকে গাছে লটকাইয়া দিতাম, তাহার পর তাহার কেরোসিনসিক্ত পোষাকে আগুন ধরাইয়া—খতম!"

অতঃপর তাঁহারা একটি কক্ষের দরজায় দাঁড়াইয়া আদালতের দেউড়ির বাহিরের জনস্রোত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স দেখিলেন বহুসংখ্যক ছদ্মবেশী ডিটেক্‌টিভ সেই জনতার ভিতর ঘুরিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির মুখ দেখিতেছে, এবং যাহাদিগকে সন্দেহ করিতেছে, তাহাদিগকে দেউড়ির ভিতর প্রবেশ করিতে না দিয়া—ধাক্কা দিয়া দূরে সরাইয়া দিতেছে।

হঠাৎ দূরে ঘণ্টাধ্বনি হইল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স চমকিয়া-উঠিয়া বলিলেন, "ও কিসের শব্দ?"

শব্দ ক্রমেই সন্নিকটবর্ত্তী ও উচ্চতর হইল। মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ও যে ফায়ার ইঞ্জিনের (fire engine) ঘণ্টাধ্বনি! বোধ হয় এই দিকেই আসিতেছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সবিস্ময়ে বলিলেন, "তাই ত বটে! ব্যাপার কি? ফায়ার-ইঞ্জিন এ দিকে আসিলে লোকের ভীড় অনেক কমিয়া যাইবে। কোথায় আগুন লাগিয়াছে দেখিবার জন্য অনেক লোক ফায়ার-ইঞ্জিনের অনুসরণ করিবে; সে ভালই হইবে।"

ঢং—ঢং—ঢং! মহাশব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া ফায়ার-ইঞ্জিন দ্রুতবেগে বিচারালয়ের সন্নিহিত পথে অগ্রসর হইল। সেই শব্দ শুনিয়া পথের জনতার মধ্যে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল, এবং সকলেই অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। অবশেষে ফায়ার-ইঞ্জিনের মোটর দ্রুতবেগে আসিতেছে দেখিয়া পথের লোকগুলা

পথ ছাড়িয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ফায়ার-ইঞ্জিন নিউগেট ষ্ট্রীট হইতে আসিয়া বিচারালয়ের সম্মুখে থামিল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে পিত্তলনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণধারী কৃষ্ণ পরিচ্ছদ-পরিহিত 'ফায়ার-ম্যানে'র দল শকট হইতে নামিয়া বিচারালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল, এবং শ্রেণীবদ্ধ ভাবে আদালতের সিঁড়ির উপর উঠিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তৎক্ষণাৎ তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন; তিনি বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এ কি! কি ব্যাপার? তোমরা দল বাঁধিয়া এখানে কেন?—তোমরা অন্য কোন স্থানে যাইতে ভুল করিয়া এখানে আসিয়াছ। এখানে ত তোমাদের কোন কাজ নাই। যেখানে আগুন লাগিয়াছে সেইখানে যাও।"

ফায়ারম্যানদের দলপতি বলিল, "অন্য যায়গায় যাইব? এইখানেই আগুন হইয়াছে। এখান হইতেই এলার্ম (alarm) দেওয়া হইয়াছে। কে 'এলাম দিয়াছে?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন, "ভুল! ভুল! এখান হইতে কেহই 'এলার্ম' দেয় নাই। এখানে আগুন হয় নাই।"

ফায়ারম্যান বলিল, "না মহাশয়, আমাদের ভুল হয় নাই; এখান হইতেই এলার্ম দেওয়া হইয়াছে—এবং 'ফোনে' বলা হইয়াছে, নিউ বেলীর সেণ্ট্রাল ক্রিমিনাল কোর্টে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে। ফায়ার-ইঞ্জিন পাঠাইতে বিলম্ব হইলে অবিলম্বে আদালত ভস্মীভূত হইবে।"

ঢং—ঢং—ঢং, ঠঙাস্—ঠং, ঠঙাস্—ঠং—শব্দে আরও এক জোড়া মোটর ও ফায়ার-ইঞ্জিন আসিয়া প্রথমাগত ইঞ্জিনের সম্মুখে থামিল। সেই ইঞ্জিন দু-খানি হল্‌বর্ণের দিক হইতে আসিল। সেই উভয় ইঞ্জিন হইতে বহুসংখ্যক ফায়ারম্যান নামিয়া-আসিয়া পূর্ব্বোক্ত ইঞ্জিনের ফায়ারম্যানগুলির দলে মিশিল। তাহার পর যে কাণ্ড আরম্ভ হইল, তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক হতবুদ্ধি হইয়া কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।—সেরূপ দৃশ্য তিনি জীবনে দেখেন নাই!

বাহিরে ফায়ার-ইঞ্জিন হইতে ষ্টীমের গর্জ্জনধ্বনি আরম্ভ হইল, আদালত-প্রাঙ্গণে ফায়ারম্যানগুলার সমবেত কণ্ঠের হুঙ্কারে আদালতে সমুপস্থিত সকল লোকের

কণ্ঠস্বর ডুবিয়া গেল। সেই সময় পথের দিক হইতে একসঙ্গে, বহুসংখ্যক ঘণ্টার ঢং—ঢং, ঠঙাস্—ঠং শব্দ উত্থিত হওয়ায় সকলেই বুঝিতে পারিল, আরও অধিক সংখ্যক ফায়ার-ইঞ্জিন সেই দিকেই আসিতেছে!

এবার তিনখানি মোটর সহ তিনটি ফায়ার-ইঞ্জিন লড্গেট হিলের দিক হইতে আসিয়া আদালতের দেউড়ি অধিকার করিল। বস্তুতঃ লণ্ডনের যে যে অংশে ফায়ার-ইঞ্জিনের আড্ডা আছে—সকল আড্ডা হইতেই ফায়ার-ইঞ্জিন আসিয়া আদালতের সুবিস্তীর্ণ অট্টালিকা পরিবেষ্টিত করিল। পথের কোনও দিক দিয়া গাড়ী কি মানুষ চলিবার উপায় রহিল না! আদালত-গৃহ সৈন্য-পরিবেষ্টিত অবরুদ্ধ দুর্গের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। ঘণ্টাধ্বনি করিয়া লণ্ডনের বিভিন্ন পল্লী হইতে কত ফায়ার-ইঞ্জিন আসিল, কে তখন তাহাদের সংখ্যা নির্ণয় করিবে? উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণধারী ফায়ারম্যানের দল আদালতের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়া জলস্রোতের ন্যায় আদালত-গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। পুলিশ তাহাদিগকে বাধাদানের চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। পুলিশ সশস্ত্র ছিল বটে, কিন্তু নিউ বেলীর সেণ্ট্রাল ক্রিমিনাল কোর্টের প্রাঙ্গণ জালিয়ানাবাগ নহে, ফায়ারম্যানগুলির উপর সেখানে বেপরোয়া গুলী চালাইবার আদেশ পুলিশ-কমিশনর সার হেনরী ফেয়ারফক্সও দিতে পারিলেন না। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, মুহ্যমান ভাবে বারান্দায় দাঁড়াইয়া কাঁপিতে ও ঘামিতে লাগিলেন। ইন্স্পেক্টর কুট্স পুনঃ পুনঃ সশব্দে নাক ঝাড়িতে ঝাড়িতে চারি দিকে ছুটাছুটি করিতে আরম্ভ করিলেন; তিনি তখন বাহ্যজ্ঞানহীন, উন্মত্তপ্রায়!

দেখিতে দেখিতে সমস্ত লণ্ডন ভাঙ্গিয়া দলে দলে লোক আদালতের দিকে দৌড়াইয়া আসিতে লাগিল, সকলেরই মুখে এক কথা—"সর্ব্বনাশ হইল! নিউ বেলীর আদালতে আগুন লাগিয়াছে। সমস্তই পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল!"

ইন্স্পেক্টর কুট্স মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন, "ব্লেক! এ কি ব্যাপার? লণ্ডনে যত ফায়ার-ব্রিগেড আছে—সবই যে মুহূর্ত্ত-মধ্যে এখানে আসিয়া পড়িবে। ফায়ার-ব্রিগেডের আহ্বান-ধ্বনি (brigade call) শুনিলে না?—উহারা কি সাংঘাতিক ভুল করিয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখানে আগুনের চিহ্ন মাত্র নাই, আগুনের গন্ধও পাওয়া যাইতেছে না; তথাপি উহাদের ভ্রম দূর হইতেছে না? আশ্চর্য্য বটে!"

আদালতের সমুদয় কর্ম্মচারী, যে সকল দর্শক সাটিরার বিচার দেখিবার জন্য আদালতে প্রবেশাধিকার পাইয়াছিল—তাহারা দলবদ্ধ হইয়া ফায়ার-ম্যানদের সম্মুখীন হইল, এবং সকলে সমস্বরে তুমুল কোলাহল করিয়া ফায়ারম্যানদের ভ্রমের জন্য তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিল। আদালতের আর্দ্দালী চাপরাসীর দল শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ছবির মত দাঁড়াইয়া উভয় পক্ষের তর্কবিতর্ক শুনিতে লাগিল। সশস্ত্র পুলিশ যাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে পারিল না, তাহাদের সহিত বচসা করিয়া তাহারা কি করিবে?

দশ পনের জন 'ফায়ারম্যান' আদালতের একটি কক্ষের সম্মুখে আসিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আগুন কোথায়? দেখাও।"

আদালতের প্রধান কর্ম্মচারী সক্রোধে বলিলেন, "এক শ বার বলিয়াছি এখানে আগুন লাগে নাই, ভুল করিয়া এখানে আসিয়াছ; তবু যদি হতভাগা নচ্ছার বেটারা সে কথা কানে তুলিবে!"

ফায়ারম্যানেরা বলিল, "এখানে আগুন লাগে নাই, তবে এলার্ম দিল কে? —লণ্ডনের চারি দিক হইতে এই অসংখ্য ফায়ার-ইঞ্জিন কে এখানে জুটাইল?"

ব্রিগেড-মোটরকারে (brigade motor car ব্রিগেডের সর্দ্দার সেই মুহূর্ত্তে সেই স্থানে আসিয়া তীব্র স্বরে বলিলেন, "নিশ্চয়ই আগুন হইয়াছে। কি উদ্দেশ্যে তুমি সত্য কথা গোপন করিতেছ? আদালতের মূল্যবান দলিল-পত্র ধ্বংশ হইলে তোমার কোন লাভ আছে না কি! শীঘ্র বল আগুন কোথায়, আমাদের কর্ত্তব্যে বাধা দিও না।"

আদালতের প্রধান কর্ম্মচারী উন্মত্তের ন্যায় চিৎকার করিয়া বলিলেন, "এখানে আগুন লাগে নাই; তোমরা ভুল করিয়া আদালতে আসিয়াছ। যাও, শীঘ্র চলিয়া যাও। আদালতের কাজে বাধা দিও না।"—আর বাধা দিও না!—"ঢং-ঢং-ঢং, ঠঙাস্-ঠং,. ঠং-ঠং" শব্দে একখানির পর একখানি, তাহার পর আর একখানি ব্রিগেড-মোটরকার আসিতে লাগিল। যেন কারারুদ্ধ শৃঙ্খলিত দানবের দল সহসা

মুক্তিলাভ করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে মহাবেগে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইল! সমগ্র লণ্ডন একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিলে সেই অগ্নি নির্ব্বাপণের জন্য যেরূপ আয়োজন হইত, সেইরূপ বিরাট—বিশাল আয়োজন! উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, সকল দিক হইতে ডজন ডজন ইঞ্জিন আসিয়া নিউ বেলী সমাচ্ছন্ন করিল!

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, জীবনে কখন এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছেন কি? এই ভ্রমের জন্য দায়ী কে? কেহ যে তামাসা করিয়া এই বিভ্রাটের সৃষ্টি করিয়াছে—ইহা ত বিশ্বাস হয় না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, "তামাসা! এ কি তামাসার কাজ? এখানে এত পুলিশ আছে—উহারা ইঞ্জিনওয়ালাদের তাড়াইয়া পথ পরিষ্কার করিতেছে না কেন? পিস্তল পকেটে পুরিয়া সকলে হা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে! এই ফায়ার-ইঞ্জিন আর ব্রিগেডের দল বোধ হয় মাইল-খানেক পথ জুড়িয়া রাখিয়াছে। আর একটা কথা ভাবিয়াছ ব্লেক! পেণ্টন্‌ভিলের কারাগার হইতে যে গাড়ীতে সাটিরাকে এখানে আনিবার কথা, সে গাড়ী ত এখানে আসিতে পারিবে না। আজ সাটিরার বিচার সে কথা কি ভুলিয়া গিয়াছ? হঠাৎ এ কি ফ্যাসাদ উপস্থিত হইল!—সাটিরাকে লইয়া যদি সেই কয়েদীর গাড়ী এখানে আসিতে না পারে—তাহা হইলে তাহার বিচার আরম্ভ হইবে কিরূপে? শেষে কি আজ তাহার বিচার বন্ধ থাকিবে? তাহা হইলে লোকে ভাবিবে—"

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কুট্‌স, এই গণ্ডগোলে সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই আকস্মিক বিভ্রাটের কারণ এখন বুঝিতে পারিতেছি।—সাটিরার গাড়ী আদালতে না আসিতে পারে—সেই উদ্দেশ্যেই এই বিভ্রাটের সৃষ্টি! নিউ বেলীর আদালতের অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ দেওয়ার জন্য সাটিরার অনুচরেরাই দায়ী। হাঁ, এ তাহাদেরই কাজ!—এই ষড়যন্ত্রের অর্থ বুঝিয়াছ?—কয়েদীর গাড়ী এখানে আসিতে পারিবে না, সুতরাং সাটিরার বিচারও আরম্ভ হইবে না। তাহার উপর গাড়ীখানি পথ না পাইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকিলে সাটিরার চম্পটদানেরও সুযোগ হইবে। সে যে এতক্ষণ সেই সুযোগ পায় নাই—তাহাই বা কে বলিবে?—সর্ব্বনাশ! সাটিরার জিদই বোধ হয় বজায় থাকিল!"

পঞ্চম লহর

সাটিরার জিদ বজায়

ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের বুদ্ধি তেমন তীক্ষ্ণ না হইলেও তিনি মিঃ ব্লেককে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন—পথ বন্ধ হওয়ায় কয়েদীর গাড়ী যদি বিচারালয়ে আসিতে না পারে তাহা হইলে সে দিন সাটিরার বিচার আরম্ভ করিবার উপায় থাকিবে না। তাঁহার কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেকের দৃঢ় ধারণা হইল—সাটিরার অনুচরেরাই নিউ বেলীর আদালতে অগ্নিকাণ্ডের মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত করিয়াছে, ফায়ার-ব্রিগেডের আড্ডায় আড্ডায় সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে; তাহাদের চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া লণ্ডনের সকল অংশ হইতে রাশি রাশি ফায়ার-ইঞ্জিন ও মোটর-গাড়ী বিচারালয়ের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়াছে। পেণ্টন ভিলের কারাগার হইতে সাটিরা ও জেরি ড্রায়মারকে লইয়া যে কয়েদী-বাহী গাড়ীর নিউ বেলীর আদালতে আসিবার কথা, পথ বন্ধ থাকায় তাহা আসিতে পারিবে না ভাবিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেক অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "এখন উপায় কি? পথ না পাইয়া জেলখানার গাড়ী যদি পথে দাঁড়াইয়া থাকে—তাহা হইলে সাটিরার অনুচরেরা কি তাহাকে গাড়ীর ভিতর হইতে ছিনাইয়া লইতে সাহস করিবে?—দিবাভাগে তাহারা জেলখানার গাড়ী আক্রমণ করিতে পারিবে বলিয়া ত মনে হয় না; কিন্তু সাটিরার অনুচরদের অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই। যদি তাহারা কোন কৌশলে সাটিরাকে উদ্ধার করিয়া অদৃশ্য হয় তাহা হইলে সকল চেষ্টা যত্ন, পরিশ্রম ও আয়োজন বৃথা হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমাদের আশঙ্কা অমূলক হইতেও পারে, কিন্তু মিথ্যা ভয় (bogus alarm) দেখাইয়া সাটিরার অনুচরেরা যে কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে,

ইহার মূলে কোন দুরভিসন্ধি নাই, ইহাই বা কি করিয়া বলি? ইহা যে সাটিরার অনুচরদেরই কাজ, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "সন্দেহ! ইহা যে সেই শয়তানদেরই কাজ, এ কথা আমি হলফ করিয়া বলিতে পারি। কিন্তু এখন কর্ত্তব্য কি? আমার বিশ্বাস—সেই কয়েদীর গাড়ী অল্প দূরেই আটক পড়িয়াছে। হল্‌বর্ণের পথ দিয়াই ত তাহার আসিবার কথা।—চল ব্লেক, অগ্রসর হইয়া দেখি; আর এখানে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে চলিবে না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতবেগে আদালতের ফটক পার হইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং অতি কষ্টে ফায়ার-ইঞ্জিন ও মোটর-শকটের ব্যূহভেদ করিয়া হলবর্ণ ভায়াডক্টের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন; পথে তখন অগণ্য নরনারীর সমাবেশ! সেই জনতা ভেদ করিয়া স্বয়ং পুলিশ কমিশনরও সহজে পথ করিয়া লইতে পারিতেন না; তাঁহারা প্রতিপদক্ষেপে বাধা পাইতে লাগিলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স চিৎকার করিয়া বলিলেন, "আমরা পুলিশের লোক, সরকারী কাজে যাইতেছি, শীঘ্র পথ ছাড়িয়া দাও।"—কিন্তু তাঁহার কথায় কেহই কর্ণপাত করিল না। সেই জনসমুদ্রের মধ্যে ট্যাক্সি, বস্‌, ঘোড়ার গাড়ী প্রভৃতি যানগুলি নিরুপায় ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। দূরে ঢং ঢং শব্দ শুনিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, অন্য দিক হইতে আর একদল 'ফায়ারম্যান' ফায়ার-ইঞ্জিন লইয়া আগুন নিবাইতে আসিতেছে!

স্মিথ মিঃ ব্লেকের পশ্চাতে ছিল, ভীড় ঠেলিতে ঠেলিতে সে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। সে রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "কর্ত্তা, এ ভাবে আর কতক্ষণ ভীড় ঠেলিব? পথে এত লোক, পাহারাওয়ালারা চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহার ভিতর হইতে কি সাটিরার অনুচরেরা জেলখানার গাড়ী ভাঙ্গিয়া তাহাকে সরাইয়া ফেলিতে পারিবে?"

মিঃ ব্লেক দুই হাতে সম্মুখের লোক সরাইয়া পথ পরিষ্কার করিতে করিতে বলিলেন, "তাহারা কি পারিবে না পারিবে—তাহা কিরূপে বলিব? আজ সকালে তাহারা যে কাজ করিয়াছে, তাহা দেখিয়া কোন কাজই ত তাহাদের

অসাধ্য বলিয়া মনে হয় না। যাহারা দুরভিসন্ধি সফল করিবার জন্য নরহত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহারা প্রকাশ্য রাজপথে কয়েদীর গাড়ী ভাঙ্গিয়া কয়েদী ছিনাইয়া লইতে ভয় পাইবে—ইহা কিরূপে আশা করা যায়? বিশেষতঃ, এই বিপুল জনতার ভিতর তাহাদের কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে বলিয়াই মনে হয়।"

তাঁহারা অতি কষ্টে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া যখন ভায়াডক্ট অতিক্রম করিলেন, তখন ভীড় একটু কম হইল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কবন্ধের ন্যায় দুই বাহু প্রসারিত করিতে করিতে সকলের আগে চলিতেছিলেন; তিনি সম্মুখে চাহিয়া হুঙ্কার দিলেন তাঁহার সেই প্রচণ্ড হুঙ্কারের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া, মিঃ ব্লেক ও স্মিথ চারি দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অবশেষে হলবর্ণের পথের উপর একখানি বৃহৎ কয়েদীর গাড়ী দেখিতে পাইলেন। তাহার এক পাশে একখানি মোটর-লরি ও অন্য পাশে একখানি 'ফায়ার-ইঞ্জিন' এ ভাবে পথ জুড়িয়া দাঁড়াইয়া ছিল যে, সম্মুখে তাহার একচুলও অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না, বিশেষতঃ, তাহার সম্মুখে ছোট বড় অসংখ্য গাড়ী সেই প্রশস্ত পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন—তাঁহাদের নিকট হইতে সেই কয়েদীবাহী গাড়ীর দূরত্ব ত্রিশ গজের অধিক নহে।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "ব্লেক, ঐ দেখ জেলখানার সেই গাড়ী! সাটিরা ও জেরি ড্রায়মার ঐ গাড়ীতে আবদ্ধ আছে। পথ পরিষ্কার হইলেই উহা নির্ব্বিঘ্নে আদালতে পৌঁছিতে পারিবে; বোধ হয় আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সাটিরাকে এজলাসে হাজির করিতে পারিব। তুমি ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলে, ভাবিয়াছিলে সাটিরার অনুচরেরা এই সুযোগে গাড়ী আক্রমণ করিয়া তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে। তোমার অনুমান মিথ্যা হইয়াছে—এজন্য আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে।"

জেলখানার যে গাড়ীতে সাটিরা ও জেরি ড্রায়মার নিউ বেলীর বিচারালয়ে প্রেরিত হইয়াছিল—সেই গাড়ীর নাম 'ব্ল্যাক মেরিয়া।' ব্ল্যাক মেরিয়া যদিও তখন ত্রিশ গজ মাত্র দূরে ছিল, কিন্তু সেই ত্রিশ গজ অতিক্রম করা মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়ের পক্ষে সহজ হইল না; কারণ তাঁহাদের সম্মুখে তখনও অসংখ্য

লোক পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাঁহারা অতি কষ্টে ভীড় ঠেলিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু মিঃ ব্লেক সেখানে যে সকল লোক দেখিতে পাইলেন, তাহাদের অধিকাংশই উদ্ধতপ্রকৃতি, তাহাদের চেহারাও গুণ্ডার মত। দুই চারি জন তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া, পথ ছাড়িয়া সরিয়া যাওয়া দূরের কথা, —এরূপ প্রচণ্ডবেগে ধাক্কা দিল যে, তাঁহারা দুই হাত দূরে হঠিয়া গিয়া কতকগুলি লোকের ঘাড়ে পড়িলেন, তাহার পর অতি কষ্টে সামলাইয়া লইয়া পুনর্ব্বার অগ্রসর হইলেন। সেই লোকগুলির অধিকাংশই দোকানের দারোয়ান, ঘোড়ার-গাড়ীর গাড়োয়ান, কলের কুলি মজুরের সর্দ্দার, বা ঐরূপ নিম্নশ্রেণীর লোক বলিয়াই মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল; ঐ সকল লোক কি উদ্দেশ্যে সেখানে জুটিয়া জটলা করিতেছিল—মিঃ ব্লেক তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি চিন্তাকুল চিত্তে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের অনুসরণ করিতেছিলেন। হঠাৎ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স চিৎ হইয়া মিঃ ব্লেকের বুকের উপর পড়িলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স একজন লোককে সম্মুখ হইতে সরাইবার জন্য তাহার পাঁজরে একটু ধাক্কা দিয়াছিলেন: সেই ধাক্কা খাইয়া লোকটা ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের গলায় হাত দিয়া তাঁহাকে সবেগে পশ্চাতে ঠেলিয়া সক্রোধে বলিল, "কে হে বেল্লিক তুমি! আমার গায়ে হাত দাও? এ কি তোমার কেনা পথ? না, তুমি মুলুকের মালিক—ভদ্রলোককে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিতে চাও? ফের যদি ও রকম বাঁদরামী কর—তাহা হইলে এক থাপ্পড়ে তোমার চুয়াল উড়াইয়া দিব।"—লোকটা কুট্‌সের মাথার উপর এক হাত উঁচু, এবং তাহার হাতের আঙ্গুলগুলা যেন সুপক্ক মর্ত্তমান রম্ভা!

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া, গলায় হাত বুলাইতে বুলাইতে উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "জান, আমি পুলিশ-আফিসার! আমি সরকারী কাজে যাইতেছি; পথ বন্ধ করিয়া আমার কাজে বাধা দিলে তোমাকে হাজতে পুরিতে পারি, এ কথা যেন মনে থাকে। ভাল চাও ত আমার পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াও।"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিয়া শান্ত হইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। চারি দিকের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার পূর্ব্ব-সন্দেহ দৃঢ়মূল হইল; শীঘ্রই নূতন কোন বিভ্রাট ঘটিবার পূর্ব্ব-লক্ষণ তিনি যেন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন! তিনি

উৎকণ্ঠিত চিত্তে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিলেন বহুসংখ্যক লোক কি কারণে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া যেন দাঙ্গা করিবার জন্ত রুখিয়া উঠিয়াছে! মুহূর্ত্ত পরেই তাঁহারা একটা মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই আর্ত্তস্বর নীরব হইল, সঙ্গে সঙ্গে দুম্-দাম্ শব্দ আরম্ভ হইল, কাঠের উপর সবেগে কুঠারাঘাত করিলে যেরূপ শব্দ উত্থিত হয়—সেইরূপ শব্দ! তাহার পর মড়-মড় শব্দে যেন কোন কাঠের আবরণ ভাঙ্গিতে লাগিল। যে সকল বস্ পথ না পাইয়া ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল, একজন লোক সেইরূপ একখানি বস্এর ছাদে দাঁড়াইয়া চিৎকার করিয়া বলিতেছিল, "ঐ যে মোটর-লরিখানা পথ জুড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে, উহাতে আগুন লাগিয়াছে। হাঁ, ইঞ্জিনের আগুনে গাড়ীখানা এখনই পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। আগুন গাড়ীর ভিতর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আরোহীরা পুড়িয়া মরিল! শীঘ্র গাড়ীর পর্দ্দা ভাঙ্গিয়া ফেল, ফায়ার-ম্যান! লাগাও টাঙ্গি, ভাঙ্গ গাড়ী।"

সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই দমাদম্ শব্দ। ফায়ার-ম্যানদের তীক্ষ্ণধার টাঙ্গি সেই লরীর কাষ্ঠাবরণের উপর সবেগে পড়িতে লাগিল। তক্তাগুলি সেই আঘাতে বিদীর্ণ হইয়া, খণ্ড খণ্ড ভাবে চূর্ণ হইতে লাগিল; গাড়ীর ভিতর কি ভাবে আগুন জ্বলিতেছে দেখিবার জন্ত সেই স্থানে চারি দিক হইতে লোক ঝুঁকিল। দেখিতে দেখিতে অসংখ্য লোক দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় গাড়ীখানি পরিবেষ্টিত করিল। সেখানে কি কাণ্ড হইতেছে—তাহা মিঃ ব্লেক বা ইন্স্পেক্টর কুট্স দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু মিঃ ব্লেক প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া ক্রোধে ক্ষোভে ও দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিলেন। ফায়ারম্যানগুলা যে পেণ্টন্ ভিলের জেলখানার কয়েদীর গাড়ী (prison van) ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে, এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না।—গাড়ীর ইঞ্জিনের আগুনে গাড়ী পুড়িতেছে—এ কথা বলিয়া যাহারা ফায়ার-ম্যানগুলাকে গাড়ী ভাঙ্গিতে উৎসাহিত করিয়াছিল—তাহারা নিশ্চয়ই সাটিরার অনুচর। তাহাদেরই একজন অদূরবর্ত্তী বস্এর ছাদে দাঁড়াইয়া 'লাগাও টাঙ্গি, ভাঙ্গ গাড়ী' বলিয়া চিৎকার করিতেছিল সে ঐ দলেরই একজন সর্দ্দার। সাটিরাকে গাড়ীর ভিতর হইতে বাহির করিয়া,

সঙ্গে লইয়া সরিয়া পড়িবার মতলবেই সাটিরার অনুচরবর্গ এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল, ইহা বুঝিতে পারিয়া মিঃ ব্লেক ক্ষিপ্তবৎ হইয়া সেই দিকে সবেগে ধাবিত হইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সম্মুখে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করা তাঁহার ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের অসাধ্য হইল। স্মিথ মাথা গুঁজিয়া ও দেহ সঙ্কুচিত করিয়া দুই চারি জন লোকের পাশ দিয়া যাইবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু দুই পাশ হইতে চাপ পড়ায় তাহার দেহ নিষ্পেষিত হইবার উপক্রম হইল! সম্মুখে অগণ্য নরমুণ্ড ভিন্ন তাঁহারা আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। গাড়ীর তক্তার উপর ফায়ার-ম্যানদের টাঙ্গির আঘাত-শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল না।

কিন্তু সকল শব্দ ডুবাইয়া আবার সুতীব্র আর্ত্তনাদ সকলেরই কর্ণগোচর হইল। সেই আর্ত্তনাদে মৃত্যু-কবলিত হতভাগ্যের আতঙ্ক ও অসহ্য যন্ত্রণা পরি-ব্যক্ত হইতেছিল। সেরূপ আর্ত্তনাদ শুনিলে সকলেরই দেহ লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, অজ্ঞাত ভয়ে হৃদয় অবসন্ন হয়। কেহ আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিবার পর হঠাৎ তাহার গলা টিপিয়া-ধরিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিলে, যে ভাবে আর্ত্তনাদ মুহূর্ত্ত-মধ্যে থামিয়া যায়—এই আর্ত্তনাদও সেই ভাবে রহিত হইল। চারি দিক হইতে শত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "কি হইল? কি হইল? লোকটা আগুনে পুড়িয়া মরিল না কি?"—সকলেই প্রশ্ন করিতে লাগিল; কিন্তু কেহই কোন উত্তর দিল না।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মাথা বাড়াইয়া ব্যাকুল ভাবে চারি দিকে চাহিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে না পাইয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "ব্যাপার কি ব্লেক! রহস্য যে ক্রমেই ঘনীভূত হইতেছে! কেহ কি কাহাকেও যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিল? আর্ত্তনাদটা ওভাবে থামিবার ত আর কোন কারণ থাকিতে পারে না। আগুন, হত্যাকাণ্ড, দাঙ্গা,—এ সকল কি ব্যাপার?"

মিঃ ব্লেক কি উত্তর দিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। ফায়ারম্যানেরা জেলখানার গাড়ী আক্রমণ করিয়া কুঠার-প্রয়োগে খণ্ড খণ্ড করিবে, বা সেই গাড়ীর চালককে হত্যা করিবে—ইহাই বা তিনি কি করিয়া বিশ্বাস করেন? অথচ. .

সাটিরার অনুচরেরা সেখানে দলবদ্ধ হইয়া তাহাদের দলপতির উদ্ধারের জন্য শেষ চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছে—এ বিষয়েও তিনি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। তিনি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই একজন লোক তাঁহার পাশ হইতে বলিয়া উঠিঃ "বোধ হয় কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে! লোকটা যে ভাবে আর্ত্তনাদ করিয়া হঠাৎ চুপ করিল—তাহাতে মনে মনে হইতেছে হঠাৎ সে কোন বস্ বা লরীতে চাপা পড়িয়াছে। গাড়ীর চাকা তাহার গলার উপর দিয়া চলিয়া যাওয়াতেই লোকটার আর্ত্তনাদ ওভাবে থামিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গেই সে বেচারা মরিয়া গিয়াছে। এ রকম ভীড়ে আরও যে বেশী দুর্ঘটনা ঘটে নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়!"

"গেল গেল, ধর ধর, মার মার," ইত্যাদি শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; কিন্তু মুহূর্ত্ত-মধ্যে পুলিশ-হুইস্লের সুদীর্ঘ তীব্র স্বর সেই মিশ্র-কণ্ঠের হট্টগোল যেন ডুবাইয়া দিল। সেই শব্দ শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের দেহে যেন নবপ্রাণের সঞ্চার হইল; তিনি উৎসাহিত হইয়া বাহু-সঞ্চালনে দুই দিকের ভীড় ঠেলিয়া সবেগে সম্মুখে অগ্রসর হইলেন; তাঁহার দেহের জড়তা ও মনের অবসাদ, পুলিশ-হুইস্লের সেই আহ্বান-ধ্বনিতেই যেন দূরে চলিয়া গেল; তিনি মিঃ ব্লেককে সাগ্রহে বলিলেন, "ব্লেক, শীঘ্র আমার অনুসরণ কর; পুলিশ ওখানে আমাদের সাহায্যের জন্য দাঁড়াইয়া আছে।—চল, কি দুর্ঘটনা ঘটিল দেখি।—সম্মুখ হইতে সরিয়া যাও তোমরা, শীঘ্র পুলিশকে পথ ছাড়িয়া দাও। পুলিশের কাজে বাধা দিলে তোমরা বিপদে পড়িবে ভাই সকল!"

মিঃ ব্লেকের মুখ গম্ভীর, মন চিন্তা-ভারে সমাচ্ছন্ন। তিনি নিস্তব্ধ ভাবে সেই জনতা ভেদ করিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের অনুসরণ করিলেন; স্মিথ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। যে সকল লোক তাঁহাদের পশ্চাতে ছিল, সম্মুখে কি দুর্ঘটনা ঘটিল—তাহা দেখিবার জন্য তাহারাও দল বাঁধিয়া সম্মুখে ঝুঁকিল; এই জন্য পশ্চাৎ হইতে ক্রমাগত ধাক্কা পাইয়া তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইতে পারিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, সম্মুখস্থিত বস্ ও লরীগুলির ছাদের উপর দলে দলে লোক দাঁড়াইয়া, কারাগারের গাড়ীখানি যেখানে ছিল—সেই দিকে চাহিয়া কি দেখিতেছে! উত্তেজনা ও বিস্ময় তাহাদের সকলেরই চোখ মুখ

হইতে যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল! গাড়ীর ছাদে বিস্তর লোক দাঁড়াইয়া থাকায়, মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কয়েদী-গাড়ীর অদূরে উপস্থিত হইয়াও কিছুই দেখিতে পাইলেন না, সেখানে কি কাণ্ড ঘটিয়াছে তাহাও বুঝিতে পারিলেন না।

পুনর্ব্বার পুলিশ-হুইশ্লের শব্দ হইল, কিন্তু সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই ফায়ার-ইঞ্জিনের ঘণ্টা ঢং-ঢং রবে বাজিয়া উঠিল; সেই মিশ্র শব্দ আকাশে বাতাসে যেন শোচনীয় দুর্ঘটনার আভাস বিকীর্ণ করিতে লাগিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেক অধিকতর আগ্রহ ভরে আরও কয়েক গজ অগ্রসর হইয়া দুর্ঘটনার কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হইলেন; তাঁহারা যে মুহূর্ত্তে সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, সেই মুহূর্ত্তেই একখানি ফায়ার-ইঞ্জিন পিত্তলনির্ম্মিত উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ-মুকুটিত একদল ফায়ারম্যান লইয়া ঢং ঢং শব্দ করিতে করিতে হলবর্ণের পথ দিয়া মহাবেগে কিংস্‌ওয়ে অভিমুখে ধাবিত হইল।

মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তমধ্যে সেই দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া সম্মুখে চাহিলেন, দেখিলেন বহু লোক একখানি প্রকাণ্ড গাড়ীর চারি দিকে দাঁড়াইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সেই গাড়ীখানি দেখিতেছে!—গাড়ীখানি জেলখানার কয়েদীবাহী গাড়ী, তাহার মাথায় সুবর্ণময় অক্ষরে *G. R.* এই দুইটি হরফ লেখা আছে; এই অক্ষরদ্বয়ের ঊর্দ্ধে রাজমুকুট অঙ্কিত।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও স্মিথ মিঃ ব্লেকের পাশেই দাঁড়াইয়া ছিলেন; তাঁহারা সকলে সেই গাড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শকটচালককে তাহার আসনে দেখিতে পাইলেন না; তাহার আসন শূন্য। রথ সারথীহীন। শকটচালক কোথায় জানিবার জন্য তাঁহারা ব্যাকুল দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিতেই সেই শকটের একখানি চাকার নীচে তাহার নিস্পন্দ দেহ নিপতিত দেখিতে পাইলেন। সেই শকটের কয়েক গজ দূরে আর একটি লোক দুই হাত ও দুই পা বুকের কাছে রাখিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া ছিল। তাহার পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন—সে জেলখানার ওয়ার্ডার। পেণ্টনভিলের যে ওয়ার্ডার প্রহরীস্বরূপ 'ব্ল্যাক মেরিয়া' নামক শকটে কয়েদী লইয়া বিচারালয়ে যাইতেছিল, সে নিহত

অবস্থায় পথপ্রান্তে নিপতিত! তাহার মাথা ফাটিয়া গিয়াছিল, এবং গাল কাটিয়া যাওয়ায় শোণিতধারায় পরিপ্লাবিত বিকৃত মুখ অতি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল।

একজন পুলিশ-কনষ্টেবল এই দুইটি মৃত দেহের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া পুনঃ পুনঃ হুইশ্ল-ধ্বনি দ্বারা তাহার সহযোগীবর্গকে বিপদবার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেছিল। তাহার মুখ মলিন, বিস্ফারিত নেত্রে আতঙ্ক পরিস্ফুট, তাহার পা দু-খানি এ ভাবে কাঁপিতেছিল যে, তাহার স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার টুপিটা ভাঙ্গিয়া তাহার পায়ের কাছে পড়িয়া ছিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স এক লম্ফে সেই কনষ্টেবলটার সম্মুখে গিয়া আবেগ ভরে তাহাকে বলিলেন, "ব্যাপার কি ? এখানে কি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে শীঘ্র বল। দুই জন মানুষ মরিয়া পড়িয়া আছে, তুমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছ,—এ সকল কি কাণ্ড ? কি হইয়াছে ?"

কনষ্টেবলটার কম্পিত হাত হইতে হুইশ্লটা খসিয়া পড়িল; সে ঘুরিয়া পড়িতে পড়িতে কয়েদীর গাড়ীখানা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া কোন রকমে সাম্‌লাইয়া লইল। তাহার পর পূর্ব্বোক্ত চলন্ত ফায়ার-ইঞ্জিনখানির দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া স্খলিত-স্বরে বলিল, "ঐ ফায়ার-ইঞ্জিনের ফায়ারম্যানগুলা হঠাৎ আমাদের আক্রমণ করিয়াছিল। তাহারা এই কয়েদীর গাড়ীর ড্রাইভারের মাথা ফাটাইয়া আমার মাথায় লাঠী মারে; কিন্তু সেই আঘাতটা আমার টুপির উপর পড়িয়াছিল বলিয়াই মাথাটা কোন রকমে বাঁচিয়াছে। টুপিটার কি অবস্থা হইয়াছে—তাহা ঐ দেখিতে পাইতেছেন। আমাদের এই দুর্দ্দশা করিয়া ফায়ারম্যানগুলা তাহাদের হাতের টাঙ্গি দিয়া কয়েদীর গাড়ীর দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তাহার পর—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কনষ্টেবলটা থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ঘুরিয়া পড়িল; কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহার পাশেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, সে ভূতলশায়ী হইবার পূর্ব্বেই তিনি দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন, এবং ধীরে ধীরে মাটিতে শয়ন করাইলেন।

অতঃপর ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বিহ্বল দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া

হতাশ ভাবে বলিলেন, "ব্লেক, ব্যাপার কি, তাহা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছ; যে ভয় করিতেছিলাম—"

কিন্তু ইন্‌স্পেক্টরের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক এক লম্ফে সেই কয়েদীর গাড়ীর পশ্চাতে উপস্থিত হইলেন; দর্শকগণ আতঙ্ক-বিস্ফারিত নেত্রে নির্ব্বাক ভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। মিঃ ব্লেক পকেট হইতে পিস্তলটি বাহির করিয়া তাহা বাগাইয়া ধরিলেন; সেই গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলে তিনি হঠাৎ আক্রান্ত হইতে পারেন—ভাবিয়াই ঐরূপ করিলেন বটে, কিন্তু এইরূপ সতর্কতা অববম্বন না করিলেও কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি গাড়ীর ভিতর কয়েদীদ্বয়কে দেখিতে পাইবেন, কন্‌ষ্টেবলের কথা শুনিয়াই সে আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন; তথাপি তিনি সতর্ক ভাবে গাড়ীর পশ্চাৎস্থিত দ্বারের নিকটে গিয়া তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—ফায়ার-ম্যানের টাঙ্গির প্রচণ্ড আঘাতে গাড়ীর দরজা চূর্ণ হইয়া কব্জায় বাধিয়া ঝুলিতেছিল; দ্বারের যে অংশে তালা ছিল, সেই অংশটা কপাট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল। কয়েদীর গাড়ী যখন পেণ্টনভিলের কারাগার পরিত্যাগ করে—সেই সময় কারাগারের একজন ওয়ার্ডার গাড়ীর ভিতর বসিয়া কয়েদীদ্বয়ের পাহারা দিতেছিল; তাহার মৃতদেহ পথের উপর নিপতিত দেখিয়াই মিঃ ব্লেক গাড়ীর ভিতরের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন; অতঃপর তিনি সেই ভাঙ্গা দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজা খুলিয়া ঝুলিয়া পড়িল। মিঃ ব্লেক পিস্তল সহ হাতখানি গাড়ীর ভিতর প্রসারিত করিয়া সেই দিকে মাথা বাড়াইয়া দিলেন। তাহার পর অস্ফুট-স্বরে বলিলেন, "পাখী উড়িয়া গিয়াছে কুট্‌স! আর বৃথা চেষ্টা।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া এক লম্ফে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন; তখন তাঁহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইয়াছিল। তাঁহার মাথার ভিতর যেন আগুন জ্বলিতেছিল, এবং চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। মিঃ ব্লেক পশ্চাতে দৃষ্টিপাত না করিয়া গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

গাড়ীর ভিতর কয়েদীদের বসিবার জন্য লম্বা ভাবে সারি সারি বেঞ্চি

সংস্থাপিত ছিল। মিঃ ব্লেক সেই সকল বেঞ্চির উপর সাটিরাকে না দেখিয়া বুঝিলেন সাটিরার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় নাই, সেদিন সে বিচারালয়ে উপস্থিত হইবে না বলিয়াছিল, তাহার সেই জিদ বজায় রাখিয়াছে; কয়েদীর গাড়ী হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। কিন্তু সেই গাড়ীতে সে একাকী ছিল না, 'রাজার সাক্ষী' জেরি ড্রায়মার তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তাহার সঙ্গেই বিচারালয়ে প্রেরিত হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক গাড়ীর ভিতর জেরি ড্রায়মারকে না দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; তিনি ভাবিলেন পলায়ন কালে সাটিরা কি জেরি ড্রায়মারকেও ধরিয়া লইয়া গিয়াছে?

হঠাৎ গাড়ীর অন্য প্রান্তে দুইখানি বেঞ্চির ব্যবধান-স্থলে বস্তার মত একটি স্তূপে মিঃ ব্লেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি তাহার নিকটে গিয়া দেখিলেন, 'রাজা বনাম সাটিরা' নামক মামলায় রাজার সাক্ষী বন্দকওয়ালা জেরি ড্রায়মার শীতার্ত্ত কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া গাড়ীর পাটাতনের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে! তাহার মুখের ভাব অতি ভীষণ, মুখবিবর হইতে জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, এবং দাঁতগুলি তাহার উপর কাটিয়া বসিয়াছিল। চক্ষু দুটি অক্ষি-কোটর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইয়াছিল; তাহার সেই দৃষ্টিহীন চক্ষুতারকা হইতে মৃত্যু-যন্ত্রণা ও ত্রাস পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে ডাকিলেন; উভয়ে ধরাধরি করিয়া জেরি ড্রায়মারের মৃতদেহ গাড়ীর দরজার কাছে আনিয়া, পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন— সুচিক্কণ রেশমী রজ্জুর ফাঁস তাহার গলায় আঁটিয়া বসিয়াছিল। সেই ফাঁসেই শ্বাসরুদ্ধ হওয়ায় তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। বেচারা লঘু দণ্ডে অব্যাহতি লাভের আশায় ডাক্তার সাটিরার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে উদ্যত হইয়াছিল; তাহার ফলে সে এই ভাবে ভবকারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিল!

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স হতাশ ভাবে মাথা নাড়িয়া, সবেগে নাক ঝাড়িয়া বলিলেন, "প্ল্যাকার্ডে যাহা লিখিয়াছিল তাহাই করিল! বাদী-পক্ষের প্রধান কৌন্সিলী, বিচারপতি, আর এই সাক্ষী—তিনজনকেই সাটিরার অনুচরেরা ফাঁসি দিয়া হত্যা করিল!"—তিনি আড়ষ্ট ভাবে সেই গাড়ীর বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িলেন।

ষষ্ঠ লহর

মুষ্টিযোগের বিশ্লেষণ

মিঃ ব্লেক স্মিথকে লইয়া ভাঙ্গা গাড়ী হইতে নামিয়া আসিলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সও সাম্‌লাইয়া লইয়া, জেরি ড্রায়মারের মুখের দিকে আর একবার সন্ত্রস্ত দৃষ্টিপাত করিয়া মিঃ ব্লেকের অনুসরণ করিলেন। তিনি জেলখানার গাড়ী হইতে নামিয়া বিহ্বল স্বরে বলিলেন, "সাটিরা সত্যই পলায়ন করিল! আমাদের সকল শ্রম পণ্ড হইল? হায়, হায়!"—দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে তাঁহার বুকের রক্ত যেন বাষ্প হইয়া বাহির হইয়া গেল।

মিঃ ব্লেক সহানুভূতি ভরে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন, "হাঁ, সাটিরা পলায়ন করিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য জেরি ড্রায়মার নিহত হইয়াছে। সাটিরার অপরাধের বিচারের জন্য আজ তাহাকে কারাগার হইতে বিচারালয়ে আনিবার চেষ্টা করায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাঁচ জনকে প্রাণ হারাইতে হইল! কিন্তু কুট্‌স, আক্ষেপ করিয়া ফল নাই; তুমি যেরূপ হতাশ হইয়াছ, সেরূপ হতাশ হইবারও কারণ দেখি না। আমরা এখনও পরাজিত হই নাই। (we're not beaten yet.) সাটিরা পলায়ন করিলেও এখনও অধিক দূর যাইতে পারে নাই। আমাদের এখানে পৌঁছিবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে যে ফায়ার-ইঞ্জিনখানি ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে পূর্ণবেগে চলিয়া গেল, সাটিরা তাহাতেই উঠিয়া চম্পট দান করিয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স গভীরতর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, উন্মাদের ন্যায় শূন্য দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন। কথাটা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তুমি ক্ষেপিয়াছ, কি আমি ক্ষেপিয়াছি, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ক্ষ্যাপার মত কোন্ কথাটা বলিলাম?"

কুট্‌স বলিলেন, "ঐ ফায়ার-ব্রিগেডে সাটিরার চম্পটদানের কথাটা।— তুমি কি বলিতে চাও গবর্মেণ্টের ফায়ার-ব্রিগেড সাটিরাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিল? সাটিরার দলের সহিত তাহাদের যোগ আছে?—ক্ষ্যাপামী আর কাহাকে বলে?"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমার সকল কথা না শুনিয়াই একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসিও না। সরকারের 'ফায়ার-ব্রিগেড' সাটিরাকে উদ্ধার করে নাই, তাহারা সাটিরার কোন সংবাদও রাখে না। যে ফায়ার-ইঞ্জিনের সাহায্যে সাটিরা চম্পটদান করিয়াছে—তাহা মেকি (bogus) ফায়ার-ইঞ্জিন। টাকা মেকি হয় না? তাহা কি গবর্মেণ্টের টাকশাল হইতে বাহির হয়?-এ-ও সেই রকম। এই ফায়ার-ইঞ্জিনের ফায়ারম্যানগুলা সাটিরারই অনুচর। এই ফন্দীটি বহু পূর্ব্বে নিশ্চয়ই সেই শয়তানের মস্তিষ্কে গজাইয়াছিল; তাহার অনুচরেরা অদ্ভুত চাতুর্য্যবলে ও অসাধারণ কৌশলে বিস্ময়কর তৎপরতার সহিত এই ফন্দী কার্য্যে পরিণত করিয়াছে! সাটিরাকে পেন্টন্‌ভিলের কারাগার হইতে যে মুহূর্ত্তে কয়েদীর গাড়ীতে তুলিয়া নিউ বেলীর বিচারালয়ে প্রেরণ করা হইয়াছিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সাটিরার অনুচরেরা লণ্ডনের প্রত্যেক ফায়ার-ব্রিগেডের আড্ডায় সংবাদ পাঠাইয়াছিল—নিউ বেলীর বিচারালয়ে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত; ফায়ার-ইঞ্জিন-গুলি অবিলম্বে সেখানে প্রেরণ করা প্রয়োজন! এই সংবাদ সত্য মনে করিয়াই লণ্ডনের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে ঐ সকল ফায়ার-ব্রিগেড অগ্নি-নির্ব্বাপণের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল।—

"সেই সকল ফায়ার-ব্রিগেড অগ্নি-নির্ব্বাপণের উদ্দেশ্যে চারি দিক হইতে আসিয়া বিচারালয়ের সন্নিহিত পথগুলি আচ্ছন্ন করিলে, সাটিরার অনুচরেরা সেই সুযোগে একখানি মেকি ফায়ার-ইঞ্জিন লইয়া এখানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহাদের সকলেরই ফায়ারম্যানের পরিচ্ছদ ছিল। তাহারা যে জাল ফায়ারম্যান, এ সন্দেহ কি কাহারও মনে স্থান পাইয়াছিল?—তখন সকলেই উত্তেজিত; চারি দিকেই গণ্ডগোল, কোলাহল। সেই সময় জেলখানার গাড়ী সাটিরাকে লইয়া এই স্থানে আসিয়া, সম্মুখের পথ রুদ্ধ দেখিয়া, অগত্যা অচল হইল। সেই অবসরে সাটিরার

কোন্ কোন অনুচর চিৎকার করিয়া বলিল,—ঐ গাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে'! সঙ্গে সঙ্গে জাল 'ফায়ারম্যান'গুলা তাহাদের ফায়ার-ইঞ্জিন হইতে নামিয়া, আগুন নিবাইবার ছলে টাঙ্গি দিয়া কয়েদীর গাড়ী ভাঙ্গিতে লাগিল। যে ওয়ার্ডার গাড়ীর ভিতর পাহারায় ছিল সে, এবং ঐ গাড়ীর ড্রাইভার, এই কার্য্যে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল; তাহার কি ফল হইয়াছিল—তাহা ঐ দেখিতেই পাইতেছ! নিকটে যে কন্‌ষ্টেবলটা দাঁড়াইয়া ছিল, সে হুইশ্ল দেওয়ারও অবসর পায় নাই। তাহার মাথায় ঐ রকম শক্ত টুপি না থাকিলে তাহাকেও ঐ ওয়ার্ডারের অবস্থা লাভ করিতে হইত। আমরা দূরে থাকিতে যে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ শুনিয়াছিলাম, তাহা জেরি ড্রায়মারেরই অন্তিম চিৎকার।—গলায় ফাঁস দিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সে বেচারাকে হত্যা করা হইয়াছিল। তাহার পর আমরা এখানে না আসিতেই সেই জাল ফায়ারম্যানগুলা সাটিরাকে তাহাদের গাড়ীতে তুলিয়া-লইয়া পলায়ন করিয়াছে। এরূপ তৎপরতার সহিত এ সকল কাজ শেষ করা সাটিরার অনুচরগণের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হয় নাই।—উহাদের সম্মুখে যে সকল মোটর-কার, লরী, বস্ প্রভৃতি পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ফায়ার-ইঞ্জিনের ঢং ঢং শব্দ শুনিয়া তাহারা তাড়াতাড়ি পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল; সুতরাং সাটিরা সদলে নির্ব্বিঘ্নে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে পারিয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স স্তম্ভিত হৃদয়ে মিঃ ব্লেকের কথা শুনিলেন। মিঃ ব্লেক অনুমানে নির্ভর করিয়া এ সকল কথা বলিলেও, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ইহা অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সেই সময় পাঁচ জন পুলিশ কর্ম্মচারী বিভিন্ন দিক হইতে সেই ভাঙ্গা কয়েদী-গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলেন। চোরের পলায়নের পর তাঁহাদের বুদ্ধির বহর বর্দ্ধিত হইল। তাঁহাদিগকে দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সেরও সাহস ভরসা যেন ফিরিয়া আসিল। অতঃপর কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিবার জন্য তিনি সেই ঝাঁকে মিশিলেন; তিনি তাঁহাদিগকে সকল ঘটনার বিবরণ সংক্ষেপে বলিয়া, মিঃ ব্লেকের সন্ধানে চলিলেন। পুলিশের ঝাঁক দেখিয়া মিঃ ব্লেক পথের অন্য দিকে সরিয়া গিয়াছিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেককে খুঁজিতে খুঁজিতে যখন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া

দাঁড়াইলেন, তখন ব্লেক একখানি বেগবান সুদৃঢ় 'টুরিং-কারে' (touring car) উঠিয়া বসিয়াছিলেন। স্মিথ তাঁহার পাশে বসিয়া ইন্‌স্পেক্টরের মুখের দিকে চাহিয়া মুখভঙ্গি করিল।

মিঃ ব্লেক শকট-চালকের আসনে বসিয়া গাড়ীর বৈদ্যুতিক 'ষ্টার্টারে' (electric starter) চাপ দিলেন, তাহার পর মুখ তুলিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন, "মনে করিও না আমরা আনন্দ-বিহারে (joy-ride) যাত্রা করিতেছি। যদি আমরা বায়ুবেগে গাড়ী চালাইয়া সাটিরাকে পুনর্ব্বার পাকড়াইতে পারি—তাহা হইলেই আমাদের মানরক্ষা হইবে। তুমি শীঘ্র দুই জন পুলিশ কর্ম্মচারীকে লইয়া এস, আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। ইউনিফর্ম্ম-ধারী পুলিশ হইলেই ভাল হয়,—তাহা হইলে আমরা অবাধে পূর্ণবেগে গাড়ী চালাইতে পারিব। ফায়ার-ইঞ্জিনের মোটর ঝড়ের মত বেগেই যাইতে হইবে। যাও, এক মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসা চাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স, এক জন সার্জ্জেণ্ট ও এক জন কনষ্টেবলকে সঙ্গে লইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। মিঃ ব্লেক পূর্ণবেগে গাড়ী চালাইতে লাগিলেন। কোন মোটর-কারের সোফেয়ার মিঃ ব্লেকের অপেক্ষা অধিক দক্ষতার সহিত 'কার' চালাইতে পারিত না। তখন সম্মুখে কোন বাধা ছিল না, গাড়ী নক্ষত্রবেগে চলিল; কিন্তু লণ্ডনের পথ, সকল পথেই সে সময়ে অসংখ্য গাড়ী চলিতেছিল; তথাপি মিঃ ব্লেক অদ্ভুত কৌশলে তাহাদের পাশ-কাটাইয়া গন্তব্য-পথে ধাবিত হইলেন। হলবর্ণের পথ দিয়া গাড়ীখানিকে বায়ুবেগে ছুটিতে দেখিয়া পথের দুই ধারের লোক হা করিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। কেহ বলিল, "লোকটা খুন কি ডাকাতি করিয়া পলাইতেছে!"—কেহ প্রতিবাদ করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "গাড়ীতে পুলিশের মত দু'জন বসিয়া আছে না?—বোধ হয়, উহারা কোন পলাতক আসামীকে গ্রেপ্তার করিতে যাইতেছে।"

পূর্ব্বোক্ত ফায়ার-ইঞ্জিনখানি সাটিরাকে লইয়া পাঁচ সাত মিনিট পূর্ব্বে পলায়ন করিয়াছিল; তাহা যথাসাধ্য দ্রুতবেগেই পলায়ন করিতেছিল। মিঃ ব্লেক আশা করিলেন, ফায়ার-ইঞ্জিন ভারি গাড়ী, তাহা যতই বেগে চলুক, তাঁহার

কার পূর্ণবেগে চালাইলে তিনি সেই ফায়ার-ইঞ্জিন ধরিতে পারিবেন ; অন্ততঃ-পক্ষে তাহা তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া অন্তর্দ্ধান করিতে পারিবে না।

থিয়োবোল্ডস্ রোডের মোড়ে এক জন পাহারাওয়ালা দাঁড়াইয়া চলন্ত মোটর-কার, বস্ প্রভৃতির গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল। সে বাহু প্রসারিত করিয়া কয়েকখানি শকটের গতিরোধ করিয়াছিল। মিঃ ব্লেকের 'কার'কে প্রচণ্ডবেগে আসিতে দেখিয়া, পাহারাওয়ালা সাহেব তাহার গতিরোধের জন্ম হাত তুলিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই গাড়ীতে সার্জ্জেণ্টের টুপি ও পোষাক দেখিয়া সে ঝপ্ করিয়া হাত নামাইল। মিঃ ব্লেক ঝড়ের মত বেগে তাহার পাশ দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। এক জন ভদ্রলোকের 'কারের' গতিরোধ করায় তিনি রাগ করিয়া বলিলেন, "ও গাড়ী ছাড়িলে, আমরা কি অপরাধ করিলাম?"—কন্ষ্টেবল বলিল, "পুলিশের গাড়ী, দেখিলেন না 'ডিউটি'তে যাইতেছে? উহার সোফেয়ার কোন 'এক্সিডেণ্ট' করিয়া বসিলে সে জন্ম আমি দায়ী নহি।"—অন্ম দিকের বাঁক ঘুরিয়া দুইখানি গাড়ী চক্ষুর নিমেষে সেখানে আসিয়া পড়িল, তখন কন্ষ্টেবল হাত নামাইল।

এইভাবে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া মিঃ ব্লেক একটি চৌরাস্তার মাথায় উপস্থিত হইলেন ; ফায়ার-ইঞ্জিনখানি কোন্ দিকে গিয়াছে বুঝিতে না পারিয়া তিনি বেগ হ্রাস করিলেন। সেখানেও একজন কন্ষ্টেবল পাহারায় ছিল ; ইন্স্পেক্টর কুট্স গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া তাহাকে বলিলেন, "পেরি, ফায়ার-ইঞ্জিন কোন্ পথে গিয়াছে?"

পেরি ইন্স্পেক্টর কুট্সের পরিচিত; সে 'মিলিটারী' কেতায় ইন্স্পেক্টর কুট্সকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "সোজা—সম্মুখে।" (Straight ahead.)

আবার বন্-বন্ শব্দে গাড়ী ছুটিল। মিঃ ব্লেক এক মিনিটের মধ্যে ক্যাম্ব্রিজ-সার্কাসের অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিলেন। তাঁহারা শত শত বস্, লরী, কার পশ্চাতে ফেলিয়া চেয়ারিংক্রশ-রোডের মোড়ে উপস্থিত হইলেন। সেখানে অসংখ্য গাড়ী পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল ; এজন্ম মিঃ ব্লেককে

মুহূর্ত্তের জন্ত থামিতে হইল। সেখানে যে কনষ্টেবল দাঁড়াইয়া ধাবমান শকট-গুলির গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহাকে বলিলেন, "ফায়ার-ইঞ্জিন কোন্ পথে গিয়াছে ?"

কনষ্টেবল বলিল, "দুই মিনিট আগে সেখানি টটেনহাম-কোর্ট রোডে প্রবেশ করিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ কারের মাথা ঘুরাইয়া টটেনহাম-কোর্ট রোডে প্রবেশ করিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলেন "ব্লেক ! এই বদ্‌মাসগুলা কোন্ স্থান লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, অনুমান করিতে পার ? ফায়ার-ইঞ্জিনের গাড়ী ত সাধারণ মোটর-কারের মত নয়। উহা যেখানে যাইবে, পথের লোকের চোখে পড়িবেই, লুকাইবার উপায় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উহারা সুযোগ পাইলেই কোন নির্জ্জন স্থানে যাইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িবে, তাহার পর কোন ট্যাক্সিতে উঠিয়া পলায়ন করিবে। সম্ভবতঃ পূর্ব্বেই সেই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। আমরা উহাদের এই চেষ্টা বিফল করিতে চাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "যেরূপে হউক, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতেই হইবে। এ সুযোগ হারাইলে আমরা নিরুপায় হইয়া পড়িব। লোকের ঠাট্টা বিদ্রূপে আমরা আর কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিব না। পুলিশ-কমিশনরের অবস্থা আমাদের অপেক্ষাও শোচনীয় হইবে। সাটিরা তাহার বিচারের দিন কি কৌশলে কয়েদীর গাড়ী হইতে চম্পট দিয়াছে—এ সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হইলে, গালাগালির চোটে আমাদিগকে চাকরী ছাড়িয়া পলাইতে হইবে। তাহার উপর যদি সার কাবি ক্যানন ও বিচারপতি কার্গে-টের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আমাদের অদৃষ্টে কি আছে—তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। এ দেশের জনসাধারণই পুলিশের মনিব।"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথায় কর্ণপাত না করিয়া সমান বেগে গাড়ী

চালাইতে লাগিলেন; তাঁহার বাম দিকে একটা পথ দেখিয়া তিনি সেই পথে প্রবেশ করিলেন; পথের ধারে কতকগুলি লোক জমিয়া উচৈঃস্বরে তর্ক-বিতর্ক করিতেছিল। মিঃ ব্লেক তাহাদের কাছে আসিতেই সম্মুখে চাহিয়া মুহূর্ত্তের জন্য ফায়ার-ইঞ্জিনের পশ্চাদ্ভাগ (the tail of the fire-engine) দেখিতে পাইলেন। কিন্তু মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাহা আর একটি পথে প্রবেশ করিল। মিঃ ব্লেক বাঁক ঘুরিয়া সেই পথের মাথায় আসিয়া আর তাহা দেখিতে পাইলেন না।

সেই পথে জল দেওয়ায় পথে যে কাদা হইয়াছিল—তাহা তখন পর্য্যন্ত শুষ্ক হয় নাই; এই জন্য পথে ফায়ার-ইঞ্জিনের চাকার দাগ সুস্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছিল। সুতরাং ফায়ার ইঞ্জিন অদৃশ্য হইলেও সেই দাগ দেখিয়া তাহার অনুসরণ করা মিঃ ব্লেকের পক্ষে কঠিন হইল না। পথটি সোজা না হওয়ায় মিঃ ব্লেককে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাড়ী চালাইতে হইল; তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীগণের আশঙ্কা হইল—এই ভাবে চলিতে চলিতে তাঁহারা হয় ত হঠাৎ সাটিরার অনুচরবর্গের গাড়ীর ঠিক পশ্চাতে উপস্থিত হইবেন, এবং তাহাদের দ্বারা অতর্কিতভাবে হঠাৎ আক্রান্ত হইবেন। এই জন্য তাঁহারা যথাসম্ভব সতর্ক ভাবেই চলিতে লাগিলেন।

এই সম্ভাবনার কথা সর্ব্বপ্রথমে মিঃ ব্লেকের মনেই উদিত হইয়াছিল; তিনি একটা বাঁক পার হইয়া ইনস্পেক্টর কুট্সকে বলিলেন, "কুট্স, তোমার পিস্তলে টোটা ভরিয়া রাখিয়াছ ত?—তোমরা বেশ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে ঘুমাইতে আসামী গ্রেপ্তার করিতে যাও; তার পর আসামীদের ঘাড় ধরিয়া তাহাদের আড্ডা হইতে বাহির কর, এবং খুব স্ফূর্ত্তি করিয়া তাহাদিগকে হাজতে লইয়া যাও। কার্য্যদক্ষতার জন্য উপরওয়ালার প্রশংসা পাও। কিন্তু আজ আমরা যে কাজে যাইতেছি তাহা তেমন সহজ নয়; মাথা লইয়া ফিরিয়া আসা কঠিন, তাহা ভুলিয়া যাও নাই ত? সাটিরা যখন বুঝিতে পারিবে—আমরা তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছি, এবং ধরা পড়িলে তাহাকে পুনর্ব্বার জেলে প্রবেশ করিতে হইবে—তখন সে আমাদের কবল হইতে উদ্ধারলাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে—কিন্তু ধরা দিবে না। তাহার সেই চেষ্টায় আমাদেরও দুই এক জনের যে প্রাণ যাইবে না, তাহাই বা কিরূপে বলি? সে এখন পর্য্যন্ত

পরাজয় স্বীকার করে নাই। পলায়নের সুযোগ লাভ করায় তাহার সাহস ও উৎসাহ বাড়িয়া গিয়াছে ; বিশেষতঃ, তাহার অনুচরেরা তাহার সঙ্গেই আছে। এ অবস্থায় আমরা সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারিব—তাহার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প।—আমরা কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি বলিতে পার ?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "আমরা যে তোমারই পাড়ার কাছে আসিয়া-পড়িয়াছি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না ? বেকার ষ্ট্রীট এখান হইতে অধিক দূর নয়।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স হঠাৎ পথের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এ কি হইল ব্লেক ! ফায়ার-ইঞ্জিনের চাকার দাগ যে অদৃশ্য হইয়াছে। সর্ব্বনাশ ! এখন কি দেখিয়া তাহার অনুসরণ করিবে ?—আমরা ঘুরিতে ঘুরিতে ভুল পথে আসিয়া পড়িয়াছি। সাটিরার দল এ পথে আসে নাই।"

মিঃ ব্লেক যে পথে গাড়ী চালাইতেছিলেন, সেই পথটি তেমন প্রশস্ত নহে, সেই পথের দুই দিকে সারি সারি পুরাতন গুদাম, এবং ঘোড়ার গাড়ীর পরিত্যক্ত আস্তাবল। তিনি সেই সকল অব্যবহৃত গুদাম ও জীর্ণ আস্তাবল অতিক্রম করিয়া আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলেন, তাহার পর দেখিলেন—সম্মুখেই একটি উচ্চ প্রাচীর। সেই প্রাচীর পথের সম্মুখে বহু দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত। প্রাচীরের পাশ দিয়া কোন দিকে যাইবার উপায় নাই ; সুতরাং সেই প্রাচীরেই তাঁহাদের গতিরোধ হইল। তাঁহারা হলবর্ণ হইতে যে ফায়ার-ইঞ্জিনের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা কোন্ দিক দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়াছিল, ইহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। আশ্বস্ত হৃদয়ে এত দূর আসিয়া অবশেষে একটা কানা-গলির মধ্যে তাঁহাদের গতিরোধ হইল !

গাড়ীর ভিতর যে সার্জেণ্টটা বসিয়া ছিল—সে বলিল, "শয়তান আমাদের চোখে ধূলা দিয়া সরিয়া পড়িয়াছে !—চলুন ফিরিয়া গিয়া প্রথমেই যে বাঁক পাইব —সেই বাঁক ধরিয়া অন্ত পথে যাই ; ফায়ার-ইঞ্জিনও বোধ হয় সেই পথে গিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া পথের দুই দিকে চাহিতে চাহিতে

গাড়ী পিছাইতে লাগিলেন। এই ভাবে ত্রিশ চল্লিশ গজ পশ্চাতে হঠিয়া তিনি হঠাৎ গাড়ী থামাইলেন ; পথের ঠিক পাশেই কাঠের একটা প্রকাণ্ড দেউড়ি ছিল, সেই দেউড়ির সম্মুখে একটি প্রশস্ত আঙ্গিনা, আঙ্গিনার দুই দিকে দুইটি পরিত্যক্ত গুদাম।"

মিঃ ব্লেক সেই দেউড়ির সম্মুখস্থ মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ফায়ার ইঞ্জিনখানি এই দেউড়ি দিয়া ঐ আঙ্গিনায় প্রবেশ করিয়াছে। ঐ দেখ দেউড়ির সম্মুখে চাকার দাগ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এখানে সন্ধান করিলেই ফায়ার-ইঞ্জিনের দর্শন মিলিবে ; তবে সাটিরা ও তাহার অনুচরগুলা সেই ফায়ার-ইঞ্জিনে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য বসিয়া আছে—ইহা আশা করিতে পারি না। এস, নামিয়া পড়ি।"

মিঃ ব্লেক সেই 'কার' হইতে নামিয়া পড়িলেন ; তাঁহার সঙ্গীরাও নামিয়া দেউড়ির সম্মুখে আসিলেন। দেউড়ির দরজার ফাঁক দিয়া তাঁহারা ভিতরের আঙ্গিনা দেখিতে পাইলেন বটে, কিন্তু দেউড়ি রুদ্ধ থাকায় তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিলেন, দেউড়ি প্রায় বার ফিট উচ্চ ; তাহার মাথায় তীক্ষ্ণাগ্র লোহার ফলা শ্রেণীবদ্ধ বল্লমের ফলার মত দাঁত বাহির করিয়া সূর্য্য-কিরণে চিক্-চিক্ করিতেছিল। তাঁহারা দেউড়ির দ্বার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, ওক কাঠের সেই পুরু দরজা জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার উপায় ছিল না। মিঃ ব্লেকের বিশ্বাস হইল, ডাক্তার সাটিরা সেই দুর্গম দুর্গে সদলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে !

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই দরজায় দুই চারিবার করাঘাত করিয়া তাহা খুলিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু তাঁহার মুষ্ট্যাঘাতে দরজা একটু কাঁপিলও না। তাহা ভিতর হইতে অর্গল-রুদ্ধ ছিল। সেই অর্গল খুলিয়া ভিতরে প্রবেশের কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স হতাশভাবে মাথা নাড়িলেন, তাহার পর নিরুৎসাহচিত্তে বলিলেন, "বৃথা চেষ্টা ব্লেক ! কিন্তু আমাদের এখন সতর্ক না থাকিলে চলিবে না। যদি কোন কৌশলে এই দেউড়ি

খুলিতে পারি, তাহা হইলেও ইহার ভিতরে প্রবেশ করা সঙ্গত হইবে না। কারণ আমাদিগকে বিপদে ফেলিবার জন্য সাটিরা এখানে যে ফাঁদ পাতিয়া রাখে নাই, তাহা কে বলিতে পারে?"

মিঃ ব্লেক চিন্তাকুল চিত্তে সেই রুদ্ধদ্বার দেউড়ির দিকে চাহিয়া রহিলেন; হঠাৎ কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না; এবং সেই দেউড়ির ভিতর কোন লোক ছিল বলিয়াও তাঁহার বিশ্বাস হইল না; কারণ তিনি দেউড়ির দরজায় কান পাতিয়া কাহারও কোন সাড়াশব্দ পাইলেন না। সেই প্রাঙ্গণের নিকটেও মনুষ্যের চিহ্নমাত্র ছিল না। কিছু দূরে যে পথ ছিল—সেই পথ হইতে অস্ফুট কোলাহল তাঁহাদের কর্ণগোচর হইতে লাগিল। মোটর-লরীর ঘস্-ঘস্ শব্দ, সংবাদপত্র-বিক্রেতা ও ফেরিওয়ালাদের ডাক হাঁক চিৎকার শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারা জনসমাকীর্ণ রাজপথের অল্পদূরেই আসিয়া পড়িয়াছেন।

মিঃ ব্লেক দেউড়ির ফাঁক দিয়া ভিতরে চাহিয়া তাঁহার সঙ্গীদের বলিলেন, "তোমরা সকলে এক পাশে সরিয়া দাঁড়াও। বিরক্ত হইয়া তোমরা এখান হইতে চলিয়া যাইবার জন্য বোধ হয় উৎসুক হইয়াছ; কিন্তু এই দেউড়ির ওধারে কি আছে, এবং কেহ আছে কি না, তাহা না দেখিয়া আমি এক পা-ও নড়িতেছি না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স এক পাশে সরিয়া-গিয়া বলিলেন, "এক পা-ও ত নড়িবে না; কিন্তু সারা দিন এখানে হা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেই বা কি লাভ হইবে শুনি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াও; আমি এখানে সারা দিন দাঁড়াইয়া থাকিতে আসি নাই। আমি কি মতলব করিয়াছি—তাহা এখনই জানিতে পারিবে।"

মিঃ ব্লেক একাকী গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন; তাহার পর গাড়ীখানা ঘুরাইয়া দেউড়ির ঠিক সম্মুখে আনিলেন, এবং তাহা কয়েক গজ পশ্চাতে হঠাইয়া, লড়াইয়ে ম্যাড়া যে ভাবে সিংএর গুঁতা মারিবার জন্য সবেগে সম্মুখে ঠুলি করিয়া যায়—তিনিও সেইভাবে গাড়ীখানি সবেগে সেই রুদ্ধ দ্বারের উপর

চালাইয়া দিলেন। দরজার উপর গাড়ীর মাথার প্রচণ্ড ধাক্কা লাগিল। সেই ধাক্কায় দরজা ভাঙ্গিল না বটে, কিন্তু যে কাঠের খিল দিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ ছিল, সেই খিল মুহূর্ত্তে দ্বিখণ্ডিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে দরজা সশব্দে খুলিয়া গেল।—দেউড়ির ভিতর প্রবেশের পথ মুক্ত হইল।

মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্ত-মধ্যে গাড়ী থামাইয়া ফেলিলেন, তাহার পর পিস্তল হাতে লইয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। স্মিথ ও তাঁহার অন্যান্য সঙ্গীরা মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাঁহার পাশে আসিলেন; তখন মিঃ ব্লেক তাঁহাদিগকে তাঁহার অনুসরণের জন্য ইঙ্গিত করিয়া, স্বয়ং দেউড়ির ভিতর অগ্রসর হইলেন।

তাঁহারা দেউড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ডাক্তার সাটিরা তাহার অনুচরবর্গের সাহায্যে যে ফায়ার-ইঞ্জিনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাঁহারা সেই ফায়ার-ইঞ্জিনখানি আঙ্গিনার এক প্রান্তে একখানি গুদাম-ঘরের পাশে দেখিতে পাইলেন; কিন্তু সেই ফায়ার-ইঞ্জিনে ডাক্তার সাটিরা বা ফায়ারম্যানের বেশধারী দস্যুগণের কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ফায়ার-ইঞ্জিনখানি খালি পড়িয়া ছিল, এবং তাহার পরিচালক ও আরোহীবর্গ যেন হঠাৎ বাতাসে মিশিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল!

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেককে সেই ফায়ার-ইঞ্জিনের দিকে পিস্তল-হস্তে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আহা, কর কি! কর কি! অত সাহস ভাল নয় হে ব্লেক!—সাটিরা সোজা চিজ নয়। সে দলবল লইয়া কোথায় লুকাইয়া আছে কে জানে? তুমি তাহাদের লক্ষ্য করিয়া গুলী মারিবার পূর্ব্বেই ফাঁসের দড়ি চক্ষুর নিমিষে তোমার গলায় বাধিয়া যাইতে পারে; তাহার পর এক হ্যাঁচকা টানেই ফর্সা—সকল কর্ম্ম শেষ হইবে। কৌন্সিলী সাহেব ও জজ সাহেব যে পথে গিয়াছেন, তোমাকেও সেই পথে চালান করিবে। হলদে প্ল্যাকার্ডের লেখাগুলার কথা ভুলিও না ভাই!—তাহারা নিশ্চয়ই এখানে কোথাও লুকাইয়া আছে। এখান হইতে বাহিরে যাইবার আর কোন পথ আছে, বলিয়া ত মনে হইতেছে না।"

মিঃ ব্লেক অনুমান করিলেন—সেই আঙ্গিনাখানি ত্রিশ গজের অধিক দীর্ঘ

নহে। তিনি তাহার দুই পাশে গুদাম ঘর ছাড়াও কয়েকটি পরিত্যক্ত আস্তাবল দেখিতে পাইলেন। মিঃ ব্লেক নিকটস্থ দুইটি আস্তাবল পরীক্ষা করিয়া অবশেষে সতর্কভাবে ফায়ার-ইঞ্জিনের নিকট উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ তাঁহার মুখ হইতে নিরাশা-সূচক একটা অব্যক্ত শব্দ বাহির হইল, এবং তাঁহার মুখমণ্ডল বিষাদের অন্ধকারে আবৃত হইল। তিনি সেই ফায়ার-ইঞ্জিনের অপর পার্শ্বে অবস্থিত গুদামের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার এক প্রান্তে একটি দ্বার দেখিতে পাইলেন। সাটিরা ও তাহার অনুচরবর্গ সেই দ্বার খুলিয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছে ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সকল আশা বিলুপ্ত হইল। সেই দ্বারটি অল্প খোলা ছিল। মিঃ ব্লেক গুদামে প্রবেশ করিয়া সেই দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি দ্বার ঠেলিয়া গুদামের বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন সেই দিকে আর একটি কাঠের দেউড়ি আছে, এবং সেই দেউড়ির দরজা খোলা পড়িয়া আছে। সেই দরজার বাহিরে একটি গলি, সেই গলি অদূরবর্ত্তী রাজপথে প্রসারিত ছিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের অনুসরণ করিয়া সেই গলিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহাকে বলিলেন, "আমাদের সকল চেষ্টাই বৃথা হইল কুট্‌স!—সাটিরা সদলে এই গলি দিয়া গুদাম হইতে পলায়ন করিয়াছে। এতক্ষণ কতদূরে সরিয়া পড়িয়াছে কে জানে?—যদি আমরা কয়েক মিনিট আগে আসিতে পারিতাম—তাহা হইলে তাহাদের সন্ধান পাইতাম; কিন্তু এখন কোথায় তাহাদের খুঁজিয়া পাইব? যদি তাহারা আমাদের এখানে পৌঁছিবার দশ মিনিট পূর্ব্বেও এখান হইতে পলায়ন করিয়া থাকে—তাহা হইলে এই সময়ের মধ্যে হয় ত লণ্ডনের অন্য প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স হতাশভাবে নাক ঝাড়িয়া বলিলেন, "কিরূপে? দশ মিনিটে তাহারা অতদূর যাইতেই পারে না। ফায়ার-ইঞ্জিন এইখানে পড়িয়া আছে; পায়ে হাঁটিয়া তাহারা কতদূর পলাইবে?"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তাহারা হাঁটিয়া গিয়াছে—এ কথা তোমাকে কে বলিল?—এই ছোট গলিটুকু পার হইয়া বড় রাস্তায় চল, তাহারা কিরূপে পলায়ন করিয়াছে—আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিব।"

ইন্‌স্পেক্টর কুটস মিঃ ব্লেকের সহিত সেই গলির মোড়ে উপস্থিত হইলে মিঃ ব্লেক তাঁহাকে সেখানে মোটর-কারের চাকার দাগ দেখাইলেন, এবং বলিলেন, "মোটরকার পূর্ব্ব হইতেই এখানে হাজির ছিল, সাটিরা সদলে ফায়ার-ইঞ্জিন হইতে নামিয়া গুদামের ভিতর দিয়া এই গলির মোড়ে আসিয়াছিল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে সেই গাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যখন সরিয়া পড়িয়াছে—তখন বোধ হয় আমরা ওদিকের দেউড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার উপায় চিন্তা করিতেছিলাম। কি রকম জোগাড়-যন্ত্র করিয়া রাখিয়া সে জেলখানা হইতে বাহির হইয়াছিল বুঝিতে পারিতেছ?"

স্মিথ মিঃ ব্লেকের পাশে দাঁড়াইয়া মোটর-কারের চাকার দাগ দেখিতেছিল, এতক্ষণ পরে সে কথা বলিল।—সে বলিল, "কিন্তু কর্ত্তা, আমি এখনও একটা কথা বুঝিতে পারি নাই। সাটিরার অনুচরেরা ফায়ার-ম্যানের পরিচ্ছদে সজ্জিত ছিল, সেই পোষাকে মোটর-কারে পলায়ন করিলে ধরা পড়িতে পারে—ইহা বুঝিয়াও তাহারা একাজ করিয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাদের অঙ্গে এখনও ফায়ার-ম্যানের পোষাক, আর মাথায় সেই লেজওয়ালা পিতলের গাম্‌লা আছে—এ কথা তোমাকে কে বলিল? সেই পোষাক পরিবর্ত্তন করিতে তাহাদের দুই মিনিটের অধিক সময় লাগে নাই। হাঁ, তাহারা এই পথে পলায়নের পূর্ব্বে নিশ্চয়ই সেই পোষাক ছাড়িয়া গিয়াছে। আমার বিশ্বাস, গুদামগুলি পরীক্ষা করিলে তাহাদের সেই পোষাকগুলি দেখিতে পাইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুটস পুলিসের সার্জ্জেণ্ট ও কনষ্টেবলটিকে লইয়া দুই তিনটি গুদাম পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু ফায়ার-ম্যানের পোষাক দেখিতে পাইলেন না; অবশেষে স্মিথ একটি আস্তাবলে কাঠের একটা বড় প্যাকিং বাক্স দেখিয়া সন্দেহ ক্রমে তাহা খুলিয়া ফেলিল। সে বাক্সটার ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়াই "এই যে, এই যে" বলিয়া উৎসাহ ভরে চিৎকার করিয়া উঠিল। সার্জ্জেণ্ট হেম্প তাহার চিৎকার শুনিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল, সে সেই বাক্সের মালগুলি টানিয়া বাহির করিল। বাক্সের ভিতর ছয়টি পিতল-নির্ম্মিত টুপি, এবং ছয় জোড়া বুট ও

ফায়ার-ম্যানের পরিচ্ছদ ছিল।—সেই পরিচ্ছদগুলি ও ফায়ার-ইঞ্জিন ভিন্ন তাঁহারা সাটিরা ও তাহার অনুচরবর্গের পলায়নের কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক সেই পরিচ্ছদগুলির দিকে চাহিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কুট্‌স, সাটিরাকে গ্রেপ্তার করিবার পূর্ব্বে আমরা যে অন্ধকারে ছিলাম, আবার সেই অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হইলাম। সাটিরা আমাদের সকলের চক্ষুতে ধূলা নিক্ষেপ করিয়া প্রায় দশ মিনিট পূর্ব্বে সদলে এই স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছে—এত পরিশ্রমের পর এইটুকু জানিতে পারিলাম। আরও জানিতে পারা গেল, তাহার সঙ্গে ছয়জন অনুচর আছে। তাহারা কোন্ দিকে গিয়াছে, এবং কিরূপ গাড়ীতে উঠিয়া পলায়ন করিয়াছে তাহা জানিবার উপায় নাই। এখানে আর সময় নষ্ট করিয়া ফল কি? চল স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিয়া সার হেনরী ফেয়ারফক্সকে সকল কথা বলি। তিনি বোধ হয় আমাদেরই প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা দেওয়া কঠিন হইবে।"

সপ্তম লহর

হঠাৎ সাক্ষাৎ

পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পাখী উড়িয়া গিয়াছে! সাটিরাকে বিচারালয়ে উপস্থিত করিবার সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছে; তাহার জিদই বজায় রহিল। মিঃ ব্লেক তাহার সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন—তাহা দৈববাণীবৎ অব্যর্থ হইল। সাটিরা অদ্ভুত উপায়ে সদলে অদৃশ্য হইবার পর—আবার যে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, কেহই এরূপ আশা করিতে পারিলেন না। তাহার অনুসরণ করিবার কোন উপায় নাই—ইহা সকলেই বুঝিতে পারিলেন। সাটিরা ও তাহার অনুচরেরা কারেই হউক, আর লরীতেই হউক, পলায়ন করিয়া অতি অল্প সময়-মধ্যেই যে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে—এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের মতভেদ হইল না। লণ্ডনের রাজপথ সমূহে প্রতি মুহূর্ত্তে অসংখ্য শকট ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কোন শকটে তাহারা কোন্ দিকে পলায়ন করিয়াছে—তাহা কে দেখিয়াছে? সেই গাড়ী কেহই চিনিয়া রাখে নাই, তাহার নম্বরও কাহারও জানা ছিল না; সুতরাং সাটিরার পলায়নের কোন সূত্র কেহ আবিষ্কার করিতে পারিল না। লণ্ডনে তাহার লুকাইয়া থাকিবার স্থানের অভাব নাই; এরূপ স্থান বিস্তর আছে—যে সকল গুপ্ত আড্ডার সন্ধান পাওয়া পুলিশের অসাধ্য। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড দশ বৎসর চেষ্টা করিলেও সাটিরাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না. এ কথা মিঃ ব্লেকও অস্বীকার করিতে পারিলেন না। একবার তিনি টোপ ফেলিয়া তাহাকে গাঁথিয়াছিলেন, কিন্তু সকল সময় ত এক ফিকির খাটে না; পুনর্ব্বার তিনি কি কৌশলে তাহার সন্ধান পাইবেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

ইন্স্পেক্টর কুটসের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল, এই এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার বয়স দশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে! (he seemed to have aged ten years within the last hour.)

ডাক্তার সাটিরাকে সেই দিন নিউ বেলীর বিচারালয়ে হাজির করিবার জন্য এত উদ্যোগ, আয়োজন, গুপ্ত পরামর্শ, নূতন বিচারপতি নিয়োগ, জেলখানা হইতে তাহাকে বিচারালয়ে প্রেরণের জন্য সতর্কতা সকলই বৃথা হইল। লাভের মধ্যে কতকগুলি প্রাণহানি হইল! ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া হতাশ ভাবে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহার পর মাথা চুলকাইয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "ইয়ে,কি বলে, তা তুমি যাহা বলিলে—তাহা করা ভিন্ন আর উপায় কি? হাঁ, স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডেই এখন আমাদের ফিরিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু—কিন্তু সার হেনরীকে কি করিয়া মুখ দেখাইব? আমরা সাটিরার অনুসরণ করিয়া তাহাকে ধরিতে পারিলাম না, হতবুদ্ধি হইয়া ফিরিয়া আসিলাম—কি করিয়া তাঁহাকে এ কথা বলিব?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, একটু লজ্জা হইবারই কথা বটে, কিন্তু কি করিবে বল, আমরা ত চেষ্টার ত্রুটি করি নাই; আর সার হেনরীও ত সাটিরার পাল্লায় পড়িয়াছিলেন; তাহার ফাঁসি হইলে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন বটে, কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত ভাবে তোমার উপর দোসারোপ করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ, সাটিরার হেফাজাতের ভার তোমার উপর ছিল না, এবং তাহার পলায়নের জন্য তুমি দায়ী নহ। জেলখানার কর্ত্তৃপক্ষের উপরও কোন দোষ আসিতে পারে না, কারণ তাঁহাদের কর্ত্তব্যের কোন ত্রুটি হয় নাই; সাটিরাকে যখন যে ভাবে কারাগার হইতে বিচারালয়ে পাঠাইবার আদেশ হইয়াছিল, তাঁহারা সেই আদেশ সেই ভাবেই পালন করিয়াছিলেন। সাটিরার অনুচরবর্গকে প্রতারিত করিবার জন্য প্রথমে একখানি খালি কয়েদী-গাড়ী কারাগার হইতে আদালতে প্রেরণ করা হইয়াছিল; কিন্তু তাহার অনুচরেরা সেই গাড়ী আক্রমণ না করিয়া, যে গাড়ীতে সাটিরা প্রেরিত হইয়াছিল, ঠিক সেই গাড়ীই আক্রমণ করিয়াছিল। সাটিরা যে দ্বিতীয় গাড়ীতে আদালতে প্রেরিত হইয়াছিল ইহা তাহার অনুচরেরা কিরূপে জানিতে পারিল—তাহা আমার, বুঝিবার শক্তি নাই। জেলখানার কোন কয়েদী আর কখন এ ভাবে পলায়ন করিতে পারিয়াছে, এ দেশের কোন লোক ইহা বলিতে পারিবে কি না সন্দেহ। সাটিরার সকল কার্য্যই অসাধারণ।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের কথায় আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "তোমার কথা অসঙ্গত নহে, সার হেনরীও হয় ত আমাকে অপরাধী করিবেন না; কিন্তু সংবাদপত্রগুলি ত এরূপ নিরপেক্ষ ভাবে আমাদের কার্য্যের বিচার করিবে না। তাহারা সাটিরার পলায়নের জন্য পুলিশকেই দায়ী করিবে। এমন কি, সার কার্বি ক্যানন ও মিঃ জষ্টিস্ কার্গেটের হত্যাকাণ্ডের জন্য স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে তীব্র ভাষায় গালি দিবে; আমাদের ত্রুটি প্রদর্শন করিবে। জনসাধারণ, তাহাদের সেই অসঙ্গত মন্তব্যের সমর্থন করিবে। চতুর্দ্দিকে বিষম কোলাহল, আন্দোলন ও আলোচনা আরম্ভ হইবে; তাহার পর পার্লামেন্টে তাহারই প্রতিধ্বনি উঠিবে।—হোম-সেক্রেটারী নিরুত্তর ভাবে মাথা চুলকাইবেন; সার হেনরী ফেয়ার-ফক্স অপদস্থ ও অপমানিত হইয়া হয় ত পদত্যাগ করিবেন। দেশ জুড়িয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিবে।"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সঙ্গত কথা অস্বীকার করিতে পারিলেন না। তিনি আর কি কথা বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না; সুতরাং ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে চিন্তা করিয়া পকেট হইতে একটি চুরুট বাহির করিয়া মুখে গুঁজিলেন। সাটিরা যে দিন সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডে পদার্পণ করিয়াছিল—সেই দিন হইতেই সকল লোকের হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার অনুষ্ঠিত অত্যাচার উৎপীড়ন হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাঠ করিয়া জন সাধারণের ভয় ও উৎকণ্ঠা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছিল; তাহার পর সে ধরা পড়িলে সকলেই আশা করিয়াছিল, তাহার ফাঁসি হইবে, সকলে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে।—সকলেই যখন আশ্বস্ত চিত্তে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্তের প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেই সময় এ কি বিভ্রাট! উত্তেজিত, বিচলিত জনসমাজ পুনর্ব্বার আতঙ্কে অধীর হইয়া সাটিরার পলায়নের জন্য পুলিশকেই দায়ী করিবে এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

সাটিরা পুনর্ব্বার মুক্তিলাভ করিয়াছে শুনিয়া লণ্ডনের অধিকাংশ ধনাঢ্য ব্যক্তির দুশ্চিন্তা বর্দ্ধিত হইবে, বিশেষতঃ যাহাদিগকে তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষী-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তাহারা পূর্ব্বোক্ত প্ল্যাকার্ডের মর্ম্ম অবগত

হইলে প্রাণভয়ে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিবে—এবিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ ছিল না। পুলিশ যদিও সেই প্ল্যাকার্ডগুলি তাড়াতাড়ি নষ্ট করিয়াছিল তথাপি সাটিরার অনুচরবর্গের সাহস ও চাতুর্য্যের নিদর্শনস্বরূপ সেই প্ল্যাকার্ড-খানির মর্ম্ম লণ্ডনের প্রত্যেক সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল; সুতরাং সে সংবাদ গোপন থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। সাটিরার শাস্তি বিধানের জন্য বিচারালয়ে যে তিনজনের উপস্থিতি অপরিহার্য্য হইয়াছিল, সাটিরার অনুচরেরা সেই তিনজনেরই—বিচারকের, সরকারের প্রধান কৌন্সিলীর ও রাজসাক্ষী ড্রায়মারের ফাঁসী দিয়াছিল; এ অবস্থায় তাহাদের প্ল্যাকার্ডে মিথ্যা কথা প্রকাশিত হইয়াছিল, কে ইহা বিশ্বাস করিবে?

কিন্তু ইহাতেই কি সাটিরার শোণিত-পিপাসা প্রশমিত হইবে? মুক্তিলাভ করিয়া সে কি তাহার সাহস ও শক্তি প্রদর্শনের জন্য ভীষণতর অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে না? শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিবে না? অতঃপর সে কাহাকে কি ভাবে আক্রমণ করিবে, এবং তাহার কি ফল হইবে তাহাই মিঃ ব্লেকের প্রধান চিন্তার বিষয় হইল। তাঁহাকে, স্মিথকে ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে প্রথমেই সে হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে—এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন। অতঃপর সে যাহাদিগকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহাদের নামের কোন তালিকা প্রস্তুত করিয়া থাকিলে সেই তালিকার প্রথমে তাঁহাদেরই তিনজনের নাম ছিল—ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। জেরি ড্রায়মারের মৃতদেহ কয়েদীবাহী গাড়ীর ভিতর পতিত দেখিয়া, এবং কিরূপ যন্ত্রণা দিয়া তাহাতে হত্যা করা হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিয়া মিঃ ব্লেকের মন বড়ই দমিয়া গিয়াছিল। নিহত ড্রায়মারের মুখ স্মরণ হওয়ায় তাঁহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। লঘুদণ্ডে পরিত্রাণ লাভ করিবে এই আশায় সে রাজার সাক্ষী হইয়াছিল; কিন্তু সাটিরা তাঁহার প্রতি চরম দণ্ডের বিধান করিল। কারাযন্ত্রণা এড়াইতে গিয়া সে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিল।

এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে মিঃ ব্লেকের মুখ অত্যন্ত বিমর্ষ

হইল, উদ্বেগ ও ত্রাস যেন তাঁহার চক্ষুতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল; তাহা দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স আতঙ্কে অভিভূত হইলেন। তাঁহার যেন আর কথা কহিবারও শক্তি রহিল না।

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা দানের জন্য বলিলেন, "যাহা হইবার তাহা ত হইয়াই গিয়াছে; অতীতের কথা চিন্তা করিয়া কোন ফল নাই, এবং ভবিষ্যতে কি বিপদ্ ঘটিবে ভাবিয়া আতঙ্কে অভিভূত হওয়াও কাপুরুষের কাজ। সাটিরা পলায়ন করিয়াছে; এ অবস্থায় আমাদের যাহা কর্ত্তব্য হইবে তাহা করিতেই হইবে। সার হেনরী তাঁহার সহযোগীবর্গকে লইয়া নিশ্চয়ই যুক্তি-পরামর্শ করিবেন, এজন্য তোমাকে অবিলম্বে সেখানে উপস্থিত হইতে হইবে।"

কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই গুদাম-ঘর ও আস্তাবলগুলি তন্ন-তন্ন করিয়া পরীক্ষা না করিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি এজন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিলেন বটে, কিন্তু সেই পরিত্যক্ত ফায়ার-ইঞ্জিন ও পোষাকগুলি ভিন্ন উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

গলির মোড়ে মোটর-গাড়ীর টায়ারের যে চিহ্ন ছিল, তাহা ফায়ার-ইঞ্জিনের টায়ারের চিহ্ন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সাটিরা সদলে সেই গাড়ীতে উঠিয়া পলায়ন করিয়াছিল—ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহা বুঝিতে পারিলেন বটে, কিন্তু সেখানি কি গাড়ী, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। গাড়ীর নম্বর পাইলে তদন্তের সুবিধা হইত বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল; কিন্তু সে কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "নম্বর পাইলেও তুমি কিছুই করিতে পারিতে না; নম্বরটি পরীক্ষা করিলে হয় ত দেখিতে পাইতে, তাহা সার হেনরী ফেয়ারফক্সের গাড়ীর নম্বর!"

ইন্‌ক্টেস্পর কুট্‌স মুখ চুণ করিয়া বলিলেন, "তাই ত! শয়তানটা সারা সহর ঘুরিয়া কেমন নির্জ্জন স্থানে ফায়ার-ইঞ্জিনখানা আনিয়া ফেলিয়াছিল দেখিয়াছ? তাহার সঙ্কল্প-সিদ্ধির পক্ষে ইহা অপেক্ষা নিরাপদ স্থান লণ্ডনে আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। তাঁহার অনুচরেরা পূর্ব্বেই সকল ব্যবস্থা ঠিক করিয়া

রাখিয়াছিল। ইহার দুই দিকেই রাস্তা, এক রাস্তা দিয়া আঙ্গিনায় প্রবেশ করিয়া ফটক বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, তাহার পর ফায়ার-ইঞ্জিনখানি এখানে ফেলিয়া ফায়ারম্যানের পোষাকগুলি আস্তাবলে লুকাইয়া রাখিয়া অন্য পথে চম্পট দিয়াছে। তাড়াতাড়ি পলায়নের জন্য একখানি গাড়ী পর্য্যন্ত জোগাড় করিয়া রাখিয়াছিল। কি ভয়ঙ্কর, চতুর ও ফন্দীবাজ লোক!—আরে! ঐ যে ওদিকে একটা লোক দেখিতেছি। দাঁড়াও, উহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি—ও হয় ত কোন সন্ধান দিতে পারে।"

সেই সময় মলিন পরিচ্ছদধারী একটা লোক কোথা হইতে হঠাৎ সেই আঙ্গিনায় প্রবেশ করিয়াছিল; তাহাকে দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেককে এই কথা বলিলেন। সেই লোকটি সেখানে পুলিশ দেখিয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

কুট্‌স তাহাকে ডাকিয়া নানারকম জেরা করিলেন, কিন্তু আসল কথা জানিতে পারিলেন না। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহাকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন—সে সেই পল্লীতেই বাস করে; সেই গুদাম ও আস্তাবলগুলি বৎসরাধিক কাল পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। সেই স্থানে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে মিউনিসিপালিটি সেই যায়গাটি কিছুদিন পূর্ব্বে ক্রয় করিয়াছিল, শীঘ্রই সেখানে বাড়ী প্রস্তুত হইবে।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "কিছুকাল আগে এখানে সাত জন লোক আসিয়াছিল, তাহাদিগকে তুমি নিশ্চয়ই দেখিয়াছিলে; তাহাদের ফায়ারম্যানের পোষাক ছিল। তুমি তাহাদিগকে দেখিয়াই ভয় পাইয়া লুকাইয়াছিলে। কেমন একথা সত্য কি না?"

লোকটা মাথা নাড়িয়া বলিল, "একেবারেই মিথ্যা; আপনি কি মতলবে দমবাজি করিতেছেন বুঝিতে পারিলাম না। আমি এই মাত্র আসিতেছি। ইহার আগে এখানে আসি নাই, কাজেই কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। এখানে ফায়ার-ইঞ্জিন কে আনিল, আর কি মতলবেই বা ফেলিয়া গেল, তাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিব ভাবিয়া আপনার কাছে সন্ধান লইতে আসিতে-

ছিলাম, আর আপনি উল্টা চাপ দিতেছেন! আপনি ত খাসা লোক! আপনিও পুলিশ বুঝি?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ধমক দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। তাহার পর তাঁহারা দেউড়ির বাহিরে আসিয়া দেউড়ি বন্ধ করিলেন, এবং সেখানে একজন পুলিশ মোতায়েন করিয়া তাঁহাদের গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। মিঃ ব্লেক গাড়ীখানির মাথার দিকটা পরীক্ষা করিলেন; গাড়ীর সম্মুখে স্থূল আবরণ থাকায়, দেউড়ির সহিত প্রচণ্ডবেগে তাহার সংঘর্ষণ হইলেও তাহার কোন ক্ষতি হয় নাই। তিনি গাড়ী লইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন, এবং যে পথ দিয়া আসিয়াছিলেন সেই পথেই ফিরিয়া চলিলেন।

মিঃ ব্লেক একটা থানার কাছে আসিয়া সার্জেণ্টটিকে নামাইয়া দিলেন; সে সেই থানায় চাকরী করিত। অতঃপর তাঁহাদের গাড়ী স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড অভিমুখে ধাবিত হইল।

মিঃ ব্লেকের ধারণা হইয়াছিল—আদালতে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার সংবাদ লণ্ডনের জনসাধারণ জানিতে পারে নাই; এমন কি, সাটিরা কয়েদীর গাড়ী হইতে পলায়ন করিয়াছে—এ সংবাদও গোপন রাখা হইয়াছে। কিন্তু কয়েক মিনিট মধ্যেই তাঁহার ভ্রম দূর হইল। তিনি গাড়ী লইয়া স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইলে, কয়েকজন সংবাদপত্র-বিক্রেতাকে কাগজ বগলে লইয়া সেই পথে হাঁকিয়া যাইতে দেখিলেন। তাহাদের চিৎকার শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন—তাহা সেই দিন মধ্যাহ্নের দৈনিকগুলির বিশেষ সংস্করণ; (special editions of the mid-day papers) কাগজগুলি তাহার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাহির হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক গাড়ী থামাইয়া আগ্রহ ভরে কয়েকখানি দৈনিক ক্রয় করিলেন; তিনি তাহা খুলিতেই একখানিতে দেখিলেন,

নিউবেলীর আদালতে অগ্নিকাণ্ডের মিথ্যা হুজুক!
উড়ো খবরে ত্রিশখানি ফায়ার-ইঞ্জিনের সমাগম!"

আর একখানিতে দেখিলেন,

"ডাক্তার সাটিরা কোথায় ?

নিউবেলীর আদালত অন্দর মহলে পরিণত,

সাধারণের প্রবেশ-নিষেধ !"

দলে দলে লোক সেই সকল কাগজ কিনিয়া মহা আগ্রহে পাঠ করিতেছে দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "ব্লেক, এই কাগজওয়ালাদের জ্বালায় আমাদের দেশ-ছাড়া হইতে হইবে। আমরা যে সকল সংবাদ গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছি, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হতভাগারা তাহা কাগজে বাহির করিয়া দিয়াছে! কাগজ বিক্রীর কি রকম ঘটা দেখিয়াছ ? আজ উহারা কাগজ ছাপাইয়া কুলাইতে পারিবে না !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমাদের অসুবিধা হইবে বলিয়া কি লোকে মুখ বুঁজিয়া থাকিবে ? এত বড় একটা সংবাদ লোকে জানিতে পারিবে না, এরূপ আশা করাই অন্যায়। বিশেষতঃ প্রকাশ্য রাজপথে যে কাণ্ড ঘটিয়াছে—সাধারণের তাহা বলিবার ও শুনিবার অধিকার আছে। সাধারণে তোমাদের কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিলে তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। তদ্ভিন্ন এ সকল সংবাদ প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়ায় ক্ষতি অপেক্ষা লাভের সম্ভাবনাই অধিক, ইহাতে সাটিরাকে পুনর্ব্বার গ্রেপ্তার করিবার সুবিধা হইতে পারে। সে পলায়ন করিয়াছে এ সংবাদ সকলের জানিতে পারাই প্রার্থনীয়।"

মিঃ ব্লেক ও কুট্‌স যখন স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সেই বিশাল হর্ম্ম্যের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন তাহার দেউড়িতে এরূপ জনতা দেখিলেন যে, সেই জনতা ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করা তাঁহাদের পক্ষে কষ্টকর হইল। তাঁহারা সকলের মুখেই আগ্রহ ও উত্তেজনার ভাব পরিস্ফুট দেখিলেন। বোলতার চাকে খোঁচা দিলে যেরূপ হয়, অবস্থা অনেকটা সেইরূপ (like a disturbed wasps' nest)। মিঃ ব্লেক সেখানে বিভিন্ন সংবাদ-পত্রের একদল রিপোর্টারকে দেখিতে পাইলেন।

সেই দিন মধ্যাহ্নে নিউ বেলীর সেসন আদালতে কি কাণ্ড ঘটিয়াছিল, সাটিরার বিচার কি জন্ম বন্ধ হইয়াছিল—তৎসম্বন্ধে সরকার পক্ষের বক্তব্য বিষয় (official report) শুনিবার জন্যই সেখানে তাহাদের সমাগম হইয়াছিল। কয়েকখানি সংবাদপত্রের রিপোর্টার মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে চিনিত; মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া গাড়ী হইতে নামিবামাত্র তাহারা তাঁহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর অজস্র প্রশ্নবৃষ্টি আরম্ভ করিল।

একজন বলিল, "ব্যাপার কি, মিঃ ব্লেক! নিউ বেলীর বিচারালয়ে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল কেন? প্রকাশ্য আদালতে সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে, তাহাদের সেই অধিকার হরণ করিবার কারণ কি?"

আর একজন বলিল, "সাটিরার বিচার হঠাৎ বন্ধ থাকিবার কারণ কি? আমরা এক-আধটু শুনিয়াছি বটে, কিন্তু আপনার কাছে খাঁটি খবর চাই।"

তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, "সাটিরা না কি পলাতক? সে কোথায় পলাইল?

চতুর্থ ব্যক্তি বলিল, "পুলিশকে রীতিমত মুষ্টিযোগ দিয়া তাহার দলের লোক তাহাকে লইয়া না কি সরিয়া পড়িয়াছে—এ কথা কি সত্য?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি এখন আপনাদের এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না। আপনারা ব্যস্ত হইবেন না, যথা সময়ে সকল সংবাদই জানিতে পারিবেন; এখন এখানে হট্টগোল করিয়া কোন লাভ নাই।"

মিঃ ব্লেক জনতা ভেদ করিয়া অট্টালিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। জনকোলাহল ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া প্রহরীরা দেউড়ি বন্ধ করিল, তাহার পর লোকগুলাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

পুলিশ-কমিশনর সার হেনরী ফেয়ারফক্স তাঁহার খাস-কামরায় সহযোগীবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিতেছিলেন। পুলিশ-কমিশনর হোম-সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করিয়া অল্পকাল পূর্ব্বে তাঁহার আফিসে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। ফৌজদারী তদন্ত বিভাগের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন কর্ম্মচারী তখন তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট। মিঃ ব্লেক সেই মন্ত্রণা সভায় যোগদানের জন্য আহুত হওয়ায় ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের

সহিত সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি ও কুট্‌স সার হেনরীর ইঙ্গিতে দুইখানি চেয়ারে পাশাপাশি বসিয়া পড়িলেন।

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সার হেনরীর মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার গভীর উৎকণ্ঠা, ক্ষোভ ও বিষাদ তাঁহার দাড়ি গোঁফের অন্তরাল হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। নিদারুণ মানসিক উত্তেজনায় তাঁহার অধরোষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল। অপমানে ও মনস্তাপে তাঁহার চক্ষু আরক্তিম। মাথা তুলিয়া কথা বলিতেও যেন তাঁহার লজ্জা হইতেছিল। তিনি কয়েক মিনিট অবনত মস্তকে চিন্তা করিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন, "স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে অনেকবার অনেক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, অনেকবার তাহাকে অনেক সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছে, কিন্তু এবার তাহার সম্ভ্রমে (prestige) যেরূপ প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে, তাহার সুনাম যে ভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে—এরূপ আর কখনও হয় নাই; ইহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে আর কখন এতদূর অপদস্থ, লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হইতে হয় নাই। আমার সময়ে এবং আমার পূর্ব্বেও এদেশের বিভিন্ন কারাগার হইতে কয়েদীরা পলায়ন করিয়াছে; কিন্তু নরহত্যাপরাধে অভিযুক্ত আসামী তাহার বিচারেব দিন বিচারালয়ে উপস্থিত হইবে না বলিয়া জিদ করিয়াছে, এবং পলায়ন করিয়া সেই জিদ বজায় রাখিয়াছে—এরূপ দৃষ্টান্ত এদেশে সম্পূর্ণ নূতন। সুতরাং হোম-আফিস হইতে ইহার তদন্ত অপরিহার্য্য।—এ সম্বন্ধে আপনাদের কাহার কি বলিবার আছে বলিতে পারেন; আমি আপনাদের সহায়তার উপর নির্ভর করিতেছি।"

'বড় বড় বানরের বড় বড় পেট, সাগর লঙ্ঘিতে সবে মাথা করে হেঁট।'—পুলিশ-কমিশনর সার হেনরী ফেয়ারফক্সের কথা শুনিয়া বিশালোদর, দীর্ঘদেহ, বহুদর্শী প্রবীণ ইন্‌স্পেক্টরগণের অবস্থাও প্রায় সেইরূপ হইল। কেহই কোন কথা বলিলেন না, সকলেই অবনত মস্তকে বসিয়া রহিলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের অর্দ্ধপক্ক বিশাল গোঁফ জোড়াটা যেন মনের দুঃখে ঝুলিয়া পড়িল। তিনি অন্যের অলক্ষে বাঁ হাতখানি বাড়াইয়া মিঃ ব্লেকের হাঁটুতে আঙ্গুলের খোঁচা দিলেন।

মিঃ ব্লেকের মুখে তখনও সেই চুরুট, কিন্তু তাহাতে আগুন ছিল কি না

সন্দেহ!—তিনি চুরুটটি মুখ হইতে অপসারিত করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "হোম-আফিস হইতে তদন্তের আদেশ হইতে পারে, তাহা তাঁহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে; কিন্তু এখন তদন্ত নিস্ফল। এখন তদন্ত করিয়া তাঁহারা কি ফলের আশা করেন?—এরূপ তদন্ত ঘোড়া চুরী যাইবার পর আস্তাবলের দরজায় চাবি দেওয়ার মত; (like locking the stable after the steed has been stolen.) তদন্ত করিবারই বা কি আছে? যে ঘটনার জন্য আপনি তদন্তের আশঙ্কা করিতেছেন—তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র জটিলতা নাই। ব্যাপার এই যে, সাটিরা যে উপায়েই হউক পলায়ন করিয়াছে, তাহাকে পুনর্ব্বার গ্রেপ্তার করিতে পারিলেই সকল সমস্যার সমাধান হইবে।"

সার হেনরী বলিলেন, "হাঁ তাহাই করিতে হইবে। হোম-সেক্রেটারী আমাকে আদেশ করিয়াছেন, 'যেরূপে পার সাটিরাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার কর।'—তাঁহার এই আদেশ পালন করিতে না পারিলে তাঁহাকে আমি আর মুখ দেখাইতে পারিব না। আমার এই কর্ত্তৃত্ব বিড়ম্বনাজনক হইবে; কিন্তু আমার যাহা সাধ্য তাহার ত্রুটি করি নাই। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে (British Isles) যত বন্দর আছে, যেখানে যে থানা আছে—সর্ব্বত্র সাটিরার সন্ধানে লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে। সকলে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে কি না এই সন্দেহে ঘোষণা করা হইয়াছে—যে তাহাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরিয়া দিতে পারিবে—তাহাকে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত পুরস্কার অপেক্ষা আরও দুই হাজার পাউণ্ড অধিক পুরস্কার প্রদান করা হইবে। সাটিরা অনেক ফন্দী ফিকির করিয়া বহু কষ্টে এদেশে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু এ দেশ হইতে দেশান্তরে পলায়ন করা তাহার পক্ষে তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক কষ্টকর হইবে।—এ সম্বন্ধে আপনার মত কি মিঃ ব্লেক? সাটিরার এদেশে গোপনে প্রত্যাগমন সংবাদ আমরা আপনার কাছেই পাইয়াছিলাম। আপনার সাহায্যেই আমরা তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলাম; আপনার বুদ্ধি-কৌশলে আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল—সে কথা আমি কোন দিন ভুলিতে পারিব না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি যদি মনে করিয়া থাকেন—সাটিরা ধরা পড়িবার

ভয়ে দেশান্তরে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিবে, তাহা হইলে আপনার তাহা ভুল ধারণা—এ কথা বলিতে আমি সঙ্কোচ অনুভব করিতেছি না। এ কথাও আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, অন্ততঃ কয়েক দিনও সে এ দেশে লুকাইয়া থাকিবে। কিন্তু লুকাইয়া থাকিলেও, সে আমাদিগকে তাহার শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হইবে—বা উদাসীন থাকিবে—এরূপ আশা করিবেন না। আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি আজই হউক আর কালই হউক সে আমাদিগকে তাহার অস্তিত্বের মহিমা বেশ মনোরম ভাবেই জানাইয়া দিবে; এখন আমরা তাহা বরদাস্ত করিতে পারিলে হয়।"

একেবারে কবুল জবাব! সাটিরার শক্তি সম্বন্ধে মিঃ ব্লেকের এইরূপ উচ্চ ধারণার কথা শুনিয়া উপস্থিত ইন্‌স্পেক্টরগণের মুখে তাচ্ছিল্য ও বিরক্তি ফুটিয়া উঠিল। কেবল ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহার উক্তির সমর্থনসূচক মাথা ঝাঁকাইলেন। মিঃ ব্লেক সাটিরার ভয়ে আতঙ্কাভিভূত হইয়াছেন ভাবিয়া অন্য চারিজন ইন্‌স্পেক্টর তাহার মুখের উপর অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

কিন্তু সার হেনরী সেরূপ দম্ভ প্রকাশ না করিয়া সহজ স্বরে বলিলেন, "আশা করি এখনও সে আমাদিগকে তাহার শক্তির পরিচয় দিতে ভয় পাইবে না।"

এইবার চীফ্‌ ইন্‌স্পেক্টর ক্যাসন কথা বলিবার সুযোগ পাইলেন, তিনি বলিলেন, "হাঁ, সে কোন রকম দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলেই আমরা তাহার গুপ্ত আড্ডাটা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব। এবার সে কোথায় লুকাইল কে জানে? আমরা তাহার কোন আড্ডাই খানাতল্লাস করিতে বাকি রাখি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লণ্ডনে সাটিরার মত লোকের আশ্রয়ের অভাব নাই। আমি একজন ফেরারী আসামীকে জানিতাম, বিভিন্ন অপরাধের জন্য তাহার বিরুদ্ধে একাধিক গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির হইয়াছিল; তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও সে তাহার দলভুক্ত দস্যুগণের মামলা দেখিবার জন্য প্রত্যহ পুলিশকোর্টে উপস্থিত হইত, এবং

একটি থানার পার্শ্বস্থিত বাসায় রাত্রিযাপন করিত। এইরূপে সে ছদ্মবেশে দীর্ঘকাল পুলিশের চক্ষুতে ধূলা নিক্ষেপ করিয়াছিল। একজন সাধারণ অপরাধী যে কাজ করিয়াছিল, সাটিরার তাহা অসাধ্য নহে; বিশেষতঃ ছদ্মবেশ ধারণে সাটিরার নৈপুণ্য অসাধারণ। আমি যে ফেরারী আসামীর কথা বলিলাম, সে একদিন লড্‌গেট সার্কাসে দেখিতে পায় একটা ঘোড়া হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। ঘোড়াটা পথিমধ্যে একজন কন্‌ষ্টেবলকে পদাঘাতে ধরাশায়ী করিয়া যখন পলায়ন করিতেছিল, সেই সময় সে ঘোড়াটাকে ধরিয়া ফেলে। তাহার এইরূপ সাহস ও তৎপরতা তাহার প্রকৃতিগত বিশেষত্ব—ইহা পুলিশের সুবিদিত ছিল; এই জন্য পুলিশ তাহাকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। সে যদি ঐভাবে ঘোড়াটাকে না ধরিত, তাহা হইলে পুলিশ তাহাকে সন্দেহ করিতে পারিত না, এবং সম্ভবতঃ আরও দীর্ঘকাল সে ধরা পড়িত না। আমরা যেখানে বসিয়া পরামর্শ করিতেছি, এই স্থানের এক শত গজ দূরে যদি সাটিরা আড্ডা লইয়া থাকে—তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। যেখানে তাহার থাকিবার কোনই সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ স্থানেই সে লুকাইয়া আছে।"

পুলিশ-কমিশনর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ও কথা আমার বিশ্বাস হয় না মিঃ ব্লেক! তথাপি উপস্থিতক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ শুনিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "পুলিশ এখন যাহা করিতেছে, তাহার অধিক কিছু করিতে পারিবে বলিয়া ত মনে হয় না। আপনাদের এখন কোন্ পন্থা অবলম্বন করা উচিত, সে সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেওয়া আমার অসাধ্য। তবে আমার মনে হয় জনসাধারণের সহায়তার (support of the general public) উপর আপনার নির্ভর করাই শ্রেয়। আপনি যে পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন—তাহার লোভে সাটিরার কোন অনুচর তাহাকে ধরাইয়া দিতেও পারে। সেইরূপ কোন সুযোগের প্রতীক্ষায় কালক্ষেপণ করা ভিন্ন আর কোন উপায় আছে বলিয়া আমার ত মনে হয় না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, আমি ও কথা বিশ্বাস করি

না। গুণ্ডা হ্যারী ও জেরি ড্রায়মারের সাহায্যে আমরা তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়াছিলাম; তাহাদের ভাগ্যে কি পুরস্কার মিলিয়াছিল—তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ?—সাটিরার অনুচরেরা কি একথা জানে না? ইহা জানিয়াও টাকার লোভে তাহাকে ধরাইয়া দিবে—এমন নির্ব্বোধ তাহার দলে কেহ থাকিতে পারে, তোমার এরূপ ধারণার কারণ কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লোভ কাহার মনে কখন কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে—তাহা অনুমান করা সহজ নহে।"

যাহা হউক, পুলিশ নিশ্চেষ্ট রহিল না, হোম-সেক্রেটারীর আদেশে পুলিশ-কমিশনর সাটিরাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা করিলেন, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থার আশা করিতে পারা যাইত না। সাটিরাকে ধরিবার জন্য মহা উৎসাহে স্থানে অস্থানে তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। সাটিরাকে গ্রেপ্তার করিবার পর তাহার যে ফটো তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল, সেই ফটো দিয়া সহস্র সহস্র হ্যাণ্ডবিল ছাপা হইল, এবং পুরস্কারের ঘোষণা সহ সেই সকল হ্যাণ্ডবিল কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। যদি ইংলণ্ডের কোন দুর্গম পল্লীতেও কেহ পুলিশের নিকট সাটিরার কোন সংবাদ প্রকাশ করে—তাহা হইলে সেই সংবাদ অবিলম্বে পুলিশ-কমিশনরের গোচর করা হয়—তাহার ব্যবস্থা করা হইল। সাটিরা জলপথে বা আকাশপথে দেশান্তরে পলায়ন করিতে না পারে—সে জন্য যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা হইল। কিন্তু এইরূপ সতর্কতায় কোন ফল হইবে বলিয়া মি ব্লেক বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার ধারণা হইল সাটিরা তাড়াতাড়ি ইংলণ্ড ত্যাগের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবে না, এবং যদি সে ইংলণ্ড ত্যাগ করে—তাহা হইলে সেজন্য এরূপ কৌশল অবলম্বন করিবে—যে কৌশল পুলিশের ধারণার অতীত। সে কি ভাবে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়াছিল—মিঃ ব্লেক তাহা ভুলিতে পারেন নাই। পুলিশ-কমিশনরের আদেশে বে-তারের প্রত্যেক ষ্টেশন হইতে (from every wireless station) সাটিরার আকার-প্রকারের বর্ণনা বে-তারের সাহায্যে দিক্‌দিগন্তে প্রচারিত হইয়াছিল শুনিয়া মিঃ ব্লেক মনে মনে হাসিলেন।

তাঁহার মনে হইল এই আয়োজন মশা মরিতে কামান পাতার আয়োজনের ন্যায় হাস্যোদ্দীপক, মশার অস্তিত্ব-লোপের জন্য কামানের জ্বলন্ত গোলা যখন মহাবেগে ধাবিত হইবে, তখন মশা হয় ত সেই কামানের উপর বসিয়া নিশ্চিন্ত-মনে শুঁড় বাহির করিবে।

পুলিশ-কমিশনরের পরামর্শ-সভা ভঙ্গ হইলে, মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া যখন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে বাহির হইলেন তখন আর অধিক বেলা ছিল না। তিনি একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া বেকার ষ্ট্রীটে চলিলেন। সেদিন নিউবেলীর সেসন আদালতে ডাক্তার সাটিরার বিচার কি জন্য বন্ধ হইয়াছিল, সেই সংবাদ তখন লণ্ডনের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই জানিতে পারিয়াছিল। সাটিরার ছদ্মবেশী অনুচর-বর্গ কি কৌশলে তাহাকে কয়েদীর গাড়ী হইতে ছিনাইয়া লইয়া পলায়ন করিয়া-ছিল তাহার সরস বর্ণনা লণ্ডনের অধিকাংশ সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল; এমন কি, সাটিরার অনুচরেরা ফায়ার-ম্যানের ছদ্মবেশে কি ভাবে জেলখানার গাড়ী তাহাদের হস্তস্থিত টাঙ্গির সাহায্যে চূর্ণ করিতেছিল—তাহারও চিত্র একখানি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুলিশের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্বেও বিচারপতি মিঃ জষ্টিস্ কার্গেট ও প্রসিদ্ধ কৌন্সিলী সার কার্বি ক্যানন কে, সির শোচনীয় হত্যা-কাণ্ডের সংবাদও গোপন রহিল না। লণ্ডনের সকল সংবাদ-পত্রেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেই সংবাদ প্রকাশিত হইল। পুলিশ-কমিশনর বাহাদুর ক্রোধে ক্ষোভে অধীর হইয়া দাঁত মুখ খিচাইতে লাগিলেন বটে; কিন্তু সে বড় কঠিন ঠাঁই, সংবাদ পত্রগুলি তাঁহার ক্রোধের তোয়াক্কা রাখিল না। লণ্ডনের সর্ব্বশ্রেণীর লোক মুক্তকণ্ঠে পুলিশের অযোগ্যতার কথা আলোচনা করিতে লাগিল।

সেই অপরাহ্নে ফ্লীট ষ্ট্রীটে খবরের কাগজ বিক্রয়ের কি ধুম! হাজার হাজার কাগজ দেখিতে দেখিতে উড়িয়া যাইতে লাগিল। কাগজ-বিক্রেতাদের দু'খানি হাতে কাগজ বিক্রয় করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। প্রত্যেকে গাদা গাদা কাগজ লইয়া আফিসের বাহিরে যায়, এবং দশ মিনিটের মধ্যে তাহা সাবাড় করিয়া আর এক গাদা কাগজ আনিতে আফিসে যায়!

মিঃ ব্লেক গাড়ীতে বসিয়া এই সকল কাণ্ড দেখিতে পাইলেন, তিনি স্মিথকে

বলিলেন, "সাটিরার পলায়নের সংবাদ যত অধিক প্রচারিত হয়—ততই ভাল। পুলিশ-কমিশনর এ সংবাদ চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না; তবে হত্যাকাণ্ডের সংবাদ প্রকাশিত না হইলেই ভাল হইত। আসামীর বিরুদ্ধে যাহাদিগকে সাক্ষী মানা হইয়াছে, তাহারা এমন কি, জুরীরা পর্য্যন্ত এই সংবাদে ভড়কাইয়া যাইবে। এই জন্যই আমি হত্যা-কাণ্ডের সংবাদ গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু খবরের কাগজ-ওয়ালারা কাগজ বিক্রয়ের এরূপ সুযোগ ত্যাগ করিবে—ইহা আশা করিতে পারি না। এরূপ লোমহর্ষণ কাণ্ড এদেশের ফৌজদারী বিচারের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নূতন। আমার বিশ্বাস, এই সংবাদ পাঠ করিয়া ইংলণ্ডের ছেলে বুড়া সকলেরই ডিটেক্টিভ হইবার সখ হইবে। তাহার ফলে অনেক লোককেই যথেষ্ট বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে; সাটিরার চেহারার সহিত যাহার চেহারার সামান্য সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে, তাহাকেই ধরিয়া টানাটানি করা হইবে। পুলিশ-কমিশনর মিনিটে মিনিটে সংবাদ পাইবেন—সাটিরা ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু আসল সাটিরাকে ধরে কাহার সাধ্য? আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি এই লণ্ডনেরই বিভিন্ন অংশ হইতে শতাধিক সাটিরার গ্রেপ্তারের সংবাদ পাওয়া যাইবে; সাটিরা পলায়ন করিয়া পুলিশের কাজ বিস্তর বাড়াইয়া দিল!"

স্মিথ বলিল, "আসল সাটিরা তাহার গুপ্ত আড্ডায় বসিয়া এই সকল সংবাদ পাঠ করিবে ও মনে মনে হাসিবে। 'ভ্যাড়ার গোয়ালে' আগুন লাগাইয়া তাহার আত্মপ্রসাদের আর সীমা রহিবে না। আপনি কত রকম ফন্দী ফিকির করিয়া শয়তানটার হাতে দড়ি দিলেন, আর সে 'সাত চোঙার বুদ্ধি এক চোঙায় পুরিয়া' পাঁচ মিনিটের মধ্যে নিরুদ্দেশ! আবার ঢালিয়া না সাজিলে চলিবে না। কি দুঃখের বিষয় কর্ত্তা! সে এখন কোথায় আছে—অনুমান করিতে পারেন কর্ত্তা?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দৈবজ্ঞ হইলে হয় ত বলিতে পারিতাম। ঐ যে কার-খানি আমাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল, উহার মধ্যে সে বসিয়া নাই—এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। হয় ত এখন সে কোন থিয়েটারে বসিয়া 'বায়স্কোপ' দেখিতেছে; কিম্বা 'লাইম হাউস' পল্লীতে চীনাম্যানদের কোন জুয়ার আড্ডায়

(Chinese gambling den) বসিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে 'ফ্যান্-ট্যান্' খেলিতেছে। যাহা হউক, শীঘ্রই তাহার সাড়া পাইব ; সে যে লণ্ডনে আছে—ইহা কি আমাদের না জানাইয়া ছাড়িবে মনে করিতেছ ?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, তাহা জানাইবে, এবং এমন ভাবে জানাইবে যে, আমাদের পীলে চম্‌কাইয়া উঠিবে !"

এই সময় ট্যাক্সি মিঃ ব্লেকের গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মিঃ ব্লেক ট্যাক্সি হইতে নামিয়া স্মিথকে বলিলেন, "বেচারা কুট্‌সের অবস্থা ভাবিয়া আমার বড় দুঃখ হইতেছে। সাটিরার ফাঁসির হুকুম শুনিবার প্রত্যাশায় তাহার আনন্দ উৎসাহের সীমা ছিল না, কিন্তু সাটিরা পলায়ন করায় তাহার হরিষে বিষাদ উপস্থিত। সে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছে, তাহার উপর তাহার ভয় হইয়াছে—সাটিরা এবার তাহারই ফাঁসি দিবে। রাত্রে সে সুস্থির হইয়া ঘুমাইতে পারিবে না। কি দুর্ভাগ্য !"

মিঃ ব্লেক তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রথমে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেন ; তাহার পর চটি পায়ে দিয়া বিশ্রাম করিতে বসিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, সেই প্রভাতে যৎকিঞ্চিৎ নাকে মুখে গুঁজিয়া ভূতের বেগার খাটিতে গিয়াছিলেন, সমস্ত দিনের মধ্যে আর কিছুই পেটে পড়ে নাই ; তিনি ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "ওহে স্মিথ, ক্ষুধার্ত্ত নেক্‌ড়ের মত আমার অবস্থা হইয়াছে। মধ্যাহ্নে জলযোগ করিতেও ভুলিয়া গিয়াছিলাম ; মিসেস্ বার্ডেলকে একবার খবর দাও। সে বোধ হয় মনে করিয়াছে—সাটিরার ফাঁসির হুকুম শুনিয়াই আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হইয়াছে !"

স্মিথ মিসেস্ বার্ডেলের সন্ধানে চলিল, মিঃ ব্লেক পাইপে তামাক সাজিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে স্মিথ ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—মিসেস্ বার্ডেলও সাটিরার মত অন্তর্দ্ধান করিয়াছে! ডাকাডাকি করিয়া তাহার সাড়া পাওয়া গেল না ; তাহার নিজের ঘরে, পাকশালায় কোথাও তাহার সন্ধান মিলিল না।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বোধ হয় সে বাজার করিতে গিয়াছে, আমরা কখন বাড়ী ফিরিব, তাহা ত তাহাকে বলিয়া যাই নাই।"

স্মিথ বলিল, "ক্ষুধায় যে আমারও পেটের নাড়ীগুলি হজম হইবার উপক্রম! মাগী বোধ হয় কোন দোকানে বসিয়া আড্ডা জমাইয়া তুলিয়াছে; আমি বাহিরে গিয়া তাহাকে খুঁজিয়া দেখি।"

স্মিথ তৎক্ষণাৎ সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। মুহূর্ত্তপরে মিঃ ব্লেকের টেলিফোন ঝন্-ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল; তিনি অনিচ্ছার সহিত উঠিয়া গিয়া রিসিভারটা তুলিয়া লইলেন; তাহার পর বলিলেন, "আপনি কে, কাহাকে চাহেন?"

উত্তর হইল, "ডাক্তার সাটিরার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে?"

হঠাৎ তাঁহার নাকের ডগায় সাপে ছোবল মারিলে তাঁহার মুখের ভাব যেরূপ হইত, সেইরূপ মুখভঙ্গি করিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন, রিসিভারটা তাঁহার হাত হইতে খসিয়া পড়ে দেখিয়া তিনি তাহা দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিলেন; তাহার পর বিচলিত স্বরে বলিলেন, "আপনার কথা আছে—কাহার সঙ্গে বলিলেন?"

উত্তর পাইলেন, "সাটিরা, ডাক্তার সাটিরার সঙ্গে? আমি বড়ই ব্যস্ত, আমার বিশ্বাস, আপনিও এখন বড় ব্যস্ত আছেন।"

মিঃ ব্লেক কি বলিবেন, কি করিবেন, হঠাৎ স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল কেহ হয় ত তাঁহার সঙ্গে চালাকি করিতেছে! সাটিরাকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়া তিনি কিরূপ অপদস্থ হইয়াছেন, তাহা এই লোকটির অজ্ঞাত নহে; এই জন্যই কি সে তাঁহাকে ঠাট্টা করিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া ঐ কথা বলিল? মিঃ ব্লেকের মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "হতভাগা আমার সম্মুখে থাকিলে এক লাথিতে উহার রসিকতা ঘুচাইয়া দিতাম।"

কিন্তু তিনি টেলিফোন মারফৎ ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া সংযত স্বরে বলিলেন, "আপনার ভুল হইয়াছে; হাঁ, আপনি ভুল নম্বর ধরিয়াছেন। আপনি কে জানি না, কিন্তু আমার অনুমান, আপনি কোন পাগলা-গারদ হইতে কথা বলিতেছেন।—ডাক্তার সাটিরা আপাততঃ এখানে অনুপস্থিত।"

উত্তর হইল, "না, আপনি না জানিয়াই ওকথা বলিতেছেন। আমি জানি ডাক্তার সাটিরা এখন ওখানেই আছেন।"

মিঃ ব্লেক রিসিভার কানের কাছে ধরিয়া ভাবিতে লাগিলেন; কি বলিবেন স্থির করিতে পারিলেন না।

বক্তা আবার বলিল, "তাঁহার সঙ্গে আমার বড়ই জরুরি কথা আছে।"

মিঃ ব্লেকের ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইল; তিনি উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "গোল্লায় যাও!"—তাহার পর টেলিফোনের রিসিভারটা সবেগে নিক্ষেপ করিয়া তামাকের পাইপটা মুখে গুঁজিলেন, এবং ম্যাচ-বাক্স বাহির করিবার জন্য পকেটে হাত পুরিলেন।

সেই সময় কে যেন শয়ন-কক্ষের দ্বারপ্রান্ত হইতে অস্ফুটস্বরে বলিল, "ভদ্র লোককে ও রকম কথা বলা শিষ্টাচারসঙ্গত নহে মিঃ ব্লেক! আপনারই ভুল হইয়াছে। ডাক্তার সাটিরা সত্যই এখানে আছেন।"

মিঃ ব্লেকের মনে হইল কে যেন তাঁহার কানের ভিতর অগ্নিবৎ উত্তপ্ত তরল সীসা ঢালিয়া দিল, এবং তাহা তাঁহার দেহের শিরা-উপশিরা দিয়া প্রবাহিত হইয়া দেহের শোণিত-স্রোত স্তম্ভিত করিয়া দিল! তিনি একলম্ফে তাঁহার শয়ন-কক্ষের দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু হঠাৎ তাঁহার গতিরোধ হইল। তাঁহার পদদ্বয় যেন ভূগর্ভে প্রোথিত হইল, এবং তাঁহার সর্ব্ব শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; তাঁহার মনে হইল তিনি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন!

কিন্তু স্বপ্ন নহে, তিনি সম্মুখে চাহিয়া সত্যই সাটিরার অতি কদর্য্য অতি ভীষণ মুখভঙ্গি দেখিতে পাইলেন; সাটিরার মুখের মৃদু হাসি তাহার মুখের পৈশাচিক ভাব যেন শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল। সাটিরার হস্তে পিস্তল, তাহা তাঁহার বক্ষস্থল লক্ষ্য করিয়া উদ্যত!

ডাক্তার সাটিরা পিস্তলটি সেই ভাবেই ধরিয়া রাখিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "যদি তুমি চিৎকার কর, তাহা হইলে সেই চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে এই পিস্তলের গুলীতে তোমার মৃত্যু হইবে। শীঘ্র তোমার দুই হাত মাথার উপর উঁচু কর—এই মুহূর্ত্তেই; নতুবা পিস্তলের ঘোড়া টিপিলাম!"

অষ্টম লহর

কোণ-ঠেসা

মিঃ ব্লেক জীবনে অনেকবার ভয়ানক বিপদে পড়িয়াছেন, অনেক অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইয়াছেন; কিন্তু সেই দিন সায়ংকালে তাঁহার উপবেশন-কক্ষে ডাক্তার সাটিরার আকস্মিক আবির্ভাবে যেরূপ বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে জীবনে কখন ততদূর বিস্মিত হইতে হয় নাই; লণ্ডনের সমগ্র পুলিশবাহিনী পলাতক সাটিরাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য লণ্ডনের সর্ব্বস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, সাটিরার সন্ধান জানিবার জন্য তিনিও ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই সাটিরা একাকী তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সম্মুখে নিঃশঙ্কচিত্তে দণ্ডায়মান! ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ব্যাপার আর কি ঘটিতে পারে? সাটিরা তাঁহার বক্ষঃস্থল লক্ষ করিয়া পিস্তল তুলিয়াছিল, সে তাঁহাকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইত না; তথাপি তিনি তাহাকে দেখিয়া এতদূর বিস্মিত হইলেন যে, বিপদের কথা তাঁহার স্মরণ হইল না। তিনি নির্নিমেষনেত্রে স্তম্ভিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখে কথা সরিল না।

সাটিরা তীব্র দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "কাহাকেও একবারের অধিক দুইবার আদেশ করিবার অভ্যাস আমার নাই। আমি তোমাকে যে আদেশ করিয়াছি তাহা তুমি এখনও পালন কর নাই। তুমি এই মুহূর্ত্তেই দুই হাত উচু করিয়া মাথার উপর না তুলিলে আমার এই পিস্তলের গুলী তোমার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করিবে। তুমি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিবে—আমার এই পিস্তল চালাইলে শব্দ হয় না (fitted with a silencer), সুতরাং আমি তোমাকে গুলী করিলে তাহা নিঃশব্দেই

তোমার বুকে প্রবেশ করিবে; সোডা-ওয়াটারের বোতল খুলিতে যতটুকু শব্দ হয়—ততটুকু শব্দও শুনিতে পাওয়া যাইবে না।”

মিঃ ব্লেক বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে পারিলেন; সাটিরা তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে এভাবে আক্রমণ করিবে—ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। স্বগৃহে তিনি শত্রুকবলিত, এরূপ বিড়ম্বনা তাঁহার ভাগ্যে এই প্রথম। স্মিথ যদি এ সময় হঠাৎ আসিয়া পড়িত, তাহার সাহায্যে সাটিরাকে তিনি ফাঁদে ফেলিতে পারিতেন; কিন্তু স্মিথ কোথায়? তিনি বুঝিলেন, সাটিরা যাহা বলিয়াছে—তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না; নরহত্যায় তাহার সঙ্কোচ ছিল না। তখন তিনি কিরূপ অসহায়—তাহা তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তাঁহার পিস্তলটা যে ওভার-কোটের পকেটে ছিল, সেই ওভার-কোট দুই হাত দূরে চেয়ারের হাতায় ঝুলিতেছিল; কিন্তু তিনি কিরূপে তাহা হাতে পাইবেন? তিনি সেই দিকে পদমাত্র অগ্রসর হইলে সাটিরার পিস্তলের গুলী তাঁহার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইবে। সাটিরার আদেশ পালন করিলে ভবিষ্যতে প্রাণরক্ষার উপায় হইতেও পারে, কিন্তু তাহার আদেশ অগ্রাহ্য করিলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু অনিবার্য্য।—এইরূপ চিন্তা করিয়া মিঃ ব্লেক ধীরে ধীরে দুই হাত মাথার উপর তুলিলেন। সে সময়ে যদি কোন এক জন সেই কক্ষে প্রবেশ করিত!—কিন্তু কেহই আসিল না। ঘরের পাশেই রাজপথ, দলে দলে লোক সেই পথে যাতায়াত করিতেছিল; কিন্তু কেহই জানিতে পারিল না—জনসাধারণের মহাশত্রু নরহন্তা সাটিরা মিঃ ব্লেকের দ্বিতলস্থ কক্ষে আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে!

মিঃ ব্লেক ক্রোধে ক্ষোভে অধীর হইয়া তীব্র স্বরে বলিলেন, “তুমি মনুষ্য-দেহে পিশাচ। কোন কুকর্ম্মই তোমার অসাধ্য নহে—তাহা জানি; কিন্তু তুমি কোন্ পথে কখন কিরূপে আমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছ—তাহা আমার অজ্ঞাত।”

সাটিরা তাহার হাতের পিস্তল সেইভাবে বাগাইয়া ধরিয়াই বলিল, “তাহা বলিতে আপত্তি নাই। আমি অনেকক্ষণ পূর্ব্বে তোমার অজ্ঞাতসারেই এখানে

আসিয়াছি। তুমি বাড়ী ছিলে না, সেই সুযোগে আমি তোমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে তোমার কুকুর অন্য কক্ষে শিকল দিয়া বাঁধা ছিল। তোমার শয্যাটি বড়ই আরামদায়ক, আমি তাহাতে শয়ন করিয়া কিছুকাল ঘুমাইয়া লইয়াছি। তোমার বাড়ীর বাহিরে আমার যে অনুচর পাহারায় ছিল—তাহাকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম, তুমি যে মুহূর্ত্তে গৃহ-প্রবেশ করিবে—সেই মুহূর্ত্তেই যেন আমি তাহা জানিতে পারি। তোমার ট্যাক্সি দরজায় থামিবার পূর্ব্বেই টেলিফোনের ঝন্‌ঝনি শুনিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, বুঝিলাম তুমি বাড়ী ফিরিয়াছ; সুতরাং আমি তোমার সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হইলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি চুরী করিয়া আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছ, ইহা তোমার মত নরাধমের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; কিন্তু তুমি কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছ—তাহা বলিতে তোমার সাহস হইবে কি?"

সাটিরা বলিল, "আমার কোন্ কাজে তুমি সাহসের অভাব দেখিয়াছ বলিতে পার?—আমি একাধিক কারণে তোমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তোমার ঘরে লুকাইয়া থাকিলে আমি কিরূপ নিরাপদ, তাহা কি তোমাকে বলিয়া দিতে হইবে? পুলিশ লণ্ডনের সর্ব্বস্থানে আমার অনুসন্ধান করিতে পারে—কিন্তু তাহারা তোমার ঘরে আমাকে খুঁজিতে আসিবে না, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম। কিন্তু এখানে আমার আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য—তোমাকে তোমার গৃহেই হত্যা করিয়া লণ্ডনের বিভিন্ন সংবাদপত্রে সেই সংবাদ পাঠাইয়া দিব। তুমি আমাকে বড়ই জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছ; সেই জন্য আমি মুক্তিলাভ করিয়াই সঙ্কল্প করিয়াছিলাম—সর্ব্বাগ্রে তোমাকে হত্যা করিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইব। আমি তোমাকে হত্যা করিয়াছি—এ সংবাদ প্রচারিত হইলে—অন্য কেহ আমাকে বিরক্ত করিতে সাহস করিবে না।"

মিঃ ব্লেক সাটিরার কথাগুলি সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিলেন; কিন্তু তাঁহার মন তখন অন্য চিন্তায় আন্দোলিত হইতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন—তাঁহার ও স্মিথের অনুপস্থিতিতে মিসেস্ বার্ডেল বাড়ীর পাহারায় ছিল। সে কোথায়

গিয়াছে? সে কি স্বেচ্ছায় ডাক্তার সাটিরাকে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতে দিয়াছে? না, সাটিরা তাহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল?—সাটিরা যদি তাঁহাকে হত্যা করিয়া স্মিথের প্রতীক্ষা করে—তাহা হইলে স্মিথকেও তাহার গুলীতে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। সাটিরা মুক্তিলাভ করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগকেই হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে—ইহা তিনি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন; কিন্তু এত শীঘ্র ও এই ভাবে সে তাহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবে—ইহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তিনি কিরূপে স্মিথকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবেন—সেই চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিলেন।

শয়তান সাটিরা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল; সে মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, "মৃত্যুকালে তোমার ত্রাণকর্ত্তার নাম স্মরণ না করিয়া তোমার সেই চাকর ছোঁড়ার জন্ম অত ব্যাকুল হইতেছ কেন?—তাহার কথা ভাবিয়া আর কোন লাভ নাই, তাহার ব্যবস্থা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। তোমার বাড়ীতে আমি একাকী আসিয়াছি—এরূপ মনে করিও না। লণ্ডনে আমার অনুচরের অভাব নাই—তাহা কি এখনও বুঝিতে পার নাই?"

হিঃ ব্লেক ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! তবে কি তাহাকে তুমি—"

সাটিরা বলিল, "এখনও হত্যা করি নাই; অনেক দিন হইতে আমার মনের একটি সাধ আছে, সেই সাধটি পূর্ণ করিবার জন্যই তাহার প্রাণদণ্ডটা মুলতুবি রাখিয়াছি। আমার সেই সাধটি কি জান? তোমাকে ও তাহাকে একসঙ্গে বাঁধিয়া ভীষণ যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিব।—তোমরা পরস্পরের শোচনীয় অবস্থা দেখিতে দেখিতে সজ্ঞানে পরলোকে প্রস্থান করিবে।—তোমরা দুইজনেই আমার সমান হিতৈষী বন্ধু, এই জন্য তোমাদের প্রতি আমার ব্যবহারের তারতম্য ঘটিতে দিব না। উভয়ের প্রাণ তিল তিল করিয়া এক সঙ্গেই বাহির হইবে। তোমাদের প্রতি কিরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করিব—তাহা পেণ্টন্‌ভিলের কারাগারে বসিয়াই স্থির করিয়া রাখিয়াছি। আর আধ ঘণ্টা পরেই আমি তোমার অভিশপ্ত গৃহ ত্যাগ করিয়া, আমার গুপ্ত আড্ডায়—আমার নিরাপদ ডেরায় আশ্রয়

গ্রহণ করিব; কিন্তু তৎপূর্ব্বে তোমাদের সাবাড় করিয়া যাইব। কাকের পশ্চাতে ফিংএর মত আর তোমরা আমার অনুসরণ করিতে পারিবে না। এখন সোজা হইয়া কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া থাক, একটু নড়িলে কি টুঁ শব্দ করিলে তোমাকে কুকুরের মত গুলী করিব।"

সাটিরা অতঃপর পূর্ব্ববৎ পিস্তল উদ্যত করিয়াই, ধীরে ধীরে পশ্চাতে হঠিয়া অগ্নিকুণ্ডের নিকট উপস্থিত হইল, এবং পাকশালার সহিত যে বৈদ্যুতিক ঘণ্টার যোগ ছিল—তাহাতে অঙ্গুলি স্পর্শ করিল।—মুহূর্ত্তের মধ্যে এক জন লোক মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিল। লোকটা প্রকাণ্ড জোয়ান, মুখে ঘন গোঁফ ও কোঁকড়া কোঁকড়া দাড়ি, চোখে সোনার ফ্রেমের চসমা। তাহার কাঁধে একটি নিস্পন্দ মনুষ্য-দেহ।—সে সেই সংজ্ঞাহীন অসাড় দেহটি মিঃ ব্লেকের পদপ্রান্তে সশব্দে ফেলিয়া দিল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন—স্মিথের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল।

জোয়ানটা হি-হি শব্দে হাসিয়া বলিল, "সর্দ্দার, ছোঁড়াটার মাথায় একটি চাটি মারিতেই ও বেহুঁস হইয়া পড়িয়াছে। আপনি এখানে এই ঘাঘী গোয়েন্দা-টাকে বেশ কায়দায় আটক করিয়াছেন দেখিতেছি! আমার বন্ধু ক্ষুরখুনে যে কাজ বাকি রাখিয়া গিয়াছে—তাহা শেষ করিতে আমাকে হুকুম দিবেন না সর্দ্দার? আমি দুটোকেই এক সঙ্গে কোতল করি।"

মিঃ ব্লেক দেখিলেন—স্মিথের হস্তপদ দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিয়া একখানি তোয়ালে দিয়া তাহার মুখ বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু চক্ষু খোলা ছিল। মুহূর্ত্ত পরে স্মিথের চেতনা সঞ্চার হইলে সে চক্ষু মেলিয়া সম্মুখেই ডাক্তার সাটিরাকে পিস্তল-হস্তে-দণ্ডায়মান দেখিল। মিঃ ব্লেককে তাহার সম্মুখে দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া নিরুপায়ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আতঙ্কে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল; কিন্তু মুখ বাঁধা থাকায় সে আর্ত্তনাদ করিতে পারিল না।

দাড়িওয়ালা জোয়ানটা হাসিয়া বলিল, "সেই মাদী হাতীটার ব্যবস্থাও ভাল রকমই করিয়া রাখিয়াছি সর্দ্দার! তাহাকে বাঁধিতে অনেক দড়ি লাগিয়াছে। দুই হাতে সেই মাগীর পেটের বেড় পাওয়া যায় না! কিন্তু তাহার

পেটের সঙ্গে হাত-দুখানা বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া, পা-দুখানা ছাঁদিয়া তাহাকে রান্না ঘরের কাঠের মাচার নীচে চিত করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছি। যেন একটা প্রকাণ্ড ওক গাছের গুঁড়ি পড়িয়া আছে! আমরা খুব তাড়াতাড়ি সকল কাজ শেষ করিতে পারিয়াছি, কি বলেন সর্দ্দার?"

সাটিরা বলিল, "হাঁ, আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমার আদেশ পালন করিয়াছ। আমার মুষ্টিযোগের ফল অব্যর্থ। হারমিঞ্জার, এখন মিঃ ব্লেকের একটু অঙ্গ-সেবার ব্যবস্থা কর। মোলায়েম মুষ্টিযোগেই রোগ দূর করিতে হইবে। জীবনটাই উহাদের ব্যাধি—বুঝিতে পারিয়াছ হারমিঞ্জার?"

মিঃ ব্লেক হতাশভাবে সেই দাড়িওয়ালা জোয়ানটার মুখের দিকে চাহিলেন। সে বিকট মুখভঙ্গি করিয়া পকেট হইতে দড়ির একটা তাল বাহির করিল, এবং তাহা হইতে দুই গজ দড়ি ছুরী দিয়া কাটিয়া লইল। সাটিরার পিস্তল তখনও তাঁহার বক্ষঃস্থলে উদ্যত থাকায় তিনি আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করিতে পারিলেন না। জোয়ানটা মিঃ ব্লেকের হাত দুইখানি তাঁহার মাথার উপর হইতে টানিয়া নামাইল, তাহার পর তাহা তাঁহার পশ্চাতে রাখিয়া দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিল।

মিঃ ব্লেক তাঁহার উভয় হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ছিলেন, বন্ধনের সময় মুষ্টি খুলিলেন না; কারণ তাঁহার এক হাতের মুঠার ভিতর যে দ্রব্য ছিল, তাহা তাঁহার আততায়ীদ্বয়ের দৃষ্টির অগোচর রাখাই তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন। তিনি যে সময়ে ডাক্তার সাটিরাকে সেই কক্ষে সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই সেই দ্রব্যটি তাঁহার মুঠার ভিতর ছিল। তাহা তিনি পরিত্যাগ করেন নাই।

হারমিঞ্জার ডাক্তার সাটিরার ইঙ্গিতে মিঃ ব্লেকের পদদ্বয়ও দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিল; তাহার পর টেবিলের আবরণ-বস্ত্র (table cloth) দ্বারা তাঁহার মুখ বাঁধিয়া চক্ষু দুইটি অনাবৃত রাখিল। উদ্দেশ্য অতি মহৎ—চক্ষু আবৃত করিলে তাঁহারা ত পরস্পরের মৃত্যুযন্ত্রণা দেখিতে পাইবেন না।

সাটিরা এতক্ষণ পরে পিস্তল নামাইয়া মিঃ ব্লেকের হস্তপদ ও মুখের বন্ধন

পরীক্ষা করিল, এবং হাসিয়া বলিল, "উত্তম হইয়াছে ; এখন খানিক পেট্রল, আর একটু আগুন—ও কি ও ! এ সময় কে দরজায় ঢং ঢং করিতেছে ?"

সেই মুহূর্ত্তে কেহ মিঃ ব্লেকের বহির্দ্বারে আসিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিল। সেই শব্দ শুনিয়া মিঃ ব্লেকের মনে একবিন্দু আশার সঞ্চার হইল। তিনি সেই শব্দ শুনিয়াই বুঝিতে পারিলেন, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স রুদ্ধ দ্বারে সাড়া দিতেছেন।

ডাক্তার সাটিরার মুখ ম্লান হইল, তাহার অনুচরও সভয়ে তাহার মুখের দিকে চাহিল। সাটিরা তৎক্ষণাৎ পথের দিকে জানালার নিকট উপস্থিত হইয়া, খড়-খড়ির পাখী তুলিল, এবং মিঃ ব্লেকের বহির্দ্বারে দৃষ্টিপাত করিয়াই খড়খড়ির পাখী নামাইয়া দিল। তাহার পর সে তাহার অনুচরকে লক্ষ্য করিয়া উৎসাহভরে বলিল, "ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স দরজায় দাঁড়াইয়া আছে ; কিন্তু সে একাকী আসিয়াছে, সঙ্গে আর কেহ নাই। চমৎকার সুযোগ ! আমরা এক ঢিলে তিন পাখী মারিব।—এই ইন্‌স্পেক্টরটাও আমাদের মহাশত্রু।—তাহাকে কি করিয়া সাবাড় করিতে হইবে—তাহা বুঝিতে পারিয়াছ—হারমিঞ্জার !"

হারমিঞ্জার অর্থাৎ সাটিরার সেই দেড়ে অনুচর সম্মতিসূচক মাথা নাড়িল।—মিঃ ব্লেক দেখিলেন—সে তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে একটা লোহার হাতুড়ি বাহির করিল। তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া মিঃ ব্লেকের মন ক্ষোভ ও নৈরাশ্যে পূর্ণ হইল। হারমিঞ্জার সেই হাতুড়ী হাতে লইয়া তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের ভাগ্যফল জানিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া সেই স্থানে পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইল হারমিঞ্জার নীচে গিয়া বহির্দ্বার খুলিয়া দ্বারের আড়ালে লুকাইয়া থাকিবে, এবং ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স যেমন সম্মুখে অগ্রসর হইবেন—সেই মুহূর্ত্তেই সে তাঁহার পশ্চাতে লাফাইয়া-পড়িয়া তাঁহার মস্তকে হাতুড়ী দ্বারা প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিবে ;—সেই আঘাতেই তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইবে।—ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের আর জীবনের আশা নাই বুঝিয়া তিনি ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন।

মিঃ ব্লেক রুদ্ধ নিশ্বাসে দ্বার খুলিবার শব্দ শুনিলেন ; পর মুহূর্ত্তেই ইন্‌স্পেক্টর উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "কোথায় হে ব্লেক ! তোমার সাড়া নাই কেন ? সন্ধ্যা

হইয়া গিয়াছে—এখনও ঘর অন্ধকার! তোমার সাড়া না পাইয়া ভাবিতে ছিলাম—”

কথা শেষ না হইতেই মিঃ ব্লেক কোন ভারী বস্তু মাটীতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মত শব্দ শুনিতে পাইলেন!—ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সাটিরার অনুচর হারমিঞ্জার কর্ত্তৃক অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন, ইহা বুঝিয়া মিঃ ব্লেকের হৃদয় নৈরাশ্যে পূর্ণ হইল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের আগমনে তাঁহার হৃদয়ে যে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হইয়াছিল তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যে বিলুপ্ত হইল। ক্ষণকাল পরে হারমিঞ্জার ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সংজ্ঞাহীন দেহ অতি কষ্টে বহন করিয়া সাটিরার সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং তাঁহাকে মিঃ ব্লেকের অদূরে নামাইয়া-রাখিয়া উল্লাসভরে সাটিরাকে বলিল, “আপনার আদেশ পালন করিয়াছি সর্দ্দার! এই দেখুন, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে এক হাতুড়ীতেই বেহুঁস করিয়া আপনার কাছে আনিয়া দিলাম। আপনি অবশিষ্ট কাজ শেষ করুন। এই ইন্‌স্পেক্টরটা এবং ঐ গোয়েন্দা ও উহার ঐ কারপরদাজ ছোঁড়া আমাদের যে নাকাল করিয়াছে, তাহার উপযুক্ত শাস্তি না দিলে আমাদের মনের আগুন নিবিবে না।”

সাটিরা খুসী হইয়া বলিল, “বলিহারী হারমিঞ্জার, তোফা! তোমার কাজে আমি ভারী খুসী হইয়াছি। আজ সত্যই আমার বড় শুভদিন (lucky day) আজ আমি যে কাজে হাত দিতেছি-তাহাতেই আশাতীত ফল লাভ করিতেছি। আমার সৌভাগ্য ক্রমেই ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স এ সময় একাকী এখানে উপস্থিত হইয়া-ছিল। উহাকে যে এত সহজে হাতে পাইব, ইহা পূর্ব্বে আশা করিতে পারি নাই। ইন্‌স্পেক্টরটা তোমার হাতুড়ী খাইয়া বেহুঁস হইয়াছে বটে, কিন্তু হঠাৎ চেতনা পাইয়া আমাদের আক্রমণ করিতে না পারে—তাহার ব্যবস্থা কর, আমার কথা বুঝিয়াছ?”

“হাঁ সর্দ্দার, ঠিক বুঝিয়াছি,—আপনি সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন,—”বলিয়া হারমিঞ্জার ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের হাত দুখানি পিছমোড়া করিয়া বাঁধিল, এবং তাঁহার পদদ্বয়ও দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিল; তাহার পর কুট্‌সের পকেট হইতে তাঁহার রুমালখানি বাহির করিয়া তদ্দারা তাঁহার মুখ বাঁধিয়া চিৎকারের পথ বন্ধ করিল।

ডাক্তার সাটিরা মিঃ ব্লেক, স্মিথ ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে কি ভাবে হত্যা করিবে—মিঃ ব্লেক পূর্ব্বেই তাহা কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কয়েক মিনিট মধ্যেই তিনি তাহার পৈশাচিকতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাইলেন।—সাটিরার ইঙ্গিতে হারমিঞ্জার সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে, সাটিরা তাহার হাতের পিস্তল পকেটে ফেলিয়া অগ্নিকুণ্ডের নিকট উপস্থিত হইল, এবং অগ্নিকুণ্ডের ভিতর কয়েকখানি শুষ্ক কাঠ ঠেলিয়া দিয়া কয়েক মিনিট সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই কাঠগুলি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সেই আগুনের উত্তাপ অসহ্য হওয়ায় সাটিরা মুখ বিকৃত করিয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। অল্পক্ষণ পরে হারমিঞ্জার সেই কক্ষে ফিরিয়া আসিল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন তাহার এক হাতে পেট্রলের একটি সবুজ টিন, অন্য হস্তে চর্ম্মনির্ম্মিত একটি 'এটাচি-কেস্' (a leather attache-case) সাটিরা সেই এটাচি-কেস খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে কৃষ্ণবর্ণ কোঁকড়ান পরচুলা ও রবারনির্ম্মিত বাদামী রঙ্গের একটি মুখোস বাহির করিয়া লইল। সেই মুখোসটি এরূপ সুকৌশলে নির্ম্মিত যে, তাহা মুখে আঁটিয়া দিলে মুখে মুখোসের অস্তিত্ব বুঝিবার উপায় থাকিত না; অথচ তাহাতে মুখাকৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইত। এই মুখোস ধারণ করিয়া সাটিরা অনায়াসে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ভিতর ঘুরিয়া আসিতে পারিত! সে সেই মুখোস মুখে বসাইয়া দিলে, তাহা এক পর্দ্দা ত্বকের ন্যায় তাহার মুখ-চর্ম্মের উপর আঁটিয়া গেল; তাহার বর্ণগত বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল না। অতঃপর সে একখানি আয়নার কাছে দাঁড়াইয়া সেই পরচুলার টুপিটি তাহার কেশবিরল মস্তকে স্থাপিত করিল, এবং সোনার ফ্রেমবিশিষ্ট একজোড়া চসমাদ্বারা চক্ষু আবৃত করিল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন, সাটিরা এই ছদ্মবেশে সন্তুষ্ট না হইয়া এটাচি-কেস হইতে একজোড়া কাল জমকাল গোঁফ বাহির করিয়া তদ্বারা ওষ্ঠ আবৃত করিল। এই ছদ্মবেে তাহার বয়স প্রায় কুড়ি বৎসর কম দেখাইতে লাগিল।

সাটিরার ছদ্মবেশ ধারণের অব্যবহিত পরেই ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের চেতনাসঞ্চার হইল। সাটিরা তাঁহার মুখ বাঁধিলেও চক্ষু দুইটি অনাবৃত রাখিয়াছিল; ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স চেতনা লাভ করিয়া নিজের অবস্থা দেখিয়া আতঙ্কে অভিভূত হইলেন।

মিঃ ব্লেকের গৃহে আসিয়া তাঁহাকে এরূপ বিপন্ন হইতে হইল কেন তাহা তিনি বুঝিতে না পারিলেও, হারমিঞ্জারকে পেট্রলের টিন লইয়া অগ্নিকুণ্ডের অদূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, এবং সাটিরাকে চিনিতে না পারিলেও, মিঃ ব্লেক ও স্মিথের দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহারা যে সাটিরার কবলে পড়িয়াছেন—ইহা সহজেই বুঝিতে পারিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, "অগ্নিকুণ্ডের কাছে ইহারা পেট্রলের টিন আনিল কেন? তবে কি এই নরপিশাচ ব্লেকের ঘর বাড়ীসেই পাগলা-গারদের মত ('ডাক্তারের ডিগবাজি'তে দ্রষ্টব্য) ভস্মীভূত করিবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে সজীব অবস্থায় পুড়াইয়া মারিবে?"—মিঃ ব্লেকের মনেও এই চিন্তাই উদয় হইয়াছিল। সাটিরা কি উদ্দেশ্যে তাঁহাকে গুলী করিয়া মারে নাই তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন।

অতঃপর সাটিরা পেট্রলের টিনটি হাতে লইয়া, মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া স্বাভাবিক স্বরে বলিল, "বন্ধুগণ, আজ আমার কি আনন্দের দিন! আমি যে তোমাদের তিন জনকে এক সঙ্গে হত্যা করিবার এরূপ সুযোগ লাভ করিব, ইহা কিছুকাল পূর্ব্বেও বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু অবিলম্বেই আমার আশা পূর্ণ হইবে—এ বিষয়ে এখন নিঃসন্দেহ হইয়াছি। আর কিছুকাল পরে গোয়েন্দা ব্লেকের এই অট্টালিকা ইষ্টক-স্তূপে পরিণত হইবে, এবং সেই স্তূপের ভিতর অনুসন্ধান করিলে তোমাদের তিন জনের কঙ্কাল মাত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে। তোমরা মনে করিও না, আমি এখনই এই পেট্রলে আগুন ধরাইয়া নিজের জীবন বিপন্ন করিব। আমি এই গৃহ ত্যাগ করিবার পর অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হইবে। হাঁ, তোমরা এখনও অন্ততঃ পনের মিনিট কাল তোমাদের আরামদায়ক পরিণামের কথা চিন্তা করিবার অবসর পাইবে। এই পনের মিনিট তোমরা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিবে। তাহার পর অগ্নিজিহ্বার কোমল স্পর্শে তোমরা ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিবে। কাজটি কত সহজ তাহা এখনই বুঝিতে পারিবে। এই দেখ অগ্নিকুণ্ডের অদূরে এই টিন রাখিয়া চলিলাম।"

সাটিরা পেট্রলের টিনটি সেই জ্বলন্ত অনলরাশির একফুট মাত্র দূরে রাখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; তাহার পর বলিল, "কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই

টিন উত্তপ্ত হইবে। তাহার পর এই টিনের পেট্রল অধিকতর উত্তপ্ত হইলেই টিন ফাটিয়া সেই তরল বহ্নি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িবে, এবং দশ সেকেণ্ডের মধ্যে এই ঘরের সমস্ত জিনিস দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকিবে। অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া ফায়ার-ব্রিগেড যখন আগুন নিবাইতে আসিবে—তাহার অনেক পূর্ব্বেই এই অট্টালিকা ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইবে। আজ সকালে মিথ্যা সংবাদে ফায়ার-ব্রিগেড নিউবেলীর বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়াছিল, আর আজ সন্ধ্যায় সত্য অগ্নিকাণ্ডের সংবাদে আগুন নিবাইতে আসিয়া তাহারা হতাশ ভাবে চলিয়া যাইবে।"

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন সাটিরার কথাগুলি কার্য্যে পরিণত হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না। তিনি আতঙ্কে মুহ্যমান হইয়া প ড়লেন, এ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের উপায় দেখিলেন না; কিন্তু জীবনের আশা তখনও পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি ইন্‌স্পেক্টর কুটস ও স্মিথের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহাদের চক্ষুর আতঙ্কবিহ্বল ভাব দেখিয়া তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিতেও তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। তখন তাঁহাদের কথা কহিবার উপায় থাকিলেও তাঁহারা কোন কথা বলিতে পারিতেন না। তাঁহাদের তখন ওষ্ঠাগত প্রাণ।

হারমিঞ্জার সাটিরার আদেশে দড়ির তাল হইতে তিন টুকরা দড়ির ফাঁস তাঁহাদের গলায় দিয়া—ফাঁসের অপর প্রান্ত টেবিলের পায়ার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিল। সুতরাং তাঁহারা যে গড়াইতে গড়াইতে দূরে সরিয়া যাইবেন তাহার সম্ভাবনা রহিল না। সরিবার চেষ্টা করিলেই সেই ফাঁস গলায় আঁটিয়া বসিত। পেট্রলের টিন তাঁহারা সরাইয়া ফেলিবার উপায় দেখিলেন না।

অতঃপর হারমিঞ্জার সেই কক্ষের পথের দিকের বাতায়নের খড়খড়ি তুলিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিল, এবং সাটিরাকে বলিল, "সর্দ্দার, আপনার গাড়ী পথে দাঁড়াইয়া আছে।"

সাটিরা তাহার অনুচর সহ সেই কক্ষের দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "তাহারই হাঁসি সার্থক—যে শেষকালে হাসিতে পারে। (he who laughs

last laughs best) তোমরা মনে করিয়াছিলে আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমার বিচার শেষ হইবে, প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনিয়া আমি পেণ্টন্‌ভিলের কারাগারে ফাঁসির আসামীর কুঠুরীতে প্রবেশ করিব। কিন্তু এখন ?—এখন তোমরা যে শাস্তি ভোগ করিবে—বধ্যমঞ্চে প্রাণদণ্ড নিশ্চয়ই তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক বাঞ্ছনীয়। কাল সকালে সংবাদপত্রে তোমাদের শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ পাঠ করিয়া আমি কি তৃপ্তিলাভ করিব—তাহা তোমাদিগকে বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। তোমরা পরমানন্দে পরলোকের পথে যাত্রা কর—ইহাই আমার আন্তরিক কামনা ; এ জীবনের মত বিদায় বন্ধুগণ, নমস্কার !”

সার্টিরা হারমিঞ্জারকে সঙ্গে লইয়া মিঃ ব্লেকের গৃহ ত্যাগ করিল।—তাহারা অদৃশ্য হইলে মিঃ ব্লেক অতি কষ্টে পাশ ফিরিয়া দেহের ঊর্দ্ধভাগ উচু করিয়া তুলিলেন। তিনি তখনও সম্পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার করিলেন না, কারণ সেই সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতিলাভের একটি উপায় তখন পর্য্যন্ত তাঁহার হাতে ছিল। তিনি প্রাণরক্ষার জন্য সেই শেষ উপায়টি অবলম্বনের চেষ্টা করিলেন।

নবম লহর

অদ্ভুত অন্তর্দ্ধান

রবার্ট ব্লেকের মুঠার ভিতর একটি জিনিস ছিল—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; সাটিরা বা তাহার অনুচর হারমিঞ্জার তাহা দেখিতে পায় নাই। তাহারা প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক মুঠা খুলিয়া সেই জিনিসটি বাহির করিলেন, তাহা একটি ম্যাচ্‌বাক্স। তিনি চুরুট ধরাইবার জন্য তাহা পকেট হইতে বাহির করিয়াই সাটিরাকে শয়ন-কক্ষের দ্বারে দেখিতে পাইয়াছিলেন; সেই সময় তিনি তাহা হাতেই রাখিয়াছিলেন। তিনি যখন মাথার উপর হাত তুলিয়াছিলেন, তখনও তাহা তাঁহার মুঠার ভিতর ছিল।

মিঃ ব্লেক পেট্রলের টিনের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন অগ্নির উত্তাপে তাহা ফাটিতে অধিক বিলম্ব হইবে না। তাঁহার দুই হাত পিঠের-দিকে ঘুরাইয়া বাঁধা ছিল; তিনি ঘাড় বাঁকাইয়া হাতের বাঁধন দেখিতে না পাইলেও ম্যাচবাক্সটা দুইহাতে চাপিয়া ধরিলেন, তাহার পর ম্যাচবাক্সের কয়েকটি কাঠি একসঙ্গে জ্বালিয়া তাহা মেঝের গালিচার উপর ফেলিলেন। অগ্নিস্পর্শে গালিচার কিয়দংশ জ্বলিয়া উঠিল, তখন তিনি সেই জ্বলন্ত অগ্নিশিখার উপর হাত দু-খানির বন্ধনরজ্জু স্থাপন করিলেন। আগুনে তাঁহার হাতের কব্জি পুড়িয়া ফোস্কা উঠিল বটে, কিন্তু বন্ধনরজ্জুও সেই অগ্নির জিহ্বায় পুড়িয়া গেল; তখন তিনি উভয় হস্ত সবলে টানাটানি করিতেই, রজ্জুর যে অংশ অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিল, তাহা ফট্ করিয়া ছিঁড়িয়া গেল; তাঁহার উভয় প্রকোষ্ঠ হইতে বন্ধনরজ্জু খসিয়া পড়িল। তাঁহার হস্তদ্বয় এইভাবে বন্ধনমুক্ত হইলে তিনি পকেট হইতে ছুরী বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি গলার ফাঁস কাটিয়া ফেলিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ উঠিয়া-বসিয়া গালিচার যে অংশ জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার উপর পদাঘাত করিয়া সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত করিলেন। অতঃপর তিনি অর্দ্ধ মিনিটের মধ্যে পায়ের বাঁধন কাটিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আগুনে তাঁহার হাতে যে ফোস্কা উঠিয়াছিল, তাহাতে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ হইলেও তিনি সেদিকে দৃক্‌পাতও করিলেন না। তিনি এক লম্ফে পূর্ব্বোক্ত পেট্রলের টিনের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং সাটিরা যে লৌহদণ্ডের দ্বারা অগ্নি-কুণ্ডের আগুন উস্কাইয়া দিয়াছিল—সেই লৌহদণ্ডটি পেট্রলের টিনের আংটার ভিতর পুরিয়া সেই উত্তপ্ত টিনটি তুলিয়া লইলেন, তাহার পর তাঁহার শয়ন-কক্ষের একটি জানালা খুলিয়া তাহা দোতালার নীচে সংরক্ষিত চৌবাচ্চার ভিতর নিক্ষেপ করিলেন। তখনও তিনি মুখের বন্ধন অপসারিত করেন নাই।

যাহা হউক, অতঃপর মিঃ ব্লেক তাড়াতাড়ি মুখের বাঁধন খুলিয়া ফেলিয়া উপবেশন-কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন, এবং চক্ষুর নিমেষে ইন্‌স্পেক্টর কুটসের ও স্মিথের হাতপায়ের বাঁধন কাটিয়া দিলেন। ডাক্তার সাটিরা ও তাহার অনুচর তাঁহার গৃহ পরিত্যাগ করিবার তিন মিনিটের মধ্যেই তিনি এই সকল কাজ শেষ করিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুটস ও স্মিথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া মুখের বাঁধন খুলিয়া ফেলিলেন, তখন মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সাটিরা দুই তিন মিনিট পূর্ব্বে এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে; আমরা চেষ্টা করিলে এখনও তাহাকে ধরিতে পারিব। শীঘ্র চল।"

মিঃ ব্লেক ওভারকোটের পকেট হইতে পিস্তলটা বাহির করিয়া লইয়া দ্রুতবেগে নীচে চলিলেন; ইন্‌স্পেক্টর কুটস ও স্মিথ তৎক্ষণাৎ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তাঁহারা পথে আসিয়া দেখিলেন একখানি নীলবর্ণের মোটর-কার ঝড়ের মত বেগে বেকার ষ্ট্রীট অতিক্রম করিতেছিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঐ গাড়ী! সাটিরা ঐ গাড়ীতে পলাইতেছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুটস তৎক্ষণাৎ পুলিশ-হুইস্লে সজোরে ফুৎকার দিলেন। হুইস্ল শুনিয়া একজন কনষ্টেবল ব্যস্তভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। সে ইন্‌স্পেক্টর কুটসকে বলিল, "ব্যাপার কি? আপনি হুইস্ল দিলেন কেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সাটিরা, ডাক্তার সাটিরা ঐ নীল গাড়ীতে পলায়ন করিতেছে।—তোমরা উহাকে গ্রেপ্তার—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি সম্মুখে একখানি মোটর-কার দেখিয়া তাহার

গতিরোধ করিলেন। সেই গাড়ীতে একটি বৃদ্ধা দুইটি ক্ষুদ্র কুকুর কোলে লইয়া বোধ হয় বায়ুসেবনে বাহির হইয়াছিলেন। মিঃ ব্লেক সেই বৃদ্ধাকে বলিলেন, "মাদাম, আইনের সম্মান রক্ষার জন্য আপনি শীঘ্র গাড়ী হইতে নামুন, আমরা আপনার গাড়ী চাই; সম্মুখের ঐ নীল গাড়ীতে ভীষণ দস্যু ডাক্তার সাটিরা পলাইতেছে, আমরা তাহাকে গ্রেপ্তার করিব।"

ডাক্তার সাটিরার নাম শুনিয়া বৃদ্ধা আর্ত্তনাদ করিয়া, কুকুর দুটিকে কোলে লইয়াই গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। তখন মিঃ ব্লেক, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও স্মিথ, পূর্ব্বোক্ত কন্‌ষ্টেবল সহ সেই গাড়ীতে উঠিয়া সোফেয়ারকে যথাসাধ্য দ্রুত বেগে অগ্রগামী নীল গাড়ীর অনুসরণ করিতে আদেশ করিলেন। তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিলেন, "যদি আমরা সাটিরাকে ধরিতে পারি, তাহা হইলে তাহার গ্রেপ্তারের জন্য যে পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেক তোমার।"

গাড়ী তীরবেগে অগ্রগামী শকটের অনুসরণ করিল। কয়েক মিনিট পরে মিঃ ব্লেক প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে সাটিরার গাড়ী দেখিতে পাইলেন। সাটিরা বুঝিতে পারিল, পশ্চাতের 'কার' তাহাকেই ধরিবার জন্য প্রচণ্ডবেগে তাহার অনুসরণ করিতেছে। সে মুখ বাড়াইয়া একবার পশ্চাতে চাহিল; পাছে ধরা পড়িতে হয় এই আশঙ্কায় সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে অধিকতর বেগে গাড়ী চালাইতে লাগিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স হুইশ্‌ল ওষ্ঠে তুলিয়া সজোরে ফুৎকার দিলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "যে কেহ পার ঐ নীল গাড়ী থামাও; ফেরারী আসামী সাটিরা ঐ গাড়ীতে পলায়—উহাকে ধর।"

ইন্‌স্পেক্টরের আদেশে সোফেয়ার এরূপ বেগে গাড়ী চালাইতে লাগিল যে, সাটিরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না: অবশেষে উভয় শকটের ব্যবধান কুড়ি গজের অধিক রহিল না। মুহূর্ত্তপরে 'দুড়ুম' শব্দে সাটিরার পিস্তল গর্জ্জিয়া উঠিল। মিঃ ব্লেকের গাড়ীর সম্মুখে যে কাচের পর্দা (wind-screen) ছিল, সেই গুলীর আঘাতে তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল; কিন্তু

গাড়ীর গতিরোধ হইল না। ইহা দেখিয়া সাটিরা ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইল, এবং পুনর্ব্বার গুলী করিল। দ্বিতীয় গুলী র‍্যাডিয়েটরের মধ্যস্থলে (in the centre of the radiator) পতিত হইল।

সাটিরার গাড়ী হঠাৎ থামিয়া গেল। কয়েকখানি কার বস ট্রামগাড়ী সম্মুখের পথ জুড়িয়া দাঁড়াইয়াছিল ; সেই ব্যূহভেদ করিয়া সাটিরার গাড়ী আর অগ্রসর হইতে পারিল না। মিঃ ব্লেক তাহা দেখিয়া সোৎসাহে বলিলেন, "শয়তানটাকে এবার ধরিতে পারিব। সম্মুখের পথ বন্ধ, কোন্ দিকে পলাইবে ?"

কিন্তু মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সাটিরার গাড়ী সম্মুখস্থ গাড়ীগুলির পাশ দিয়া সবেগে বাহির হইবার চেষ্টা করিল। রাস্তার তক্তা জলে পিচ্ছিল হইয়াছিল, সাটিরার গাড়ীর পশ্চাতের চাকা পিছলাইয়া পথিপ্রান্তস্থ টেলিগ্রাফের লৌহদণ্ডে প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা খাইল ও মুহূর্ত্তে উল্টাইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর ড্রাইভার হারমিঞ্জার সবেগে গাড়ী হইতে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইল, এবং পাথরের উপর তাহার মাথা এরূপ বেগে পড়িল যে, তাহা পাখীর ডিমের খোলার মত (like an egg-shell) চূর্ণ হইল। সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব লাভ করিল।

মিঃ ব্লেকও সঙ্গীদ্বয় সহ পথে নামিয়া সেই গাড়ীর দিকে চাহিলেন, দেখিলেন গাড়ীতে আরোহী নাই। মিঃ ব্লেক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "সাটিরা কোথায় ? তাহার কি হইল ?"

কিন্তু সাটিরার জীবন যেন মন্ত্রবলে সুরক্ষিত ! মুহূর্ত্তপরে সেই উল্টাইয়া-পড়া গাড়ীর পশ্চাতে (behind the overturned car) সাটিরাকে দেখিতে পাওয়া গেল। সে তাহার পিস্তলটা আততায়ীগণের দিকে উদ্যত করিয়া দ্রুতবেগে পথের উপর উঠিয়া আসিল। মিঃ ব্লেক তাহাকে ধরিতে অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু সাটিরার পিস্তলের গুলী তাঁহার এক হাত দূরে পড়িয়া একরাশি কাঁকর চারি দিকে বিক্ষিপ্ত করিল। মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ সরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার সঙ্গীদের বলিলেন, "দেখ দেখ, শয়তানটা ভয়ানক ফাঁপরে পড়িয়াছে ! উহার সম্মুখের পথ বন্ধ, আমরা পশ্চাতে আসিয়া পড়িয়াছি ; আর পলাইবে কোথায় ! কুট্‌স, হাতকড়ি বাহির কর। এবার আর উহার পরিত্রাণ নাই।"

সাটিরা সম্মুখে চাহিয়া কয়েকগজ দূরে দুইজন কনষ্টেবলকে দেখিতে পাইল। তাহারাও দ্রুতবেগে তাহার দিকে অগ্রসর হইল। তখন সাটিরা পিস্তলটা পকেটে পুরিয়া দুই এক গজ সম্মুখে গিয়াই পথের মধ্যস্থলে বসিয়া পড়িল। মুহূর্ত্তপরে আর কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না!

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "দেখ, দেখ, সাটিরা চক্ষুর নিমেষে অদৃশ্য হইয়াছে। ইন্দ্রজালের সাহায্যে সে খাঁচার বাঘ উড়াইয়া দিয়াছিল, আজ আমাদের সম্মুখেই ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইল! কি ভয়ঙ্কর যাদুকর!"

"যাদুকরের মুখে মারি জুতা!"—বলিয়া মিঃ ব্লেক দ্রুতবেগে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন—সেখানে ড্রেনে নামিবার একটি চতুষ্কোণ গহ্বর-মুখ খোলা রহিয়াছে। গহ্বর-মুখের ঝাঁঝরাখানি তাহার পাশে পড়িয়া আছে। মেথরেরা, প্রয়োজন হইলে সেই ঝাঁঝরা সরাইয়া ড্রেনে নামিত। সাটিরা সেই ভাবে ড্রেনে প্রবেশ করিয়াছে বুঝিয়া মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন, "সাটিরা এই ড্রেণের ভিতর দিয়া পলায়ন করিয়াছে; হয় ত মাইল খানেক দূরে গিয়া এইরূপ আর একটা ঝাঁঝরা ঠেলিয়া অন্য পথে উঠিয়া পড়িবে। এখনই একটা মেথরকে ধরিয়া ড্রেনের ভিতর নামাইয়া দাও। সে চেষ্টা করিলে এখনও শয়তানটাকে ধরিতে পারিবে। এখনও সে অধিক দূর পলাইতে পারে নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স একটা মেথরকে পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া ড্রেনের ভিতর নামাইয়া দিলেন। আধঘণ্টা পরে সে যখন উপরে উঠিয়া আসিল—তখন দেখা গেল প্রচণ্ড আঘাতে তাহার মাথার একধার ফুলিয়া উঠিয়াছে, এবং তাহার জুতা, টুপি ও মোমজামার কোটটি অদৃশ্য হইয়াছে। মিঃ ব্লেক তাহার এই দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কিছুই জানিতে পারিলেন না; মেথর বিহ্বল স্বরে বলিল, "ভূত! ড্রেনের ভিতর ভূত আছে। সে আমাকে মারিয়া সব কাড়িয়া লইয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স হতাশ ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সাটিরা আবার আমাদের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া পলায়ন করিল! আর তাহার সন্ধান মিলিবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সন্ধান মিলিলেও তাহা আমাদের পক্ষে আশার কথা নহে। আহত বাঘের লেজ ধরিয়া টানিলে শিকারীর যে অবস্থা হয়—আমাদেরও অবস্থা সেইরূপ হইবে।"

মিঃ ব্লেকের এই উক্তি ভবিষ্যদ্বাণীবৎ সফল হইয়াছিল, তাহা 'রহস্য লহরী'র ১২০ নং উপন্যাস 'ডাক্তারের নবলীলা' পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন সেই কাহিনী অধিকতর লোমাঞ্চকর ও বিস্ময়াবহ ঘটনায় পূর্ণ।

সমাপ্ত।